পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির
একমাত্র হাজ্জের ভাষণ

যুগের জ্ঞানের ভিত্তিতে অনুবাদ ও শিক্ষা

গবেষণা সিরিজ-৩৫

প্রফেসর ডা. মো. মতিয়ার রহমান
FRCS (Glasgow)
চেয়ারম্যান
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
বিভাগীয় প্রধান (অব.), সার্জারি বিভাগ
ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল
ঢাকা, বাংলাদেশ।

প্রকাশক
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এন্ড জেনারেল হাসপাতাল কমপ্লেক্স (৮ম তলা)
১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি
মগবাজার, রমনা, ঢাকা।
ফোন : ০২-৪১০৩১০১৩
E-mail : qrfbd2012@gmail.com
www.qrfbd.org
For Online Order : www.shop.qrfbd.org

যোগাযোগ
QRF Admin : 01944411560, 01755309907
QRF Dawah : 01979464717
Publication : 01972212045
QRF ICT : 01944411559
QRF Sales : 01944411551, 01977301511
QRF Cultural : 01917164081

ISBN Number : 978-984-35-1412-7

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০১৯
দ্বিতীয় সংস্করণ : আগস্ট ২০২২

সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য : ১২০ টাকা

মুদ্রণ ও বাঁধাই
হাসনা এ্যাডভার্টাইজিং
২৫৭/৮ এলিফ্যান্ট রোড, কাঁটাবন, ঢাকা-১২০৫
মোবাইল : ০১৭১৪ ৮১৫১০০, ০১৯৭৯ ৮১৫১০০
ই-মেইল : hasnaad06@gmail.com

সূচিপত্র

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১	সারসংক্ষেপ	৫
২	চিকিৎসক হয়েও কেন এ বিষয়ে কলম ধরলাম	৬
৩	মূল বিষয়	১১
৪	'বিদায় হাজ্জের ভাষণ' নামটির পর্যালোচনা	১২
৫	রসুল (স.)-এর পালন করা একমাত্র হাজ্জকে 'বিদায় হাজ্জ' নাম দেওয়ার কারণ	১২
৬	'বিদায় হাজ্জ' সংঘটিত হওয়ার তারিখ	১৩
৭	ভাষণটি প্রদান করার মূল কারণ	১৩
৮	ভাষণটির অংশসমূহ	১৪
৯	পুস্তিকায় উপস্থাপন করা ভাষণের তথ্যসূত্র	১৪
১০	যে ক্রমানুসারে ভাষণটি উপস্থাপন করা হবে	১৪
১১	আরাফা দিবসে (৯ জিলহাজ্জ) আরাফার ময়দানে প্রদত্ত ভাষণ	১৫
	ক. সহীহ মুসলিমে উল্লেখ থাকা আরাফার ময়দানে প্রদত্ত ভাষণ	১৫
	খ. সুনানু আবী দাউদ গ্রন্থে উল্লেখ থাকা আরাফার ময়দানে প্রদত্ত ভাষণ	২৬
	গ. আল-মুসতাদরাক 'আলাস-সহীহাইনে উল্লেখ থাকা ভাষণ	৩৭
১২	৯ জিলহাজ্জ আরাফার ময়দানে প্রদত্ত ভাষণের শিক্ষা	৩৮
১৩	মিনায় কুরবানীর দিন (১০ জিলহাজ্জ) এবং আইয়ামে তাশরীকের মাঝামাঝি সময়ে (১১ থেকে ১৩ জিলহাজ্জ) প্রদত্ত ভাষণ	৪০
	ক. সহীহ বুখারীতে উল্লেখ থাকা কুরবানীর দিন মিনায় প্রদত্ত ভাষণ	৪০

	খ. সহীহ বুখারীর অপর হাদীসে উল্লেখ থাকা কুরবানীর দিন মিনায় প্রদত্ত ভাষণ	৪১
	গ. সহীহ বুখারীর অন্য এক হাদীসে উল্লেখ থাকা কুরবানীর দিন মিনায় প্রদত্ত ভাষণ	৪২
	ঘ. আল-বাইহাকীতে উল্লেখ থাকা আইয়ামে তাশরীকের মধ্যবর্তী দিনে প্রদত্ত ভাষণ	৪৪
	ঙ. সুনানে দারেমীতে উল্লেখ থাকা কুরবানীর দিন মিনায় প্রদত্ত ভাষণ	৪৫
	চ. মুসনাদে আহমাদে উল্লেখ থাকা কুরবানীর দিন মিনায় প্রদত্ত ভাষণ	৪৬
	ছ. সুনানুত তিরমিযীতে উল্লেখ থাকা কুরবানীর দিন মিনায় প্রদত্ত ভাষণ	৪৭
	জ. সুনানুত তিরমিযীর অপর হাদীসে উল্লেখ থাকা কুরবানীর দিন মিনায় প্রদত্ত ভাষণ	৪৮
	ঝ. সুনানে ইবন মাজায় উল্লেখ থাকা আইয়ামে তাশরীকে প্রদত্ত ভাষণ	৪৯
	ঞ. সুনানে আবু দাউদে উল্লেখ থাকা মিনায় আইয়ামে তাশরীকের মাঝামাঝি সময়ে (১১ থেকে ১৩ জিলহাজ্জ) প্রদত্ত ভাষণ	৪৯
১৪	মিনায় কুরবানীর দিন (১০ জিলহাজ্জ) এবং আইয়ামে তাশরীকের মাঝামাঝি সময়ে (১১ থেকে ১৩ জিলহাজ্জ) প্রদত্ত ভাষণের শিক্ষাসমূহ	৫১
১৫	বিদায় হাজ্জের বক্তব্যের ভাষণ আকারে উপস্থাপিত রূপ ও তার যুগের জ্ঞানভিত্তিক অনুবাদ	৫২
১৬	বিদায় হাজ্জের ভাষণাংশগুলো কুরআনের যে সকল আয়াতের সম্পূরক, পরিপূরক বা অতিরিক্ত	৫৬
১৭	হাজ্জ সম্পর্কিত আল কুরআনের অন্যান্য তথ্য	১১১
১৮	আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য	১১৩
১৯	শেষ কথা	১১৪

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

সারসংক্ষেপ

খ্রিষ্টান গবেষক, চিন্তাবিদ ও লেখক মাইকেল এইচ. হার্ট পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম মানুষদের মর্যাদাভিত্তিক তালিকা করার জন্য ১০০ জন বিখ্যাত মানুষের জীবন চরিত নিয়ে গবেষণা করেন। ঐ মানুষগুলোর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণা শেষে তিনি লিখতে বাধ্য হন যে– ঐ ১০০ জন মানুষের মধ্যে তথা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি হলেন, রসূল মুহাম্মাদ (স.)।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি মুহাম্মাদ (স.) জীবনে মাত্র একবার হাজ্জ পালন করেন। এ হাজ্জে তিনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন সেটিই 'বিদায় হাজ্জের ভাষণ' নামে পরিচিত। এ ভাষণ ব্যাপক তথ্যধারণকারী ও মানবতার জন্য ব্যাপক কল্যাণকর। কিন্তু ভাষণটির যে সকল অনুবাদ বর্তমানে আছে তা যুগের জ্ঞানের আলোকে নয়। তাছাড়া ভাষণটির যে সকল ভাবার্থ বর্তমানে আছে সেখানেও কিছু মৌলিক ত্রুটি আছে। তাই, মানবতার কল্যাণের জন্য পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির জীবনের শেষ ভাষণের প্রকৃত অনুবাদ ও ব্যাখ্যা যুগের জ্ঞানের ভিত্তিতে মানবতার সামনে তুলে ধরার জন্য আমাদের এ প্রচেষ্টা।

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা গবেষণা করে না,
নাকি তাদের মনে তালা লেগে গেছে?

সুরা মুহাম্মাদ/৪৭ : ২৪

চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরার কারণ

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ।

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ!

আমি একজন চিকিৎসক (বিশেষজ্ঞ সার্জন)। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিষয় বাদ দিয়ে একজন চিকিৎসক কেন এ বিষয়ে কলম ধরলো? তাই এ বিষয়ে কেন কলম ধরেছি, সেটা প্রথমে আপনাদের জানানো দরকার বলে মনে করছি।

ছোটোবেলা হতেই ইসলামের প্রতি আমার গভীর আগ্রহ ছিল। তাই দেশ-বিদেশে যেখানেই গিয়েছি ইসলাম সম্বন্ধে সে দেশের মুসলিম ও অমুসলিমদের ধারণা গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। ইংল্যান্ড হতে ফিরে এসে আমার মনে হলো জীবিকা অর্জনের জন্য বড়ো বড়ো বই পড়ে MBBS ও FRCS ডিগ্রি নিয়েছি। এখন যদি কুরআন মাজীদ অর্থসহ বুঝে না পড়ে আল্লাহর কাছে চলে যাই, আর আল্লাহ যদি জিজ্ঞাসা করেন ইংরেজি ভাষায় রচিত বড়ো বড়ো বই পড়ে বড়ো চিকিৎসক হয়েছিলে কিন্তু তোমার জীবন পরিচালনার পদ্ধতি জানিয়ে আরবীতে আমি যে কিতাবটি (কুরআন মাজীদ) পাঠিয়েছিলাম সেটি কি অর্থসহ বুঝে পড়েছিলে? তখন এ প্রশ্নের আমি কী জবাব দেবো।

এ উপলব্ধি আসার পর আমি কুরআন মাজীদ অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ বুঝে পড়তে আরম্ভ করি। শিক্ষাজীবনের শুরুতে মাদ্রাসায় পড়ার কারণে আগে হতে আরবী পড়তে ও লিখতে পারতাম। এরপর ইরাকে ৪ বছর রোগী ও সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে আরবী বলা ও বোঝার সমস্যাটা অনেকাংশে দূর হয়ে যায়।

কুরআন মাজীদ পড়তে গিয়ে দেখি ইরাকে যেসব সাধারণ আরবী বলতাম তার অনেক শব্দই কুরআনে আছে এবং আমি তা বুঝতে পারি। তাই কুরআন মাজীদ পড়ে বেশ মজা পেয়ে যাই। পেশা নিয়ে সারাক্ষু আমাকে ব্যস্ত থাকতে

হতো। কিন্তু এর মধ্যেও সময় করে দিনে এক বা একাধিক আয়াত বা যতটুকু পারা যায় বিস্তারিত তাফসীরসহ কুরআন মাজীদ পড়তে থাকি। সার্জারি বই যেমন গভীরভাবে বুঝে পড়েছি, কুরআনের প্রতিটি আয়াতও সেভাবে বুঝে পড়ার চেষ্টা করেছি। ব্যাখ্যার জন্য কয়েকটি তাফসীর পড়েছি। এভাবে সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ শেষ করতে আমার প্রায় ৩ বছর সময় লাগে।

সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ পড়ে তথা ইসলামের সকল মৌলিক ও একটি অমৌলিক (তাহাজ্জুদ সালাত) বিষয় প্রত্যক্ষভাবে জানার পর আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম এজন্য যে, ইসলাম সম্বন্ধে কুরআনের বক্তব্য আর বর্তমান মুসলিমদের ধারণার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান (ইসলামের অন্য অমৌলিক বিষয়ের কথা রসূল স.-কে অনুসরণ করতে বলার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে)। এ ব্যাপক পার্থক্যই আমার মধ্যে এ ব্যাপারে কলম ধরার দায়িত্ববোধ জাগিয়ে দেয়। সর্বোপরি, কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত আমাকে কলম ধরতে বাধ্য করলো–

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَ يَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۙ اُولٰٓئِكَ مَا يَاْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ اِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

নিশ্চয় আল্লাহ কিতাবে যা নাযিল করেছেন, যারা তা গোপন করে এবং বিনিময়ে সামান্য কিছু ক্রয় করে (লাভ করে) তারা তাদের পেট আগুন ভিন্ন অন্য কিছু দিয়ে ভরে না, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না (তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করবেন না), আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৭৪)

ব্যাখ্যা : কোনো জিনিসের বিনিময়ে কিছু ক্রয় করার অর্থ হলো ঐ জিনিসের বিনিময়ে কিছু পাওয়া। ক্ষতি এড়ানোর অর্থও কিছু পাওয়া। ছোটো ক্ষতি এড়ানোর অর্থ অল্প কিছু পাওয়া। আর বড়ো ক্ষতি এড়ানোর অর্থ বড়ো কিছু পাওয়া। আবার ক্ষতি এড়ানো একটি ওজর (বাধ্যবাধকতা)। তাই আল্লাহ এখানে বলেছেন– তিনি কুরআনে যেসব বিধান নাযিল করেছেন, ছোটো ক্ষতি (ওজর) এড়ানোর জন্য যারা জানা সত্ত্বেও সেগুলো প্রচার করে না বা মানুষকে জানায় না, তারা যেন তাদের পেট আগুন দিয়ে পূর্ণ করলো। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না। ঐ দিন এটি তাদের জন্য সাংঘাতিক দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হবে। আর তাদেরকে পবিত্র করা হবে না। অর্থাৎ তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করা হবে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষের

ছোটোখাটো গুনাহ মাফ করে দেবেন। কিন্তু যারা কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জানা সত্ত্বেও তা গোপন করবে তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

তাই কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জেনে তা মানুষকে না জানানোর জন্য কিয়ামতে যে কঠিন অবস্থা হবে তা হতে বাঁচার জন্য আমি একজন চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরেছি।

লেখার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর কুরআনের বক্তব্যগুলোকে কীভাবে উপস্থাপন করা যায়, এটা নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। এমতাবস্থায় এ আয়াতটি আমার মনে পড়লো–

كِتٰبٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ

এটি একটি কিতাব যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হলো, সুতরাং এর মাধ্যমে সতর্কীকরণের ব্যাপারে তোমার মনে যেন কোনো সংকোচ (দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদি) না থাকে এবং মুমিনদের জন্য এটা উপদেশ।

(সুরা আ'রাফ/৭ : ২)

ব্যাখ্যা : কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের মনে দু'টি অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে–

১. সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা না বোঝার কারণে কুরআনের বক্তব্যের যথার্থতার ব্যাপারে মনে সন্দেহ বা দ্বিধা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থা অপেক্ষাকৃত কম।

২. বক্তব্য বিষয়টি যদি সমাজের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় বা বিপরীত হয়, তবে প্রতিরোধ বা বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া অথবা বেতন-ভাতা, দান-খয়রাত বা নজর-নিয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় হতে পারে। বর্তমান সমাজে এ অবস্থাটি খুবই বিরাজমান।

এ দুই অবস্থা, বিশেষ করে দ্বিতীয়টিকে এড়ানোর (Overcome) জন্য সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে কুরআনের যে বক্তব্যগুলো সমাজের প্রচলিত ধারণার বিপরীত, সেগুলোকে লুকিয়ে ফেলা বা না বলা অথবা তার বক্তব্যকে এমনভাবে ঘুরিয়ে বলা যাতে বিরোধিতা কম আসে বা সবার জন্য তা গ্রহণযোগ্য হয়। এটি বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের দুরবস্থার একটি প্রধান কারণ। কুরআন দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে এই ভীষণ ক্ষতিকর কর্মপদ্ধতি দু'টি সমূলে উৎপাটন করার জন্য আল্লাহ এই আয়াতে রসূল (স.)-এর মাধ্যমে মুসলিমদের বলেছেন– মানুষকে সতর্ক করার সময় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদির মধ্যে পড়ে তোমরা কখনোই কুরআনের বক্তব্যকে লুকিয়ে ফেলবে না বা বলা বন্ধ করবে না অথবা ঘুরিয়ে বলবে না।

কুরআনের অন্য জায়গায় (সুরা আন-নিসা/৪ : ৮০) মহান আল্লাহ রসূল (স.)-কে বলেছেন– পৃথিবীর সকল মানুষ কখনোই কোনো একটি বিষয়ে একমত হবে না। তাই, তুমি কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে মানুষের কাছে উপস্থাপন করবে। যারা তা গ্রহণ করবে না, তাদের তা গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্য পুলিশের ভূমিকা পালন করা তোমার দায়িত্ব নয়। কুরআনের এসব বক্তব্য জানার পর আমি সিদ্ধান্ত নেই আমার কথা বা লেখায় কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে সরাসরি উপস্থাপন করবো।

আল কুরআন পড়া শেষ করেই আমি লিখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু হাদীস না পড়ে কলম ধরতে মন চাইলো না। তাই আবার হাদীস পড়তে আরম্ভ করি। হাদীস, বিশেষ করে মিশকাত শরীফ (কুতুবে সিত্তার অধিকাংশ হাদীসসহ আরও অনেক হাদীস ধারণকারী গ্রন্থ) বিস্তারিত পড়ার পর ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আমি লেখা আরম্ভ করি। আর বই লেখা আরম্ভ করি ১০.০৪.১৯৯৬ তারিখে।

এই পুস্তিকা বাস্তবে রূপ দান করার ব্যাপারে অনেকেই, বিশেষ করে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ নানাভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দুয়া করি তিনি যেন এ কাজকে তাদের নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন।

নবী-রসূল (আ.) ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ ভুল-ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে নয়। তাই আমারও ভুল হতে পারে। শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের কাছে অনুরোধ– আমার লেখায় যদি কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে, আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো এবং পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ যেন আমার এ সামান্য খেদমতকে কবুল করেন এবং এটিকে পরকালে নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন- এ প্রার্থনা করে এবং আপনাদের দুয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ!

ম. রহমান

কুরআনের আরবী আয়াত কিয়ামত পর্যন্ত
অপরিবর্তিত থাকবে, কিন্তু কিছু কিছু অর্থ ও ব্যাখ্যা
যুগের জ্ঞানের আলোকে উন্নত হবে।

আল কুরআন

যুগের জ্ঞানের আলোকে
অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর
(সচিত্র)

নিজে পড়ুন

সকলকে পড়তে
উৎসাহিত করুন

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন

জাতি, ধর্ম, গোত্র, বর্ণ ও রাজনৈতিক পরিচয় নির্বিশেষে
সকল মানুষের প্রতিষ্ঠান

মূল বিষয়

খ্রিষ্টান গবেষক, চিন্তাবিদ ও লেখক মাইকেল এইচ. হার্ট পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম মানুষদের মর্যাদাভিত্তিক তালিকা করার জন্য ১০০ জন বিখ্যাত মানুষের জীবন চরিত নিয়ে গবেষণা করেন। গবেষণা পত্রটির তার দেওয়া নাম হলো– The Hundred। ঐ মানুষগুলোর জীবনের যে সকল দিক নিয়ে তিনি গবেষণা করেন তার তালিকা–

১. মানব জাতির কল্যাণের বিষয়ে ভূমিকা
২. মানবাধিকার
৩. অসাম্প্রদায়িকতা
৪. নারী স্বাধীনতা
৫. আত্মত্যাগ
৬. আচার-আচরণ
৭. স্বজনপ্রীতি
৮. সাম্য
৯. সফলতা
১০. কর্মকাণ্ডের সংরক্ষণ ও প্রচার
১১. অনুসরণকারীদের সংখ্যা ইত্যাদি।

অত্যন্ত নিরপেক্ষভাবে মাইকেল এইচ. হার্ট তার গবেষণাকার্য পরিচালনা করেন। গবেষণা শেষে তিনি লিখতে বাধ্য হন যে– ঐ ১০০ জন মানুষের মধ্যে তথা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি হলেন মুহাম্মাদ (স.)। পৃথিবীর ঐ শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি অনেক কথা বলেছেন, কাজ করেছেন ও ভাষণ দিয়েছেন। কিন্তু তিনি শেষ যে ভাষণটি দিয়েছিলেন সেটি ব্যাপক তথ্যধারণকারী ও মানবতার জন্য ব্যাপক কল্যাণকর। ভাষণটির যে সকল অনুবাদ বর্তমানে আছে তা যুগের জ্ঞানের ভিত্তিতে নয়। আর ভাষণটির যে সকল ভাবার্থ বর্তমানে আছে তাতে কিছু মৌলিক ত্রুটিও আছে। তাই, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির জীবনের শেষ ভাষণের প্রকৃত অনুবাদ যুগের জ্ঞানের ভিত্তিতে মানবতার সামনে তুলে ধরার জন্য আমাদের এ প্রচেষ্টা। পৃথিবীর সকল মানুষের ভাষণটি পড়া দরকার।

'বিদায় হাজ্জের ভাষণ' নামটির পর্যালোচনা

'বিদায় হাজ্জের ভাষণ' কথাটি শুনে মনে করা স্বাভাবিক যে– রসুল (স.) জীবনে অনেকবার হাজ্জ পালন করেছেন। শেষবারের হাজ্জে তিনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন সেটিই হলো 'বিদায় হাজ্জের ভাষণ'। কিন্তু প্রকৃত বিষয় তা নয়। রসুল (স.) জীবনে মাত্র একবার হাজ্জ করেছেন। ঐ হাজ্জে তিনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন সেটিই মুসলিম বিশ্বে 'বিদায় হাজ্জের ভাষণ' নামে পরিচিত। তাই, 'বিদায় হাজ্জের ভাষণ' নামটি একটি ভুল নাম (Misnomer)। নামটি 'হাজ্জে প্রদত্ত রসুল (স.)-এর ভাষণ' হলে সঠিক হতো।

রসুল (স.)-এর পালন করা একমাত্র হাজ্জকে 'বিদায় হাজ্জ' নাম দেওয়ার কারণ

ইসলামী মনীষীগণ রসুল (স.)-এর পালন করা একমাত্র হাজ্জকে যে সকল নাম দিয়েছেন তা হলো–

- 'হুজ্জাতুল বিদা তথা বিদায় হাজ্জ'
- 'হুজ্জাতুল বালাগ তথা পৌঁছে দেওয়ার হাজ্জ'
- 'হুজ্জাতুল ইসলাম তথা ইসলামের হাজ্জ' ইত্যাদি।

আর ভাষণটির এ ধরনের নাম দেওয়ার মূল কারণ হলো–

১. রসুল (স.) বুঝতে পেরেছিলেন এ হাজ্জই তাঁর জীবনের একমাত্র ও শেষ তথা বিদায়ী হাজ্জ। এ কথা তিনি এ হাজ্জের ভাষণের মাধ্যমে জানিয়েও দিয়েছিলেন।

২. এ হাজ্জে ইসলামকে পরিপূর্ণ করে দেওয়ার আয়াত নাযিল হয়েছিল।

৩. এ হাজ্জে তিনি সাহাবীদের সামনে ইসলামের সর্বশেষ ও অসীম গুরুত্বপূর্ণ অনেক নসীহত পেশ করেছিলেন।

‘বিদায় হাজ্জ’ সংঘটিত হওয়ার তারিখ

বিদায় হাজ্জ সংঘটিত হয় ১০ম হিজরি সনের (৬৩২ খ্রিস্টাব্দ) ৯ জিলহাজ্জ, শুক্রবার। অর্থাৎ মক্কা বিজয়ের পর। মক্কা বিজয় হয় ৮ম হিজরিতে (৬৩০ খ্রিস্টাব্দ)।

ভাষণটি প্রদান করার মূল কারণ

ভাষণটিতে রসুল (স.) যে কথাগুলো বলেছেন তা তিনি তাঁর ২৩ বছরের নবুওয়াতী জীবনে এক বা একাধিক সময়ে কোনো না কোনোভাবে বলেছেন। কারণ, ভাষণটির কথাগুলো কুরআনে কোনো না কোনোভাবে উল্লিখিত আছে। আর রসুল (স.)-এর কাজই ছিল কুরআনের বক্তব্যকে কথা, কাজ ও অনুমোদনের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা। তাই, হাজ্জের ভাষণে আবার ঐ কথাগুলো উল্লেখ করার মূল কারণ (Common sense/আকলের ভিত্তিতে) যা মনে হয় তা হলো– রসুল (স.)-এর সুন্নাহ (সনদ ও মতন সহীহ হাদীস) হলো ইসলামী জ্ঞানের ২য় উৎস। সাহাবীগণ রসুল (স.)-এর অধিকাংশ হাদীস শুনেছেন অন্য একজন সাহাবীর মুখ থেকে। কারণ, সকল সাহাবী ২৪ ঘণ্টা রসুল (স.)-এর চতুর্দিকে বসে সরাসরি তাঁর মুখ হতে প্রত্যেকটি হাদীস শুনেছেন বা শুনবেন এটি অসম্ভব। অন্যদিকে ‘বিদায় হাজ্জে’ এক লক্ষের কিছু বেশি সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। তাই, ২৩ বছরের নবুওয়াতী জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতায় যে বিষয়গুলো রসুল (স.) মানব সভ্যতার কল্যাণের জন্য সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন সেগুলো যাতে লক্ষ মানুষ তাঁর মুখ হতে সরাসরি শুনতে পারে এ ভাষণ তিনি সে জন্যই দিয়েছেন।

ভাষণটির অংশসমূহ

মহানবী (স.)-এর জীবনের একমাত্র হজ্জের ভাষণটি তিনটি অংশে বিভক্ত–

১. আরাফা দিবসে (৯ জিলহাজ্জ) আরাফার ময়দানে প্রদত্ত ভাষণ।
২. কুরবানীর দিন (১০ জিলহাজ্জ) মিনায় প্রদত্ত ভাষণ।
৩. মিনায় আইয়ামে তাশরীকের (১১ থেকে ১৩ জিলহাজ্জ) মাঝামাঝি সময়ে প্রদত্ত ভাষণ।

এ ভাষণগুলোর মধ্যে আরাফার ময়দানে প্রদত্ত ভাষণটি বেশি বিস্তারিত।

পুস্তিকায় উপস্থাপন করা ভাষণের তথ্যসূত্র

ভাষণটির সকল কথা একটি বর্ণনায় পাওয়া যায়নি। বিভিন্ন হাদীস ও সীরাত গ্রন্থে ভাষণটি উল্লিখিত আছে খণ্ড-খণ্ডভাবে। তবে প্রত্যেক স্থানে ভাষণটির কথাতে কিছু বেশি-কম আছে।

যে ক্রমানুসারে ভাষণটি উপস্থাপন করা হবে

প্রথমে কয়েকটি গ্রন্থে উল্লেখ থাকা আরবী ভাষণ এবং সেটির যুগের জ্ঞানের ভিত্তিতে করা অনুবাদ ও শিক্ষা আলাদাভাবে উপস্থাপন করা হবে। তারপর ভাষণটিতে থাকা সকল শিক্ষা একসাথে উপস্থাপন করা হবে। আর সবশেষে ভাষণটির বিভিন্ন অংশ আল কুরআনের যে সকল আয়াতের সম্পূরক, পরিপূরক বা ব্যাখ্যা তা উপস্থাপন করা হবে।

মুসলিমদের হারিয়ে যাওয়া **মৌলিক শতবার্তা**

মুসলিম জাতির হারিয়ে যাওয়া
জীবন ঘনিষ্ঠ মৌলিক একশত বার্তা
ও **কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন**-এর
গবেষণা সিরিজগুলোর
মূল শিক্ষাসমূহ সংক্ষেপে ও সহজে
উপস্থাপিত হয়েছে এ বইয়ে।

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১

আরাফা দিবসে (৯ জিলহাজ্জ)
আরাফার ময়দানে প্রদত্ত ভাষণ

ক. সহীহ মুসলিমে উল্লেখ থাকা আরাফার ময়দানে প্রদত্ত ভাষণ

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِم ... ... حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ... ... عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، فَسَأَلَ عَنِ الْقَوْمِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ، فَقُلْتُ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى رَأْسِي فَنَزَعَ زِرِّي الْأَعْلَى، ثُمَّ نَزَعَ زِرِّي الْأَسْفَلَ، ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ ثَدْيَيَّ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ شَابٌّ، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِكَ، يَا ابْنَ أَخِي، سَلْ عَمَّا شِئْتَ، فَسَأَلْتُهُ، وَهُوَ أَعْمَى، وَحَضَرَ وَقْتُ الصَّلَاةِ، فَقَامَ فِي نِسَاجَةٍ مُلْتَحِفًا بِهَا، كُلَّمَا وَضَعَهَا عَلَى مَنْكِبِهِ رَجَعَ طَرَفَاهَا إِلَيْهِ مِنْ صِغَرِهَا، وَرِدَاؤُهُ إِلَى جَنْبِهِ، عَلَى الْمِشْجَبِ، فَصَلَّى بِنَا، فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ حَجَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: بِيَدِهِ فَعَقَدَ تِسْعًا [ص:]، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَكَثَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ، ثُمَّ أَذَّنَ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَاجٌّ، فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ، كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتَمَّ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَيَعْمَلَ مِثْلَ عَمَلِهِ، فَخَرَجْنَا مَعَهُ، حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ، فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ: كَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ: اغْتَسِلِي، وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ، حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ، نَظَرْتُ إِلَى مَدِّ بَصَرِي

بَيْنَ يَدَيْهِ، مِنْ رَاكِبٍ وَمَاشٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَظْهُرِنَا، وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ، وَهُوَ يَعْرِفُ تَأْوِيلَهُ، وَمَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا بِهِ، فَأَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ لَبَّيْكَ اللهُمَّ، لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ، وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ. وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهَذَا الَّذِي يُهِلُّونَ بِهِ، فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيْهِمْ شَيْئًا مِنْهُ، وَلَزِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ تَلْبِيَتَهُ، قَالَ جَابِرٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: لَسْنَا نَنْوِي إِلَّا الْحَجَّ، لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ، حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ، اسْتَلَمَ الرُّكْنَ فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا، ثُمَّ نَفَذَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَام، فَقَرَأَ: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: ١٢٥] فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، فَكَانَ أَبِي [ص:] يَقُولُ وَلَا أَعْلَمُهُ ذَكَرَهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا، فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأَ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ} [البقرة:١٥٨] أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ فَبَدَأَ بِالصَّفَا، فَرَقِيَ عَلَيْهِ، حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَوَحَّدَ اللهَ وَكَبَّرَهُ، وَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ. ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ، قَالَ: مِثْلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ، حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعَى، حَتَّى إِذَا صَعِدَتَا مَشَى، حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ، فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا، حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرُ طَوَافِهِ عَلَى الْمَرْوَةِ، فَقَالَ: لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ

مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ، وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ، وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً، فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِأَبَدٍ؟ فَشَبَّكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَصَابِعَهُ وَاحِدَةً فِي الْأُخْرَى، وَقَالَ: دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ مَرَّتَيْنِ لَا بَلْ لِأَبَدِ أَبَدٍ وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ بِبُدْنِ النَّبِيِّ ﷺ ، فَوَجَدَ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مِمَّنْ حَلَّ، وَلَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيغًا، وَاكْتَحَلَتْ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي بِهَذَا، قَالَ: فَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ، بِالْعِرَاقِ: فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مُحَرِّشًا عَلَى فَاطِمَةَ لِلَّذِي صَنَعَتْ، مُسْتَفْتِيًا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فِيمَا ذَكَرَتْ عَنْهُ، فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي أَنْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: صَدَقَتْ صَدَقَتْ، مَاذَا قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ الْحَجَّ؟ قَالَ قُلْتُ: اللهُمَّ، إِنِّي أُهِلُّ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُكَ،

قَالَ: فَإِنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ فَلَا تَحِلُّ قَالَ: فَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَدْيِ [ص:] الَّذِي قَدِمَ بِهِ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ وَالَّذِي أَتَى بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مِائَةً، قَالَ: فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوا، إِلَّا النَّبِيَّ ﷺ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنًى، فَأَهَلُّوا بِالْحَجِّ، وَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ، ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعَرٍ تُضْرَبُ لَهُ بِنَمِرَةَ، فَسَارَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَا تَشُكُّ قُرَيْشٌ إِلَّا أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَجَازَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ، فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ، فَنَزَلَ بِهَا، حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ، فَرُحِلَتْ لَهُ، فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي، فَخَطَبَ **النَّاسَ** وَقَالَ: إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ

الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ، وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ، كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ، وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ، فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ [ص:٠]، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ، كِتَابُ اللهِ، وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي، فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟ قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ، فَقَالَ: بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ، يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ اللهُمَّ، اشْهَدْ، اللهُمَّ، اشْهَدْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَذَّنَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ، فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ إِلَى الصَّخَرَاتِ، وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ،

وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلًا، حَتَّى غَابَ الْقُرْصُ، وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ خَلْفَهُ، وَدَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَدْ شَنَقَ لِلْقَصْوَاءِ الزِّمَامَ ، حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ، وَيَقُولُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى **أَيُّهَا النَّاسُ!** السَّكِينَةَ السَّكِينَةَ كُلَّمَا أَتَى حَبْلًا مِنَ الْحِبَالِ أَرْخَى لَهَا قَلِيلًا، حَتَّى تَصْعَدَ، حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ، فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، وَصَلَّى الْفَجْرَ، حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ، بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ، حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَدَعَاهُ وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ

وَوَحَّدَهُ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا، فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَأَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ، وَكَانَ رَجُلًا حَسَنَ الشَّعْرِ أَبْيَضَ وَسِيمًا، فَلَمَّا دَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَرَّتْ بِهِ ظُعُنٌ يَجْرِينَ، فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ عَلَى وَجْهِ الْفَضْلِ، فَحَوَّلَ الْفَضْلُ وَجْهَهُ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ يَنْظُرُ، فَحَوَّلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ مِنَ الشِّقِّ الْآخَرِ عَلَى وَجْهِ الْفَضْلِ، يَصْرِفُ وَجْهَهُ مِنَ الشِّقِّ الْآخَرِ يَنْظُرُ، حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسِّرٍ، فَحَرَّكَ قَلِيلًا، ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى الَّتِي تَخْرُجُ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى، حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ، فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا، مِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ، رَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ، فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا، فَنَحَرَ مَا غَبَرَ، وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ، ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ، فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ، فَطُبِخَتْ، فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ، فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ، فَأَتَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، يَسْقُونَ عَلَى زَمْزَمَ، فَقَالَ: انْزِعُوا، بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَلَوْلَا أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ فَنَاوَلُوهُ دَلْوًا فَشَرِبَ مِنْهُ

ইমাম মুসলিম (রহ.) জা'ফার ইবনু মুহাম্মাদ (রহ.)-এর বলা বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আবূ বকর ইবনে আবী শাইবা থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– জাফার ইবনু মুহাম্মাদ (রহ.) বলেন, আমার বাবা বলেছেন– আমরা জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রা.)-এর কাছে গেলাম। তিনি সকলের পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন। অবশেষে আমার পরিচয় জানতে চাইলেন। আমি বললাম, আমি মুহাম্মাদ ইবনু আলী ইবনু হুসায়ন। অতঃপর তিনি আমার দিকে হাত বাড়িয়ে আমার মাথার ওপর রাখলেন। তিনি আমার জামার ওপর দিকের বোতাম খুললেন তারপর নিচের বোতাম খুললেন। অতঃপর তার হাত আমার বুকের মাঝে রাখলেন। আমি তখন যুবক ছিলাম। তিনি বললেন, হে

ভ্রাতুষ্পুত্র! তোমাকে স্বাগত জানাই। তুমি যা জানতে চাও, জিজ্ঞেস করো। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম। তখন তিনি (বার্ধক্যজনিত কারণে) দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন। ইতোমধ্যে সালাতের ওয়াক্ত হয়ে গেল। তিনি নিজেকে একটি চাদর আবৃত করে উঠে দাঁড়ালেন। তিনি যখনই চাদরের প্রান্ত নিজ কাঁধের ওপর রাখতেন (আকারে) ছোটো হবার কারণে নিচে পড়ে যেত। আরেকটি বড়ো চাদর তার পাশেই আলনায় রাখা ছিল। তিনি আমাদের নিয়ে সালাতের ইমামতি করলেন।

অতঃপর আমি বললাম– আপনি আমাদেরকে রসুলুল্লাহ (স.)-এর হাজ্জ সম্পর্কে অবহিত করুন। জাবির (রা.) স্বহস্তে নয় সংখ্যার প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন– রসুলুল্লাহ নয় বছর (মদীনায়) অবস্থান করেন এবং এ সময়ের মধ্যে হাজ্জ করেননি। অতঃপর ১০ম বর্ষে লোকদের মধ্যে ঘোষণা দেওয়া হলো যে, রসুলুল্লাহ (স.)-এ বছর হাজ্জে যাবেন। সুতরাং মদীনায় বহু লোকের আগমন হলো। তাদের প্রত্যেকে রসূলুল্লাহ (স.)-এর অনুসরণ করতে এবং তাঁর অনুরূপ আমল করতে আগ্রহী ছিল। আমরা তাঁর সঙ্গে রওনা হলাম। আমরা যখন যুল হুলায়ফাহ্ নামক স্থানে পৌঁছলাম– আসমা বিনতু উমায়স (রা.) মুহাম্মাদ ইবনু আবূ বাক্‌রকে প্রসব করলেন। তিনি রসুলুল্লাহ (স.)-এর কাছে লোক পাঠিয়ে জানতে চাইলেন এখন আমি কী করবো? তিনি বললেন– তুমি গোসল করো, একখণ্ড কাপড় দিয়ে পট্টি বেঁধে নাও এবং ইহরামের পোশাক পরিধান করো।

রসুলুল্লাহ (স.) মসজিদে (ইহরামের দুই রাক'আত) সালাত আদায় করলেন। অতঃপর 'ক্বাসওয়া' নামক উষ্ট্রীতে আরোহণ করলেন। অতঃপর বায়দা নামক স্থানে তাঁর উষ্ট্রী যখন তাঁকে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল আমি সামনের দিকে যতদূর দৃষ্টি যায় তাকিয়ে দেখলাম লোকে লোকারণ্য। কিছুলোক সওয়ারীতে, কিছুলোক পদব্রজে অগ্রসর হচ্ছে। ডানদিকে, বাঁদিকে এবং পিছনেও একই দৃশ্য। রসুলুল্লাহ (স.) আমাদের মাঝখানে ছিলেন এবং তাঁর ওপর কুরআন নাযিল হচ্ছিল। একমাত্র তিনিই এর আসল তাৎপর্য জানেন এবং তিনি যা করতেন, আমরাও তাই করতাম। তিনি আল্লাহ তাওহীদ সম্বলিত এ তালবিয়াহ্ পাঠ করলেন- لَبَّيْكَ اللهُمَّ، لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ، وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ (আমি তোমার দরবারে হাজির আছি, হে আল্লাহ! আমি তোমার দরবারে হাজির, আমি তোমার দরবারে হাজির, তোমার কোনো শরীক নেই, আমি তোমার দরবারে উপস্থিত। নিশ্চয় সমস্ত

প্রশংসা, নি'আমাত তোমারই এবং সমগ্র রাজত্ব তোমার, তোমার কোনো শরীক নেই)। লোকেরাও উপরিউক্ত তালবিয়াহ্ পাঠ করল, যা (বর্তমান কালেও পাঠ করা হয়। রসুলুল্লাহ (স.)-এর চেয়ে বেশি কিছু বলেননি। রসুলুল্লাহ (স.) উপরিউক্ত তালবিয়াহ্ পাঠ করতে থাকলেন।

জাবির (রা.) বলেন, আমরা হাজ্জ ছাড়া অন্য কিছুর নিয়ত করিনি। আমরা উমরার কথা জানতাম না। অবশেষে আমরা যখন তাঁর সঙ্গে বাইতুল্লায় পৌঁছলাম। তিনি রুকন (হাজারে আসওয়াদ) স্পর্শ করলেন, অতঃপর সাতবার কা'বা ঘর ত্বওয়াফ করলেন। তিনবার দ্রুতগতিতে এবং চারবার স্বাভাবিক গতিতে। এরপর তিনি মাক্বামে ইব্রাহীমে পৌঁছে এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন–وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى (তোমরা ইব্রাহীমের দাঁড়াবার স্থানকে সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ করো (সুরা বাকারা/২ : ১২৫)। তিনি মাক্বামে ইব্রাহীমকে তাঁর ও বাইতুল্লার মাঝখানে রেখে (দুই রাক'আত সালাত আদায় করলেন)। (জা'ফার বলেন) আমার পিতা (মুহাম্মাদ) বলতেন– আমি যতদূর জানি, তিনি (জাবির) রসুলুল্লাহ (স.) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি দুই রাক'আত সালাতে সুরা ইখলাস ও সুরা কাফিরূন পাঠ করেন। অতঃপর রসুলুল্লাহ (স.) হাজারে আসওয়াদের কাছে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং তাতে চুমু খেলেন।

অতঃপর তিনি দরজা দিয়ে সাফা পাহাড়ের দিকে বের হলেন এবং সাফার নিকটবর্তী হয়ে তিলাওয়াত করলেন- إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ {নিশ্চয়ই সাফা-মারওয়াহ্ পাহাড়দ্বয় আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম (সুরা বাকারা/২ : ১৫৮)} এবং আরও বললেন– আল্লাহ তা'আলা যে পাহাড়ের উল্লেখ করে আরম্ভ করেছেন, আমিও তা দিয়ে আরম্ভ করব। রসুলুল্লাহ (স.) সাফা পাহাড় থেকে শুরু করলেন, অতঃপর এতটা ওপরে আরোহণ করলেন যে, বাইতুল্লাহ দেখতে পেলেন। তিনি ক্বিবলামুখী হলেন, আল্লাহর একত্ব ও মাহাত্ম্য ঘোষণা করলেন এবং বললেন– لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ. أَنْجَزَ وَعْدَهُ. وَنَصَرَ عَبْدَهُ. وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ (আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বূদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই। তাঁর জন্য রাজত্ব এবং তাঁর জন্য সমস্ত প্রশংসা, তিনি প্রতিটি জিনিসের ওপর শক্তিমান। আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি এক, তিনি নিজের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন, তিনি তাঁর বান্দাকে সহযোগিতা করেছেন, তিনি

একাই শত্রুবাহিনীগুলোকে পরাজিত করেছেন)। তিনি এ দু'আ পড়লেন এবং অনুরূপ তিনবার বলেছেন।

অতঃপর তিনি নেমে মারওয়াহ পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হলেন যতক্ষণ না তাঁর পা মুবারক উপত্যকার সমতল ভূমিতে গিয়ে ঠেকল। তিনি দ্রুত চললেন যতক্ষণ না উপত্যকা অতিক্রম করলেন। মারওয়াহ্ পাহাড়ে ওঠার সময় হেঁটে উঠলেন। অতঃপর এখানেও সেটি করলেন যা তিনি সাফা পাহাড়ে করেছিলেন। সর্বশেষ ত্বওয়াফে যখন তিনি মারওয়াহ্ পাহাড়ে পৌঁছলেন, তখন (লোকদের সম্বোধন করে) বললেন– যদি আমি আগেই ব্যাপারটি বুঝতে পারতাম, তাহলে আমি সাথে করে কুরবানীর পশু আনতাম না এবং (হাজ্জের) ইহরামকে উমরায় পরিবর্তন করতাম। অতএব তোমাদের মধ্যে যার সাথে কুরবানীর পশু নেই, সে যেন ইহরাম খুলে ফেলে এবং একে উমরায় পরিণত করে। এ সময় সুরাক্বাহ ইবনু মালিক ইবনু জু'শুম (রা.) দাঁড়িয়ে বললেন– হে আল্লাহর রসূল! এ ব্যবস্থা কি আমাদের এ বছরের জন্য, না সর্বকালের জন্য? রসুলুল্লাহ (স.) নিজ হাতের আঙুলগুলো পরস্পরের ফাঁকে ঢুকালেন এবং দুইবার বললেন, উমরাহ্ হাজ্জের মধ্যে প্রবেশ করেছে। আরও বললেন– না, বরং সর্বকালের জন্য, সর্বকালের জন্য।

এ সময় আলী (রা.) ইয়ামান থেকে আনা কুরবানীর পশু নবী (স.)-এর জন্য নিয়ে এলেন এবং যারা ইহরাম খুলে ফেলেছে, ফাতিমা (রা.)-কে তাদের অন্তর্ভুক্ত দেখতে পেলেন। তিনি রঙিন কাপড় পরিহিতা ছিলেন এবং চোখে সুরমা দিয়েছিলেন। আলী (রা.) তা অপছন্দ করলেন। ফাতিমা (রা.) বললেন– আমার পিতা আমাকে এরূপ করার নির্দেশ দিয়েছেন। রাবী বলেন– আলী (রা.) ইরাকে থাকতেন। আলী (রা.) বলেন– ফাতিমা যা করেছে সে বিষয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে জানার জন্য আমি রসুলুল্লাহ (স.)-এর কাছে গেলাম। রসুলুল্লাহ (স.) বললেন– ফাতিমা সত্য বলেছে, সত্য বলেছে। তুমি হাজ্জের ইহরাম বাঁধার সময় কী বলেছিলে? আলী (রা.) বললেন, আমি বলেছি– হে আল্লাহ! আমি ইহরাম বাঁধলাম, যেরূপ ইহরাম বেঁধেছেন আপনার রসুল। রসুলুল্লাহ (স.) বললেন– তোমার সঙ্গে হাদী (কুরবানীর পশু) আছে, অতএব তুমি ইহরাম খুলবে না।

জাবির (রা.) বলেন– আলী (রা.) ইয়ামান থেকে যে পশুপাল নিয়ে এসেছেন এবং নবী (স.) নিজের সঙ্গে করে যে পশু নিয়ে এসেছিলেন, সর্বসাকুল্যে তার সংখ্যা দাঁড়ালো একশত। অতএব নবী (স.) এবং যাদের সঙ্গে কুরবানীর পশু ছিল, তারা ছাড়া আর সকলেই ইহরাম খুলে ফেললেন এবং চুল কাটলেন।

অতঃপর যখন তালবিয়ার দিন (৮ জিলহাজ্জ) আসলো, লোকেরা পুনরায় ইহরাম বাঁধলো এবং মিনার দিকে রওনা হলো। আর রসুলুল্লাহ (স.) সওয়ার হয়ে গেলেন এবং সেখানে জোহর, আসর, মাগরিব, ইশা ও ফযরের সালাত আদায় করলেন। অতঃপর সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত তিনি সেখানে অপেক্ষা করলেন এবং নামিরাহ্ নামক স্থানে গিয়ে তার জন্য একটি তাঁবু খাটানোর নির্দেশ দিলেন এবং নিজেও রওনা হয়ে গেলেন।

কুরায়িশগণ (কুরায়িশ সাহাবীগণ) নিঃসন্দেহ ছিল যে, নবী (স.) মাশ'আরুল হারামের কাছে অবস্থান করবেন, যেমন জাহিলী যুগে কুরায়িশগণ করত। কিন্তু রসুলুল্লাহ (স.) সামনে অগ্রসর হলেন। অতঃপর আরাফায় পৌঁছলেন এবং দেখতে পেলেন নামিরায় তাঁর জন্য তাঁবু খাটানো হয়েছে। তিনি সেখানে অবতরণ করলেন। অতঃপর যখন সূর্য ঢলে পড়ল, তখন তিনি তাঁর ক্বাস্ওয়া (নামক উষ্ট্রী)-কে প্রস্তুত করার নির্দেশ দিলেন। তার পিঠে হাওদা লাগানো হলো। অতঃপর তিনি বাত্বনে ওয়াদীতে এলেন এবং সমবেত **মানুষের উদ্দেশে** ভাষণ দিলেন।

তিনি বললেন– **'নিশ্চয় তোমাদের রক্ত (জীবন) ও তোমাদের সম্পদ তোমাদের জন্য সম্মানিত/নিরাপদ যেমন সেগুলো সম্মানিত/নিরাপদ তোমাদের এ দিনে, তোমাদের এ মাসে এবং তোমাদের এ শহরে।'**

'সাবধান! জাহিলী যুগের সকল কিছু আমার উভয় পায়ের নিচে পিষ্ট হয়ে বাতিল হলো'।

'জাহিলী যুগের রক্তের দাবিও বাতিল হলো। আমি সর্বপ্রথম বাতিল করছি আমাদের বংশের রবী'আহ্ ইবনু হারিসের পুত্রের রক্তপণ। সে শিশু অবস্থায় বানূ সা'দ এ দুগ্ধপোষ্য ছিল। তখন হুযায়ল গোত্রের লোকেরা তাকে হত্যা করে'।

'জাহিলী যুগের সুদও বাতিল হলো। আমি প্রথম বাতিল করছি আমাদের বংশের আব্বাস ইবনু আবদুল মুত্ত্বালিবের সুদ। তার সমস্ত সুদ বাতিল হলো'।

'আর তোমরা স্ত্রীদের ব্যাপারে আল্লাহ-সচেতন হও।' তোমরা তাদেরকে আল্লাহর আমানত হিসেবে গ্রহণ করেছো। আর আল্লাহর কালিমার মাধ্যমে (বিবাহের মাধ্যমে) তাদের লজ্জাস্থান নিজেদের জন্য হালাল করেছ। তাদের ওপরে তোমাদের অধিকার এই যে– তারা তোমাদের শয্যায় এমন লোককে

আশ্রয় দেবে না যাকে তোমরা অপছন্দ করো। যদি তারা এরূপ করে, তবে হালকাভাবে শাসন করো। আর তোমাদের কাছে ন্যায়সংগত ভরণপোষণ ও পোশাক-পরিচ্ছদ পাওয়ার অধিকার তাদের রয়েছে।

'আর নিশ্চয় আমি তোমাদের মাঝে এমন এক জিনিস রেখে যাচ্ছি যা আঁকড়ে ধরে থাকলে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। (তা হলো) আল্লাহর কিতাব।'

'আর আমার সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হলে, তোমরা কী বলবে?' তারা বলল– **'আমরা সাক্ষ্য দিব যে, আপনি (আল্লাহর বাণী) পৌঁছিয়েছেন, আপনার হক আদায় করেছেন এবং সদুপদেশ দিয়েছেন'।**

অতঃপর তিনি তর্জনী আকাশের দিকে তুলে মানুষদের ইশারা করে বললেন, 'হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকো, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকো। তিনি তিনবার এরূপ বললেন।'

অতঃপর (মুয়ায্যিন) আযান দিলেন ও ইক্বামাত দিলেন এবং রসুলুল্লাহ (স.) জোহরের সালাত আদায় করলেন। এরপর ইক্বামাত দিলেন এবং রসুলুল্লাহ (স.) আসরের সালাত আদায় করলেন। তিনি এ দুই সালাতের মাঝখানে অন্য কোনো সালাত আদায় করেননি। অতঃপর রসুলুল্লাহ (স.) সওয়ার হয়ে মাওক্বিফ (অবস্থানস্থল) এলেন, তাঁর ক্বাস্ওয়া উষ্ট্রীর পেট পাথরের স্তূপের দিকে করে দিলেন এবং লোকদের একত্র হবার জায়গা সামনে রেখে ক্বিবলামুখী হয়ে দাঁড়ালেন। সূর্যাস্ত পর্যন্ত তিনি এভাবে অবস্থান করলেন। হলদে আভা কিছুটা দূরীভূত হলো, এমনকি সূর্য গোলক সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে গেল। তিনি উসামাহ্ (রা.)-কে তাঁর বাহনের পিছন দিকে বসালেন এবং ক্বাসওয়ার নাকের দড়ি সজোরে টান দিলেন, ফলে তার মাথা মাওরিক (সওয়ারী ক্লান্তি অবসাদের জন্য যাতে পা রাখে) স্পর্শ করল। তিনি ডান হাতের ইশারায় বললেন, **হে মানুষেরা!** ধীরে সুস্থে অগ্রসর হও। হে মানুষেরা! ধীরে সুস্থে অগ্রসর হও। যখনই তিনি বালুর স্তূপের কাছে পৌঁছতেন, ক্বাসওয়ার নাকের রশি কিছুটা ঢিল দিতেন যাতে সে ওপর দিকে উঠতে পারে।

এভাবে তিনি মুযদালিফায় পৌঁছলেন এবং এখানে একই আযানে ও দুই ইক্বামাতে মাগরিব ও ইশার সালাত আদায় করলেন। এ সালাতের মাঝখানে অন্য কোনো নফল সালাত আদায় করেননি। অতঃপর রসুলুল্লাহ (স.) শুয়ে পড়লেন, যতক্ষণ না ফযরের ওয়াক্ত হলো। ভোর হয়ে গেলে তিনি আযান ও ইক্বামাতসহ ফযরের সালাত আদায় করলেন। তারপর ক্বাসওয়ার পিঠে

আরোহণ করে 'মাশ'আরুল হারাম' নামক স্থানে আসলেন। এখানে তিনি ক্বিবলামুখী হয়ে আল্লাহর কাছে দু'আ করলেন, তাঁর মহত্ত্ব বর্ণনা করলেন, কালিমা তাওহীদ পড়লেন এবং তাঁর একত্ব ঘোষণা করলেন। দিনের আলো যথেষ্ট উজ্জ্বল না হওয়া পর্যন্ত তিনি দাঁড়িয়ে এরূপ করতে থাকলেন। সূর্যোদয়ের পূর্বে তিনি আবার রওনা দিলেন এবং ফায্ল ইবনু আব্বাস (রা.)-কে সওয়ারীতে তাঁর পিছনে বসলেন। তিনি ছিলেন যুবক এবং তার মাথার চুল ছিল অত্যন্ত সুন্দর। রসূলুল্লাহ (স.) যখন অগ্রসর হলেন– পাশাপাশি একদল মহিলাও যাচ্ছিল। ফায্ল (রা.) তাদের দিকে তাকাতে লাগলেন। রসূলুল্লাহ (স.) নিজের হাত ফায্লের চেহারার ওপর রাখলেন এবং তিনি তার মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিলেন। ফায্ল (রা.) তখন অপরদিক দেখতে লাগলেন। রসুলুল্লাহ (স.) পুনরায় অন্যদিক হতে ফায্ল (রা.)-এর মুখমণ্ডলে হাত রাখলেন। তিনি আবার অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে দেখতে লাগলেন।

তিনি 'বাত্বনে মুহাস্সাব' নামক স্থানে পৌঁছলেন এবং সওয়ারীর গতি কিছুটা দ্রুত করলেন। তিনি মধ্যপথে অগ্রসর হলেন– যা জামরাতুল কুবরার দিকে বেরিয়ে গেছে। তারপর তিনি বৃক্ষের কাছের জামরায় এলেন এবং নিচের খালি জায়গায় দাঁড়িয়ে এখানে সাতটি কংকর নিক্ষেপ করলেন এবং প্রত্যেকবার 'আল্লহু আকবার' বললেন।

অতঃপর সেখান থেকে কুরবানীর স্থানে এলেন এবং নিজ হাতে তেষট্টিটি পশু যবাহ করলেন। তিনি কুরবানীর পশুতে আলী (রা.)-কেও শরীক করলেন। অতঃপর তিনি প্রতিটি পশুর গোশ্তের কিছু অংশ নিয়ে একত্রে রান্না করার নির্দেশ দিলেন। অতএব তাই করা হলো। তারা উভয়ে এ গোশ্ত থেকে খেলেন এবং ঝোল পান করলেন।

অতঃপর রসুলুল্লাহ (স.) সওয়ার হয়ে বাইতুল্লার দিকে রওনা হলেন এবং মাক্কায় পৌঁছে জোহরের সালাত আদায় করলেন। অতঃপর বানূ আবদুল মুত্ত্বালিবের লোকদের কাছে আসলেন, তারা লোকদের জমজমের পানি পান করাচ্ছিল। তিনি বললেন, হে আবদুল মুত্ত্বালিবের বংশধরগণ! পানি তোলো। আমি যদি আশঙ্কা না করতাম যে, পানি পান করানোর ব্যাপারে লোকেরা তোমাদের পরাভূত করে দেবে, তবে আমি নিজেও তোমাদের সাথে পানি তুলতাম। তখন তারা তাঁকে এক বালতি পানি দিলো এবং তিনি তা থেকে কিছু পান করলেন।

- মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং ১২১৮।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

খ. সুনানু আবী দাউদ গ্রন্থে উল্লেখ থাকা আরাফার ময়দানে প্রদত্ত ভাষণ

أخرج الإمام أبو داود ... ...حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، ... ... حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَيْهِ، سَأَلَ عَنِ الْقَوْمِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ، فَقُلْتُ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى رَأْسِي فَنَزَعَ زِرِّي الْأَعْلَى، ثُمَّ نَزَعَ زِرِّي الْأَسْفَلَ، ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ ثَدْيَيَّ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ شَابٌّ، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِكَ، وَأَهْلًا يَا ابْنَ أَخِي سَلْ عَمَّا شِئْتَ فَسَأَلْتُهُ وَهُوَ أَعْمَى وَجَاءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ ، فَقَامَ فِي نِسَاجَةٍ مُلْتَحِفًا بِهَا يَعْنِي ثَوْبًا مُلَفَّقًا كُلَّمَا وَضَعَهَا عَلَى مَنْكِبِهِ رَجَعَ طَرَفَاهَا إِلَيْهِ مِنْ صِغَرِهَا، فَصَلَّى بِنَا وَرِدَاؤُهُ إِلَى جَنْبِهِ عَلَى الْمِشْجَبِ، فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ حَجَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: بِيَدِهِ فَعَقَدَ تِسْعًا، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَكَثَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ، ثُمَّ أُذِّنَ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَاجٌّ، فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتَمَّ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَيَعْمَلَ بِمِثْلِ عَمَلِهِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ، فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ أَصْنَعُ؟ فَقَالَ: اغْتَسِلِي وَاسْتَذْفِرِي بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي»، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ، قَالَ: جَابِرٌ نَظَرْتُ إِلَى مَدِّ بَصَرِي مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ مِنْ رَاكِبٍ وَمَاشٍ وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلُ ذَلِكَ وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلُ ذَلِكَ وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَظْهُرِنَا وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ، وَهُوَ يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ فَمَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ، عَمِلْنَا بِهِ فَأَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالتَّوْحِيدِ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ

لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهَذَا الَّذِي يُهِلُّونَ بِهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا مِنْهُ، وَلَزِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَلْبِيَتَهُ، قَالَ جَابِرٌ: لَسْنَا نَنْوِي إِلَّا الْحَجَّ لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ، حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ فَرَمَلَ ثَلَاثًا، وَمَشَى أَرْبَعًا، ثُمَّ تَقَدَّمَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ فَقَرَأَ {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة : ١٢٥] فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ. قَالَ: فَكَانَ أَبِي يَقُولُ قَالَ: ابْنُ نُفَيْلٍ، وَعُثْمَانُ وَلَا أَعْلَمُهُ ذَكَرَهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ سُلَيْمَانُ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْبَيْتِ فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ، ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا، فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأَ {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة:١٥٨] نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقِيَ عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ فَكَبَّرَ اللَّهَ وَوَحَّدَهُ وَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ، وَقَالَ: مِثْلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ رَمَلَ فِي بَطْنِ الْوَادِي، حَتَّى إِذَا صَعِدَ مَشَى حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ، فَصَنَعَ عَلَى الْمَرْوَةِ مِثْلَ مَا صَنَعَ عَلَى الصَّفَا، حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرُ الطَّوَافِ عَلَى الْمَرْوَةِ، قَالَ: إِنِّي لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ وَلَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوا إِلَّا النَّبِيَّ ﷺ ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ جُعْشُمٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ﷺ أَلِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلْأَبَدِ؟ فَشَبَّكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَصَابِعَهُ فِي الْأُخْرَى، ثُمَّ قَالَ: دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ هَكَذَا

مَرَّتَيْنِ لَا بَلْ لِأَبَدٍ أَبَدٍ، لَا بَلْ لِأَبَدٍ أَبَدٍ قَالَ: وَقَدِمَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، مِنَ الْيَمَنِ بِبُدْنِ النَّبِيِّ ﷺ فَوَجَدَ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مِمَّنْ حَلَّ، وَلَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيغًا وَاكْتَحَلَتْ فَأَنْكَرَ عَلِيٌّ ذَلِكَ عَلَيْهَا، وَقَالَ: مَنْ أَمَرَكِ بِهَذَا، فَقَالَتْ: أَبِي، فَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ: بِالْعِرَاقِ ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُحَرِّشًا عَلَى فَاطِمَةَ فِي الْأَمْرِ الَّذِي صَنَعَتْهُ مُسْتَفْتِيًا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الَّذِي ذَكَرَتْ عَنْهُ فَأَخْبَرْتُهُ، أَنِّي أَنْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي بِهَذَا، فَقَالَ: صَدَقَتْ، صَدَقَتْ مَاذَا، قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ الْحَجَّ قَالَ: قُلْتُ اللَّهُمَّ إِنِّي أُهِلُّ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: فَإِنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ فَلَا تَحْلِلْ قَالَ: وَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَدْيِ الَّذِي قَدِمَ بِهِ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ وَالَّذِي أَتَى بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ مِائَةً فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ، وَقَصَّرُوا إِلَّا النَّبِيَّ ﷺ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ، قَالَ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ وَوَجَّهُوا إِلَى مِنًى أَهَلُّوا بِالْحَجِّ، فَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى بِمِنًى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ، ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ لَهُ مِنْ شَعْرٍ فَضُرِبَتْ بِنَمِرَةٍ، فَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَا تَشُكُّ قُرَيْشٌ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ، كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةٍ، فَنَزَلَ بِهَا حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ فَرَكِبَ حَتَّى أَتَى بَطْنَ الْوَادِي **فَخَطَبَ النَّاسَ** فَقَالَ: إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلَا إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ، وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، وَأَوَّلُ دَمٍ أَضَعُهُ دِمَاؤُنَا: دَمُ. قَالَ عُثْمَانُ: دَمُ ابْنُ رَبِيعَةَ وَقَالَ سُلَيْمَانُ: دَمُ رَبِيعَةَ بْنِ

الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وقَالَ: بَعْضُ هَؤُلَاءِ كَانَ مُسْتَرْضَعًا فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ، وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُهُ رِبَانَا: رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ، **اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ، أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ،** وَإِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ: كِتَابَ اللَّهِ وَأَنْتُمْ مَسْئُولُونَ عَنِّي، فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ، وَأَدَّيْتَ، وَنَصَحْتَ، ثُمَّ قَالَ: بِأُصْبُعِهِ السَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُبُهَا إِلَى النَّاسِ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ، اللَّهُمَّ اشْهَدْ، اللَّهُمَّ اشْهَدْ، ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ إِلَى الصَّخَرَاتِ، وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلًا حِينَ غَابَ الْقُرْصُ وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ خَلْفَهُ، فَدَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ شَنَقَ لِلْقَصْوَاءِ الزِّمَامَ حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ، وَهُوَ يَقُولُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى السَّكِينَةَ **أَيُّهَا النَّاسُ،** السَّكِينَةَ **أَيُّهَا النَّاسُ** كُلَّمَا أَتَى حَبْلًا مِنَ الْحِبَالِ أَرْخَى لَهَا قَلِيلًا حَتَّى تَصْعَدَ، حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَجَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ، قَالَ عُثْمَانُ: وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، ثُمَّ اتَّفَقُوا ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، فَصَلَّى الْفَجْرَ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ، قَالَ سُلَيْمَانُ: بِنِدَاءٍ وَإِقَامَةٍ، ثُمَّ اتَّفَقُوا، ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ فَرَقِيَ عَلَيْهِ، قَالَ عُثْمَانُ وَسُلَيْمَانُ: فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَكَبَّرَهُ

وَهَلَّلَهُ، زَادَ عُثْمَانُ وَوَحَّدَهُ فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا، ثُمَّ دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَأَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ وَكَانَ رَجُلًا حَسَنَ الشَّعْرِ أَبْيَضَ وَسِيمًا، فَلَمَّا دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَرَّ الظُّعُنُ يَجْرِينَ، فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ عَلَى وَجْهِ الْفَضْلِ، وَصَرَفَ الْفَضْلُ وَجْهَهُ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ، وَحَوَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ، وَصَرَفَ الْفَضْلُ وَجْهَهُ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ يَنْظُرُ حَتَّى أَتَى مُحَسِّرًا، فَحَرَّكَ قَلِيلًا، ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى الَّذِي يُخْرِجُكَ إِلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى، حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ فَرَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ بِيَدِهِ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ، وَأَمَرَ عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ يَقُولُ: مَا بَقِيَ، وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ، ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ فَطُبِخَتْ فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا، مِنْ مَرَقِهَا قَالَ سُلَيْمَانُ: ثُمَّ رَكِبَ، ثُمَّ أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْبَيْتِ فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ، ثُمَّ أَتَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُمْ يَسْقُونَ عَلَى زَمْزَمَ فَقَالَ: انْزِعُوا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَلَوْلَا أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ، فَنَاوَلُوهُ دَلْوًا فَشَرِبَ مِنْهُ.

ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) জা'ফার ইবনু মুহাম্মাদ (রা.)-এর বলা বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন নুফাইলী থেকে শুনে তাঁর 'আস-সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– জা'ফর ইবনু মুহাম্মাদ (রহ.) বলেন, একদা আমরা জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রা.)-এর কাছে যাই। আমরা তার নিকটবর্তী হলে তিনি (অন্ধ হওয়ার কারণে) আগন্তুকদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন এবং এক পর্যায়ে আমার কাছাকাছি এলে আমি বললাম, আমি মুহাম্মাদ ইবনু আলী ইবনু হুসাইন ইবনু আলী (রা.)। আমার কথা শুনে তিনি আমার মাথার দিকে হাত বাড়ান, আমার জামার ওপরের ও নিচের বোতাম খুলে তার হাতের তালু আমার বুকের ওপর রাখলেন। তখন আমি ছিলাম যুবক। তিনি বললেন,

মারহাবা! মোবারক হোক তোমার আগমণ, স্বাগতম হে ভ্রাতুষ্পুত্র! যা ইচ্ছে জিজ্ঞেস করতে পারো। এরপর আমি জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি ছিলেন অন্ধ। সালাতের সময় হলে তিনি কাপড় পেঁচিয়ে নিজের জায়নামাযের ওপর সালাতে দাঁড়ালেন। কিন্তু তার কাপড় ছোটো হওয়ায় তিনি যখনই তা কাঁধের ওপর রাখছিলেন তখনই এর দুইপাশ তার দিকে ফিরে আসছিল। তিনি আমাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন। তার (বড়ো) চাদরটি আলনার ওপর রক্ষিত ছিল। আমি বললাম, আমাকে রসুলুল্লাহ (স.)-এর হাজ্জ সম্বন্ধে বলুন। তিনি হাত দিয়ে ইশারা করে নয় সংখ্যাটির কথা বললেন। অতঃপর বললেন– রসুলুল্লাহ (স.) নয় বছর মদিনায় ছিলেন। এ সময় একবারও হাজ্জ করেননি। অতঃপর দশম বছরে লোকদের মধ্যে ঘোষণা করা হলো যে, রসুলুল্লাহ (স.) হাজ্জ করবেন। ফলে অসংখ্য লোক মদীনায় আসলো এবং প্রত্যেকেই চাইলো যে, তারা রসুলুল্লাহর (স.) অনুসরণ করবে এবং তিনি যেসব কাজ করেন তারাও তাই করবে। অতঃপর রসুলুল্লাহ (স.) রওয়ানা হলে আমরাও তাঁর সাথে রওয়ানা হই। 'যুল-হুলাইফা' পর্যন্ত পৌঁছলে আসমা বিনতু উমাইস (রা.) মুহাম্মাদ ইবনু আবূ বাক্‌রকে প্রসব করেন। কাজেই তিনি রসুলুল্লাহ (স.)-এর কাছে লোক মারফত জানতে চাইলেন, এখন আমার কি করণীয়? তিনি বললেন– তুমি গোসল করে (লজ্জাস্থানে) কাপড় বেঁধে ইহরাম বেঁধে নাও। এরপর রসুলুল্লাহ (স.) মসজিদে সালাত আদায় করেন, অতঃপর উষ্ট্রী 'কাসওয়া'র ওপর চড়েন। তিনি (জাবির রা.) বলেন, উষ্ট্রীটি যখন আল-বায়দা উপত্যকায় দাঁড়ালো তখন তাঁর সম্মুখে আমার চোখের দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত দেখতে পেলাম শুধু আরোহী ও পদাতিক জনসমুদ্র। তাঁর ডানে, বামে এবং পিছনে সর্বত্রই একই অবস্থা। এ সময় রসুলুল্লাহ (স.) আমাদের মাঝে ছিলেন এবং তখন তাঁর ওপর আহকাম সম্বলিত কুরআনের আয়াত নাযিল হচ্ছিল আর তিনিই এর ব্যাখ্যা জানতেন। তিনি যা কিছু করতেন আমরাও অনুরূপ করতাম। তারপর রসূলুল্লাহ (স.) মহান আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষণা দিয়ে ইহরাম বেঁধে উচ্চস্বরে পড়লেন: لَبَّيْكَ اللهُمَّ، لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ، وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ (আমি তোমার দরবারে হাজির আছি, হে আল্লাহ! আমি তোমার দরবারে হাজির, আমি তোমার দরবারে হাজির, তোমার কোনো শরীক নেই, আমি তোমার দরবারে উপস্থিত। নিশ্চয় সমস্ত প্রশংসা, নি'আমাত তোমারই এবং সমগ্র রাজত্ব তোমার, তোমার কোনো শরীক নেই)। তিনি যেভাবে ইহরাম বেঁধে তালবিয়া পড়েছেন, লোকেরাও সেভাবে ইহরাম বেঁধে তালবিয়া পড়লো। তাদের

কোনো কাজকে রসূলুল্লাহ (স.) অস্বীকৃতি দেননি। রসুলুল্লাহ (স.) তালবিয়া পাঠ অব্যাহত রাখলেন।

জাবির (রা.) বলেন, আমরা শুধু হজ্জের নিয়্যত করেছিলাম। 'উমরা' সম্পর্কে আমরা জানতাম না। পরে আমরা তাঁর সাথে বাইতুল্লায় এসে পৌঁছলে তিনি রুকন তথা হাজরে আসওয়াদে চুমু খেলেন এবং তিনবার রমল (অধিক গতি) এবং চারবার স্বাভাবিক গতিতে হেঁটে (তাওয়াফ) সম্পন্ন করলেন। অতঃপর মাকামে ইবরাহীমের দিকে অগ্রসর হয়ে পড়লেন: وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى (আর ইবরাহীমের দাঁড়ানোর স্থানকে তোমরা সালাতের স্থানরূপে নির্ধারণ করো), (আল-বাকারা/২ : ১২৫)। আর তিনি মাকামে ইবরাহীম ও বাইতুল্লাহকে সামনে রাখলেন। জা'ফর ইবনু মুহাম্মাদ (রা.) বলেন, আমার পিতা বলেছেন, ইবনু নুফাইল এবং উসমান বলেছেন, আমার মনে হয়, এ কথাটি নবী (স.) বলেছেন। সুলাইমান বলেন, আমার ধারণা, জাবির (রা.) বলেছেন, রসুলুল্লাহ (স.) দুই রাক'আত সালাত, 'কুল হুআল্লাহু আহাদ' এবং 'কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরূন' দিয়ে পড়েছেন। আবার তিনি বাইতুল্লার কাছে গিয়ে রুকনে (হাজরে আসওয়াদ) চুমু খেলেন।

অতঃপর (বাইতুল্লার) দরজা দিয়ে বেরিয়ে সাফা পাহাড়ের দিকে গেলেন। তিনি সাফার কাছে গিয়ে পাঠ করলেন : إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ (নিশ্চয় সাফা-মারওয়াহ্ পাহাড়দ্বয় আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম), (আল বাকারা/২ : ১৫৮)। সুতরাং আমরা সেখান থেকে সা'ঈ শুরু করবো আল্লাহ যেখান থেকে শুরু করেছেন (অর্থাৎ প্রথমে সাফা হতে এবং পরে মারওয়া হতে), এ বলে তিনি সাফা পাহাড়ের চূড়ায় উঠলেন। সেখান থেকে বাইতুল্লাহ দেখে তাকবীর বললেন এবং তাঁর তাওহীদের ঘোষণা দিয়ে বললেন– لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ (আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বূদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই। তাঁর জন্য রাজত্ব এবং তাঁর জন্য সমস্ত প্রশংসা, তিনি প্রতিটি জিনিসের ওপর শক্তিমান। আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি এক, তিনি নিজের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন, তিনি তাঁর বান্দাকে সহযোগিতা করেছেন, তিনি একাই শত্রুবাহিনীগুলোকে পরাজিত করেছেন)। তিনি এর মধ্যে অনুরূপ তিনবার দু'আ করলেন। অতঃপর সেখান থেকে নেমে মারওয়ায় গেলেন, তাঁর পদদ্বয় নিম্নভূমি স্পর্শ করল, তিনি

সমতল ভূমিতে রমল করলেন। সমতল ভূমি অতিক্রম করে মারওয়া পাহাড়ের কাছে এসে স্বাভাবিক গতিতে হাঁটলেন। তারপর মারওয়া পাহাড়ে উঠে তেমন করলেন যেরূপ করেছিলেন সাফা পাহাড়ে। পরে মারওয়ার সর্বশেষ তাওয়াফ সম্পন্ন করে বললেন– "আমি যা পরে জেনেছি তা যদি আগে জানতাম তাহলে কুরবানীর পশু সঙ্গে নিয়ে আসতাম না এবং (হাজ্জের) ইহরামকে উমরায় পরিণত করতাম। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যাদের সাথে কুরবানীর পশু নেই, তারা যেন উমরাহ করার পর ইহরাম খুলে ফেলে এবং (তাওয়াফ, সাঈ ইত্যাদিকে) উমরার কাজ হিসেবে করে নেয়।" ফলে নবী (স.) এবং যাদের সাথে কুরবানীর পশু ছিল তারা ছাড়া সকল লোক তাদের ইহরাম খুলে মাথার চুল ছেঁটে ফেললো। এ সময় সুরাক্বাহ ইবনু জ'শুম (রা.) দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! এরূপ কি শুধু আমাদের এ বছরের জন্য প্রযোজ্য, নাকি সর্বকালের জন্য? রসুলুল্লাহ (স.) এক হাতের আঙুল অন্য হাতের আঙুলের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে বললেন– উমরাহ হাজ্জের মধ্যে প্রবেশ করেছে, এভাবে তিনি দুইবার বললেন, সর্বকালের জন্য। বর্ণনাকারী বলেন, এ সময় আলী (রা.) নবী (স.)-এর কুরবানীর পশু নিয়ে ইয়ামান থেকে এলেন। তিনি দেখলেন, ফাতিমা (রা.) ইহরাম খুলে রঙিন পোশাক পরে সুরমা লাগিয়েছেন। আলী (রা.) এটা অপছন্দ করে বললেন, তোমাকে এরূপ করতে কে বলেছে? তিনি বললেন, আমার পিতা রসুলুল্লাহ (স.)। বর্ণনাকারী বলেন– আলী (রা.) ইরাকে থাকতেন। আলী (রা.) বলেন, আমি ফাতিমার কৃতকর্মের জন্য রাগ করে রসুলুল্লাহ (স.)-এর কাছে গিয়ে বিষয়টি জানতে চাইলাম। আমি তাঁকে জানালাম, আমি ফাতিমার এ কাজ অপছন্দ করেছি এবং সে বলেছে, আমার পিতা আমাকে এরূপ করতে আদেশ করেছেন। তিনি আমার কথা শুনে বললেন– সে সত্য বলেছে, সত্য বলেছে। (হে আলী!) তুমি হাজ্জ ও উমরাহ্‌র ইহরাম বাঁধার সময় কী বলেছিলে? তিনি বলেন, আমি বলেছি– হে আল্লাহ! রসুলুল্লাহ (স.) যেরূপ ইহরাম বেঁধেছেন, আমার ইহরামও অনুরূপ। তিনি বললেন– আমার সাথে কুরবানীর পশু আছে। সুতরাং (আমার মতো) তুমিও ইহরাম খুলে হালাল হতে পারবে না। অপরদিকে আলী (রা.)-এর ইয়ামান থেকে নিয়ে আসা কুরবানীর পশু এবং মদীনা থেকে নবী (স.)-এর নিয়ে আসা কুরবানীর পশুর মোট সংখ্যা ছিল একশটি। নবী (স.) এবং তাঁর ঐসব সাহাবী যাদের সাথে কুরবানীর পশু ছিল তারা ছাড়া সকলেই ইহরাম খুলে হালাল হয়ে মাথার চুল খাট করলো। বর্ণনাকারী বলেন, তারা যখন (অষ্টম তারিখ) তালবিয়ার দিনে মিনার দিকে রওয়ানা হলেন, তখন তারা হজ্জের উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধলেন, রসুলুল্লাহ (স.) সওয়ারীতে চড়লেন এবং মিনায় পৌঁছে আমাদের নিয়ে জোহর, আসর,

মাগরিব, ইশা এবং ফজর, মোট পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করলেন এবং সূর্যোদয় পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করলেন। তিনি তাঁর জন্য একখানা পশমের তাঁবু টানাতে নির্দেশ দিলেন এবং 'নামিরাহ' নামক স্থানে তা টানানো হলে নবী (স.) সেখানে গেলেন। যাতে কুরাইশরা এরূপ সংশয় না করে যে, রসুলুল্লাহ (স.) মাশ'আরুল হারামের নিকটবর্তী মুযদালিফায় অবস্থান করবেন, যেরূপ কুরাইশরা জাহিলিয়াতের যুগে করতো।

রসুলুল্লাহ (স.) সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে আরাফাতে আসলেন। এখানে এসে দেখলেন 'নামিরায়' তাঁর জন্য তাবু টানান হয়েছে। পশ্চিমাকাশে সূর্য ঢলে পড়া পর্যন্ত তিনি ঐ তাবুতে অবস্থান করেন। অতঃপর সূর্য ঢলে পড়লে তিনি 'কাসওয়া' উষ্ট্রীটি উপস্থিত করার নির্দেশ দিলেন। তা আনা হলে তিনি তাতে চড়ে বাতনুল ওয়াদীতে আসলেন এবং সমবেত **মানুষের উদ্দেশে** ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন–

'নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের রক্ত (জীবন) এবং তোমাদের সম্পদ তোমাদের পরস্পরের জন্য সম্মানিত/নিরাপদ; যেমন ঐগুলো সম্মানিত/নিরাপদ তোমাদের কাছে এ দিনে, এ মাসে ও এ দেশ/শহরে।'

'সাবধান! জাহিলী যুগের সকল কিছু আমার উভয় পায়ের নিচে পিষ্ট হয়ে বাতিল হলো।'

'জাহিলী যুগের রক্তের দাবিও বাতিল হলো। আমি সর্বপ্রথম যে রক্তপণ বাতিল করছি তা হলো আমাদের বংশের রবী'আহ্ ইবনু হারিসের পুত্রের রক্তপণ। সে শিশু অবস্থায় বানূ সা'দ এ দুগ্ধপোষ্য ছিল, তখন হুযায়ল গোত্রের লোকেরা তাকে হত্যা করে।'

'জাহিলী যুগের সুদও বাতিল হলো। আমি প্রথম যে সুদ বাতিল করছি তা হলো আমাদের বংশের আব্বাস ইবনু আবদুল মুত্ত্বালিবের সুদ। তার সমস্ত সুদ বাতিল হলো।'

'আর তোমরা স্ত্রীদের ব্যাপারে আল্লাহ-সচেতন হও। তোমরা তাদেরকে আল্লাহর আমানত হিসেবে গ্রহণ করেছো। আর আল্লাহর কালিমার মাধ্যমে (বিবাহের মাধ্যমে) তাদের লজ্জাস্থান নিজেদের জন্য হালাল করেছ। তাদের ওপরে তোমাদের অধিকার এই যে, তারা তোমাদের শয্যায় এমন লোককে আশ্রয় দেবে না যাকে তোমরা অপছন্দ করো। যদি তারা এরূপ করে, তবে হালকাভাবে প্রহার করো। আর তোমাদের কাছে ন্যায়সংগত ভরণপোষণ ও পোশাক-পরিচ্ছদ পাওয়ার অধিকার তাদের রয়েছে।'

'আর নিশ্চয় আমি তোমাদের মাঝে এমন এক জিনিস রেখে যাচ্ছি যা আঁকড়ে ধরে থাকলে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। (তা হলো) আল্লাহর কিতাব।'

'আর আমার সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হলে, তোমরা কী বলবে?' তারা বললো– **'আমরা সাক্ষ্য দেবো যে, আপনি (আল্লাহর বাণী) পৌঁছিয়েছেন, আপনার হক আদায় করেছেন এবং সদুপদেশ দিয়েছেন।'**

অতঃপর তিনি তর্জনী আকাশের দিকে তুলে মানুষদের ইশারা করে বললেন, 'হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকো, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকো, তিনি তিনবার এরূপ বললেন।'

অতঃপর বিলাল (রা.) আযান ও পরে ইক্বামাত দিলেন। রসুল (স.) জোহরের সালাত আদায় করলেন, পুনরায় ইক্বামাত দিলে আসরের সালাত আদায় করলেন। কিন্তু এ দুইয়ের মধ্যবর্তী সময়ে তিনি অন্য (নফল) সালাত পড়েননি। অতঃপর তিনি কাসওয়া উষ্ট্রীতে আরোহণ করে আরাফাতে অবস্থানের স্থানে এলেন এবং কাসওয়া উষ্ট্রীকে 'জাবালে রহমাতের' পাদদেশে ঘুরিয়ে দাঁড় করিয়ে তিনি পাহাড়কে সামনে রেখে ক্বিবলামুখী হয়ে দাঁড়ালেন। সূর্য ডুবে আকাশের লালিমা কিছুটা মুছে যাওয়া পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করলেন। সূর্যের লালিমা বিলুপ্ত হওয়ার পর 'উসামাকে তাঁর পেছনে সওয়ারীতে বসিয়ে রসুলুল্লাহ (স.) সেখান থেকে রওয়ানা হলেন এবং উষ্ট্রীর লাগাম শক্ত করে ধরলেন, ফলে উটের মাথা হাওদার সম্মুখভাগের সাথে ছুটতে লাগলো। এ সময় তিনি ডান হাতের ইশারায় বলতে লাগলেন : **হে মানুষগণ!** ধীরস্থিরভাবে পথ চলো, হে মানুষগণ! ধীরস্থিরভাবে চলো! তিনি কোনো বালির টিলার কাছে এলে উষ্ট্রীর লাগাম সামান্য ঢিলা করতেন যাতে তা সহজে টিলায় উঠে সামনে অগ্রসর হতে পারে। অবশেষে তিনি 'মুযদালিফায়' উপস্থিত হলেন। এখানে এসে এক আযান ও দুই ইক্বামাতে মাগরিব ও 'ইশার সালাত একত্রে আদায় করেন। এ দুই সালাতের মাঝখানে তিনি অন্য কোনো (নফল) সালাত পড়েননি। রসুলুল্লাহ (স.) এ স্থানে ভোর পর্যন্ত বিশ্রাম করেন। ফজরের সময় হলে তিনি ফজরের সালাত আদায় করেন। তিনি এ সালাত আদায় করেছেন এক আযান ও এক ইক্বামাতে।

অতঃপর তিনি কাসওয়া উষ্ট্রীর ওপর চড়ে মাশ'রুল হারামে এসে তার ওপর উঠেন। তারপর তিনি ক্বিবলাকে সামনে রেখে মহান আল্লাহর প্রশংসা, তাকবীর এবং তাহলীল পাঠ করেন। তিনি আল্লাহর একত্ববাদেরও ঘোষণা করেন এবং তিনি ভোর হওয়া পর্যন্ত এ স্থানে অবস্থান করেন। অতঃপর

সূর্যোদয়ের পূর্বেই রসুলুল্লাহ (স.) ফাযল ইবনু আব্বাস (রা.)-কে তাঁর বাহনের পেছনে বসিয়ে রওয়ানা হলেন। ফাযল ছিলেন কালো চুল ও সুন্দর চেহারার অধিকারী যুবক। রসুলুল্লাহ (স.)-এর চলার পথে জন্তুযানের অবস্থানকারী একদল মহিলাও তাঁর পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিল। আর ফাযল বারবার তাদের দিকে তাকাচ্ছিলেন। রসুলুল্লাহ (স.) ফাযলের মুখের ওপর হাত রাখলেন। ফাযল অন্যদিকে ঘুরে তাদের দিকে দেখছিলেন। ফলে রসুলুল্লাহ (স.) ফাযলের মুখের ওপর হাত দিয়ে তা অন্যদিকে ফিরালেন। এবার তিনি 'মুহাসসার' নামক স্থানে পৌঁছলেন এবং তিনি উষ্ট্রীকে কিছুটা দ্রুত চালালেন। অতঃপর এখান থেকে রওয়ানা হয়ে জামরাতুল কুবরার দিকের মধ্যবর্তী পথ ধরে চললেন এবং সেখানে বৃক্ষের নিকটবর্তী জামরায় এসে উপস্থিত হয়ে তাতে সাতটি কংকর মারলেন আর প্রত্যেক কংকর নিক্ষেপের সময় তাকবীর বললেন। কংকরগুলো ছিল পাথরের ক্ষুদ্র টুকরার মতো এবং তা সমতল ভূমি থেকে নিক্ষেপ করেছেন।

অতঃপর রসুলুল্লাহ (স.) পশু কুরবানীর স্থানে উপস্থিত হলেন এবং নিজ হাতে তেষট্টিটি উট কুরবানী করলেন। অতঃপর আলী (রা.)-কে নির্দেশ দিলেন তিনি অবশিষ্টগুলো যবাহ করলেন। তিনি আলী (রা.)-কে তাঁর কুরবানীতে অংশীদারও করেন। অতঃপর তিনি প্রত্যেকটি যবাহকৃত পশু হতে এক টুকরো করে গোশত তাঁকে দেওয়ার আদেশ করলেন। সুতরাং তা নিয়ে একটি হাঁড়িতে পাকানো হলো। তাঁরা দুইজনেই এ গোশত খেলেন এবং এর ঝোল পান করলেন।

অতঃপর রসুলুল্লাহ (স.) উষ্ট্রীতে চড়ে খুব তাড়াতাড়ি রওয়ানা হয়ে বাইতুল্লায় উপস্থিত হলেন। তিনি মক্কায় এসেই জোহরের সালাত আদায় করলেন। পরে তিনি বনি 'আবদুল মুত্তালিবের কাছে গেলেন। এসময় তারা (লোকদের) জমজমের পানি পান করাচ্ছিলেন। তিনি তাদেরকে বললেন– হে আবদুল মুত্তালিবের বংশধরগণ! পানি তোলো। আমি যদি আশঙ্কা না করতাম যে, পানি পান করানোর ব্যাপারে লোকেরা তোমাদের পরাভূত করে দেবে, তবে আমি নিজেও তোমাদের সাথে পানি তুলতাম। এরপর লোকেরা তাঁকে পানির বালতি সরবরাহ করলে তিনি (স.) তা থেকে পান করেন।

- আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, হাদীস নং- ১৯০৫।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

গ. আল-মুসতাদরাক ‘আলাস-সহীহাইনে উল্লেখ থাকা ভাষণ

أخرج الْإِمَامُ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ الْحَاكِمُ النَّيْسَابُوْرِيْ ... ... حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ... ... عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَقَالَ: قَدْ يَئِسَ الشَّيْطَانُ بِأَنْ يُعْبَدَ بِأَرْضِكُمْ وَلَكِنَّهُ رَضِيَ أَنْ يُطَاعَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا تُحَاقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ، فَاحْذَرُوا **يَا أَيُّهَا النَّاسُ** إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ ﷺ إِنَّ كُلَّ مُسْلِمٍ أَخٌ مُسْلِمٌ، الْمُسْلِمُونَ إِخْوَةٌ، وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ إِلَّا مَا أَعْطَاهُ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ، وَلَا تَظْلِمُوا، وَلَا تَرْجِعُوا مِنْ بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.

ইমাম আবূ ‘আবদুল্লাহ আল-হাকিম নিসাপুরী (রহ.) ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ১০ম ব্যক্তি আবূ বকর আহমাদ বিন ইসহাক থেকে শুনে তাঁর গ্রন্থ ‘আল-মুসতাদরাক আলাস-সহীহাইন’ এ লিখেছেন– ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রসুলুল্লাহ (স.) বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেছেন, শয়তান তোমাদের এই ভূমিতে তার ইবাদাত করা হবে এই ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে। কিন্তু সে অন্যান্য ভূমিতে তার ইবাদাত নিয়ে সন্তুষ্ট ঐ সমস্ত ব্যাপারে যে ব্যাপারগুলোকে তোমরা তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের চোখে দেখো (হালকা মনে কর)। সুতরাং **হে মানুষ!** তোমরা সতর্ক থাকো। **নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মাঝে এমন দুটো জিনিস রেখে গেলাম, তোমরা যতক্ষণ তা আঁকড়ে ধরে রাখবে (জ্ঞান অর্জন ও অনুসরণ করবে) তোমরা কিছুতেই পথভ্রষ্ট হবে না, তা হলো আল্লাহর কিতাব (কুরআন) ও তার নবীর (স.) সুন্নাহ (হাদীস)। নিশ্চয় মুসলিম একে অপরের ভাই। মুসলিমরা সবাই ভাই ভাই। কারো জন্য অপর ভাইয়ের মাল ভোগ করা হালাল নয়, তবে সন্তুষ্ট চিত্তে কিছু দিলে ভিন্ন কথা। একে অপরের ওপর জুলুম করো না। আর তোমরা আমার পরে পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করে কুফরীর দিকে প্রত্যাবর্তন করো না।**

◆ হাকিম, *আল-মুসতাদরাক ‘আলাস-সহীহাইন*, হাদীস নং ৩১৮।

◆ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

৯ জিলহাজ্জ আরাফার ময়দানে প্রদত্ত ভাষণের শিক্ষা

ওপরে বর্ণিত তিনটি হাদীসগ্রন্থের তিনটি হাদীসে উল্লিখিত মহানবী (স.)-এর ৯ জিলহাজ্জ আরাফার ময়দানে প্রদত্ত ভাষণের শিক্ষাগুলো দুই শ্রেণিতে বিভক্ত–

ক. হাজ্জ ইবাদাতটির অনুষ্ঠান পালনের শিক্ষা।

খ. মানব জীবনকে সুখ, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীল করার জন্য প্রয়োজনীয় অতীব গুরুত্বপূর্ণ কিছু শিক্ষা।

ক. হাজ্জ ইবাদাতটির অনুষ্ঠান পালনের শিক্ষা

এ শিক্ষাগুলো নবী (স.) প্রধানত দিয়েছেন তার নিজ হাজ্জ পালনের পদ্ধতির (ফে'য়লী হাদীস) মাধ্যমে। সাহাবাগণ রসুলুল্লাহ (স.)-কে যেভাবে হাজ্জের অনুষ্ঠানসমূহ পালন করতে দেখেছেন তারাও সেভাবে তা পালন করেছেন। এ বিষয়ে বিভিন্ন ব্যক্তির লেখা অনেক গ্রন্থ বর্তমান আছে। তাই, আমরা এখানে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করবো না।

খ. মানব জীবনকে সুখ, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীল করার জন্য প্রয়োজনীয় অতীব গুরুত্বপূর্ণ কিছু শিক্ষা

১. বিশ্বনবী (স.) তাঁর একমাত্র হাজ্জের ভাষণে মানুষকে সম্বোধন করে কথা বলেছেন। মুসলিম বা মু'মিনদের সম্বোধন করে নয়।

২. সকল দিন, মাস, শহর ও দেশে মানুষের জীবন ও সম্পদ মানবসভ্যতার জন্য অতীব সম্মানিত/নিরাপদ।

৩. জাহিলী যুগের সকল প্রথা ও অপসংস্কৃতি রসুল (স.)-এর পায়ের নিচে পিষ্ট হয়ে বাতিল হওয়া তথা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

৪. জাহিলী যুগের রক্তের দাবী বাতিল।

৫. জাহিলী যুগের সুদ বাতিল।

৬. স্ত্রীদের ব্যাপারে কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও উপদেশ জানা ও অনুসরণ করা এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার সম্পর্ক, অধিকার, কর্তব্য ও শাসনের সীমারেখা।

৭. কুরআন ও সুন্নাহ আঁকড়ে ধরলে পথভ্রষ্ট না হওয়ার নিশ্চয়তা।

৮. মুসলিমগণ একে অপরের ভাই। এক ভাইয়ের অপর ভাইয়ের মাল ভোগ করা হালাল নয়। তবে সন্তুষ্ট চিত্তে কিছু দিলে ভিন্ন কথা। একে অপরের ওপর জুলুম করাও নিষেধ।

৯. পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করে কুফরীর দিকে প্রত্যাবর্তন না করা।

বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য অতি সহজে এবং অল্প সময়ে
কুরআন তিলাওয়াত শেখার এক যুগান্তকারী পদ্ধতি

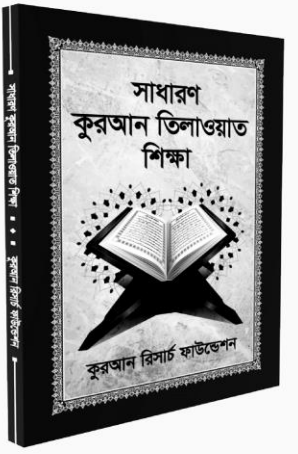

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
প্রকাশিত

সাধারণ
কুরআন
তিলাওয়াত
শিক্ষা

কুরআনের ভাষায়
কুরআন বুঝতে সংগ্রহ করুন

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
প্রকাশিত

কুরআনিক
আরবী
গ্রামার

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১

মিনায় কুরবানীর দিন (১০ জিলহাজ্জ) এবং আইয়ামে তাশরীকের মাঝামাঝি সময়ে (১১ থেকে ১৩ জিলহাজ্জ) প্রদত্ত ভাষণ

ক. সহীহ বুখারীতে উল্লেখ থাকা কুরবানীর দিন মিনায় প্রদত্ত ভাষণ

أخرج الإمام البخارى ... ... حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ... ... عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ قُلْنَا بَلَى قَالَ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ فَقَالَ أَلَيْسَ ذُو الْحَجَّةِ قُلْنَا بَلَى قَالَ أَيُّ بَلَدٍ هَذَا قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَتْ بِالْبَلْدَةِ الْحَرَامِ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ **فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ** فَلاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.

ইমাম বুখারী (রহ.) আবূ বাকরা (রা.)-এর বলা বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ হতে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ বকর (রা.) বলেন, কুরবানীর দিন নবী (স.) আমাদের খুতবা দিলেন এবং বললেন– তোমরা কি জানো আজ কোন্ দিন? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রসুলুল্লাহ (স.) সবচেয়ে বেশি জানেন। নবী (স.) নীরব হয়ে গেলেন। আমরা

ধারণা করলাম সম্ভবত নবী (স.) এর নাম পাল্টিয়ে অন্য নামে নামকরণ করবেন। তিনি বললেন, এটি কি কুরবানীর দিন নয়? আমরা বললাম– হ্যাঁ। তিনি বললেন, এটি কোন্ মাস? আমরা বললাম– আল্লাহ ও তাঁর রসুল (স.)-ই সবচেয়ে বেশি জানেন। তিনি নীরব হয়ে গেলেন। আমরা মনে করতে লাগলাম, হয়ত তিনি এর নাম পাল্টিয়ে অন্য নামে নামকরণ করবেন। তিনি বললেন– এ কি জিলহাজ্জের মাস নয়? আমরা বললাম– হ্যাঁ। অতঃপর তিনি বললেন– এটি কোন্ শহর? আমরা বললাম– আল্লাহ ও তাঁর রসূল (স.)-ই সবচেয়ে বেশি জানেন। রসুলুল্লাহ (স.) নীরব হয়ে গেলেন। ফলে আমরা ভাবতে লাগলাম, হয়ত তিনি এর নাম বদলিয়ে অন্য নামে নামকরণ করবেন। তিনি বললেন– এ কি সম্মানিত শহর নয়? আমরা বললাম– নিশ্চয়ই।

অতঃপর তিনি বললেন– **'নিশ্চয় তোমাদের রক্ত (জীবন) ও তোমাদের সম্পদ তোমাদের পরস্পরের জন্য সম্মানিত/নিরাপদ, আল্লাহর সাথে মিলিত হওয়ার দিন (কিয়ামত) পর্যন্ত। যেমন ঐগুলো সম্মানিত/নিরাপদ তোমাদের কাছে এ দিনে, এ মাসে ও এ দেশ/শহরে।'**

নবী (স.) সাহাবীদের লক্ষ্য করে বললেন– 'আমি কি পৌঁছিয়েছি তোমাদের কাছে? সাহাবীরা বললেন– 'হ্যাঁ (হে আল্লাহর রসুল)'। তিনি বললেন– 'হে আল্লাহ সাক্ষী থাকুন!'

অতঃপর তিনি বললেন– **'উপস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তি যেন অনুপস্থিতদের কাছে (আমার দাওয়াত) পৌঁছিয়ে দেয়। কেননা, যাদের কাছে পৌঁছানো হবে অনেক ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে এমন ব্যক্তি থাকবে যে শ্রবণকারীর চেয়ে অধিক অনুধাবন, ব্যাখ্যা ও সংরক্ষণকারী হবে'।**

(আর) 'আমার পরে তোমরা পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করে কুফরীর দিকে প্রত্যাবর্তন করো না'।

- ◆ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং ১৭৪১।
- ◆ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ|

খ. সহীহ বুখারীর অপর হাদীসে উল্লেখ থাকা কুরবানীর দিন মিনায় প্রদত্ত ভাষণ

أخرج الإمام البخارى ... ... حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ... ...
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ: أَلاَ، أَيُّ شَهْرٍ تَعْلَمُونَهُ

أَعْظَمُ حُرْمَةً قَالُوا أَلاَ شَهْرُنَا هَذَا، قَالَ: أَلاَ، أَيُّ بَلَدٍ تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً قَالُوا: أَلاَ بَلَدُنَا هَذَا، قَالَ: أَلاَ، أَيُّ يَوْمٍ تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً قَالُوا: أَلاَ يَوْمُنَا هَذَا، قَالَ: فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ ثَلاَثًا، كُلُّ ذَلِكَ يُجِيبُونَهُ: أَلاَ، نَعَمْ. قَالَ: وَيْحَكُمْ، أَوْ وَيْلَكُمْ، لاَ تَرْجِعُنَّ بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.

ইমাম বুখারী (রহ.) আবদুল্লাহ্ ইব্নু মাস'ঊদ (রা.)-এর বলা বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–

আবদুল্লাহ ইব্নু মাস'ঊদ (রা.) বলেন, রসুলুল্লাহ (স.) বিদায়ের হজ্জে বললেন– আচ্ছা বলতো কোন্ মাসকে তোমরা সবচেয়ে সম্মানিত বলে জানো? তাঁরা বললেন, আমাদের এ মাস নয় কি? তিনি আবার বললেন– তোমরা কোন্ শহরকে সর্বাধিক সম্মানিত বলে জানো? তাঁরা বললেন, আমাদের এ শহর নয় কি? তিনি বললেন- বলতো! কোন্ দিনকে তোমরা সর্বাধিক সম্মানিত বলে জানো? তাঁরা বললেন, আমাদের এ দিন নয় কি?

অতঃপর তিনি বললেন– **'নিশ্চয় তোমাদের রক্ত (জীবন) ও তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের মর্যাদা, সম্ভ্রম (ইজ্জত), শরীয়ত সিদ্ধ অবস্থা ছাড়া তোমাদের পরস্পরের জন্য সম্মানিত/নিরাপদ। যেমন ঐগুলো সম্মানিত/নিরাপদ তোমাদের কাছে এ দিনে, এ দেশ/শহরে ও মাসে।'**

(হে মানুষ!) 'আমি কি পৌঁছে দিয়েছি?' এ কথাটি তিনি তিনবার বললেন। প্রত্যেকবারেই তারা উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। (অতঃপর তিনি বললেন)– **আমার পরে তোমরা একে অপরের গর্দান মেরে কাফির হয়ে পেছনের দিকে ফিরে যেও না।**

- ◆ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং ৬৭৮৫।
- ◆ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

গ. সহীহ বুখারীর অন্য এক হাদীসে উল্লেখ থাকা কুরবানীর দিন মিনায় প্রদত্ত ভাষণ

أخرج الإمام البخارى ... ... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ، ... ... عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ

خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلاَثٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو القَعْدَةِ، وَذُو الحِجَّةِ، وَالمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ، أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ " قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ: أَلَيْسَ ذَا الحِجَّةِ؟ قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ: أَلَيْسَ البَلْدَةَ؟ قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: فَأَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ: أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟ قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، أَلاَ فَلاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي ضُلاَّلاً، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، أَلاَ لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ، فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يَبْلُغُهُ أَنْ يَكُونَ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ وَكَانَ مُحَمَّدٌ إِذَا ذَكَرَهُ قَالَ: صَدَقَ النَّبِيُّ ﷺ، ثُمَّ قَالَ أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ، أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ مَرَّتَيْنِ .

ইমাম বুখারী (রহ.) আবূ বাকরা (রা.)-এর বলা বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি মুহাম্মাদ বিন সালাম থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ বকর (রা.) বলেন, মহানবী (স.) বলেছেন– কাল আবর্তিত হয়েছে তার সেই অবস্থানের ওপর, যেভাবে আল্লাহ আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন। বছর বারো মাসের। তার মাঝে চারটি মাস সম্মানিত। তিনটি পরপর যুলকা'দা, যুলহাজ্জাহ্ ও মুহাররম। আরেকটি মুদার গোত্রের রজব মাস, সেটি জুমাদা ও শা'বানের মাঝখানে। (এরপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন) এটি কোন্ মাস? আমরা বললাম– আল্লাহ ও তাঁর রসূল অধিক জানেন। তখন তিনি নীরব রইলেন। এমনকি আমরা ভাবলাম যে, তিনি এটিকে অন্য নামে নাম দেবেন। তিনি বললেন– এটি কি জিলহাজ্জ মাস নয়? আমরা বললাম : হ্যাঁ। তিনি আবার বললেন– এটি কোন্ শহর? আমরা বললাম : আল্লাহ ও তাঁর রসূল অধিক জানেন। তিনি নীরব রইলেন, এমনকি আমরা ভাবতে লাগলাম, হয়ত তিনি এটির অন্য কোনো নাম দেবেন। তিনি বললেন– এটি কি মাক্কা

নগর নয়? আমরা বললাম : হ্যাঁ। তিনি বললেন– এটি কোনো দিন? আমরা বললাম : আল্লাহ ও তাঁর রসূল অধিক জানেন। তিনি নীরব রইলেন। এমনকি আমরা ধারণা করলাম যে, হয়ত তিনি এর নামের পরিবর্তে অন্য নাম দেবেন। তিনি বললেন– এটা কি কুরবানীর দিন নয়? আমরা উত্তর করলাম : হ্যাঁ।

অতঃপর তিনি বললেন– **'নিশ্চয় তোমাদের রক্ত (জীবন) ও তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের মর্যাদা, সম্ভ্রম (ইজ্জত), তোমাদের পরস্পরের জন্য সম্মানিত/নিরাপদ। যেমন ঐগুলো সম্মানিত/নিরাপদ তোমাদের কাছে এ দিনে, এ দেশ/শহরে ও মাসে।'**

আর **শীঘ্রই তোমরা তোমাদের রবের সাথে সাক্ষাত করবে। তখন তিনি তোমাদের দুনিয়ার কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন।**

সাবধান! আমার পরে তোমরা ভ্রান্ত পথে ফিরে যেয়ো না। (আর) কাউকে (অন্যায়ভাবে) হত্যা করো না।

মনে রেখো, **উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিতের কাছে (আমার বাণী) পৌঁছে দেয়। কেননা অনেক ক্ষেত্রে যাদের কাছে পৌঁছানো হবে তাদের কেউ কেউ যারা শুনেছে তাদের চেয়ে বেশি অনুধাবন, ব্যাখ্যা ও সংরক্ষণকারী হয়।** রাবী মুহাম্মাদ যখন এ হাদীস উল্লেখ করতেন, তখন বলতেন– নবী (স.) সত্যই বলেছেন।

এরপর নবী (স.) বললেন– 'আমি কি পৌঁছে দিয়েছি? আমি কি পৌঁছে দিয়েছি?'

- বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৪৪০৬
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ঘ. আল-বাইহাকীতে উল্লেখ থাকা আইয়ামে তাশরীকের মধ্যবর্তী দিনে প্রদত্ত ভাষণ

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، ... ... عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي وَسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ خُطْبَةَ الْوَدَاعِ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، إِلَّا

بِالتَّقْوَى، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ ؟ ، قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ.

ইমাম আল-বাইহাকী (রহ.) জাবির ইবন আব্দিল্লাহ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৮ম ব্যক্তি আবুল হুসাইন ইবনুল ফাযল আল-ক্বাত্তান (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'শুআবুল ঈমান' গ্রন্থে লিখেছেন– জাবির ইবন আব্দিল্লাহ (রা.) বলেন : রসূলুল্লাহ (স.) বিদায় হাজ্জের বছর আইয়ামে তাশরীকের মধ্যবর্তী দিনে খুতবা দেন, অতঃপর বলেন : **হে মানুষ! নিশ্চয় তোমাদের রব একজন। নিশ্চয় তোমাদের (আদি) পিতাও একজন। মনে রেখ! আরবদের অনারবদের ওপর, অনারবদের আরবদের ওপর, লালদের (সাদা) কালোদের ওপর এবং কালোদের লালদের ওপর প্রাধান্য নেই, আল্লাহ-সচেতনতা ছাড়া।**
আমি কি পৌঁছাতে পেরেছি? তারা বললেন– অবশ্যই হে আল্লাহর রসূল!

- আল-বাইহাকী, *শু'আবুল ঈমান*, হাদীস নং-৪৭৭৪।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ঙ. সুনানে দারেমীতে উল্লেখ থাকা কুরবানীর দিন মিনায় প্রদত্ত ভাষণ

أخرج الإمام االدارمي ... ... أَخْبَرَنَا أَبُو حَاتِمٍ أَشْهَلُ بْنُ حَاتِمٍ، ... ... عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا كَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ، قَعَدَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى بَعِيرٍ لَا أَدْرِي جَمَلٌ أَوْ نَاقَةٌ وَأَخَذَ إِنْسَانٌ بِخِطَامِهِ أَوْ قَالَ: بِزِمَامِهِ فَقَالَ: أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟، قَالَ: فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ، فَقَالَ: أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟، قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ قَالَ: فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ، فَقَالَ: أَلَيْسَ ذَا الْحِجَّةِ؟ قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ قَالَ: فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ، فَقَالَ: أَلَيْسَ الْبَلْدَةَ؟ قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلَا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى مِنْهُ.

ইমাম দারেমী (রহ.) আবূ বাকরা (রা.)-এর বলা বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আবূ হাতেম আশহাল বিন হাতেম থেকে শুনে তাঁর 'আস-সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ বকর (রা.) বলেন, (হাজ্জের) সেই দিন যখন এলো, তখন নবী (স.) (মিনায়) তাঁর উটের ওপর বসলেন। আমি জানি না, সেটি উট নাকি উটনী। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি তাঁর উটের লাগাম অথবা রশি ধরে রেখেছিল। তখন তিনি বললেন– 'এটা কোন্ দিন?' তিনি (রাবী) বলেন, আমরা চুপ করে রইলাম আর ধারণা করলাম যে, অচিরেই তিনি এ দিনটির আলাদা কোনো নাম দেবেন। তিনি বললেন– 'এটা কি কুরবানীর দিন নয়?' আমরা বললাম, 'জি হ্যাঁ।' তিনি জিজ্ঞেস করলেন– 'এটা কোন্ মাস?' আমরা নীরব রইলাম আর ধারণা করলাম যে, অচিরেই তিনি এর আলাদা কোনো নাম দেবেন। তিনি বললেন– 'এটা কি জিলহাজ্জ মাস নয়?' আমরা বললাম, 'জি হ্যাঁ।' তিনি জিজ্ঞেস করলেন– 'এটা কোন্ শহর?' আমরা নীরব রইলাম আর ধারণা করলাম যে, অচিরেই তিনি এর আলাদা কোনো নাম দেবেন। তিনি বললেন 'এটা কি সেই (পবিত্র) শহর নয়?' আমরা বললাম, 'জি হ্যাঁ।'

অতঃপর তিনি বললেন– **'নিশ্চয় তোমাদের রক্ত (জীবন) ও তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের মর্যাদা, সম্ভ্রম (ইজ্জত), তোমাদের পরস্পরের জন্য সম্মানিত/নিরাপদ। যেমন ঐগুলো সম্মানিত/নিরাপদ তোমাদের কাছে এ দিনে, এ মাসে এবং এ দেশ/শহরে।"**

(আর) তোমরা জেনে রাখো! **উপস্থিত ব্যক্তিরা যেন অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে (আমার এ বাণী তথা কুরআন ও সুন্নাহ) পৌঁছে দেয়। কারণ, অনেক ক্ষেত্রে উপস্থিত ব্যক্তি সম্ভবত এমন ব্যক্তির কাছে পৌঁছাবে, যে তার চেয়ে অধিক অধিক অনুধাবন, ব্যাখ্যা ও সংরক্ষণ করতে পারবে'।**

- দারেমী, *আস-সুনান*, হাদীস নং- ১৯১৬।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

চ. মুসনাদে আহমাদে উল্লেখ থাকা কুরবানীর দিন মিনায় প্রদত্ত ভাষণ

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ... ... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ... ...
... عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ، فَقَالَ: أَيُّ يَوْمٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً؟ فَقَالُوا: يَوْمُنَا هَذَا، قَالَ: فَأَيُّ شَهْرٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً؟ قَالُوا: شَهْرُنَا هَذَا، قَالَ: أَيُّ بَلَدٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً؟ قَالُوا: بَلَدُنَا هَذَا، قَالَ: فَإِنَّ

دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، هَلْ بَلَّغْتُ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ،

ইমাম আহমাদ (রহ.) জাবের (রা)-এর বলা বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি মুহাম্মাদ বিন উবাইদ থেকে শুনে তাঁর 'আস-সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– জাবের (রা.) বলেন, মহানবী (স.) কুরবানীর দিন তাঁর বক্তৃতায় আমাদেরকে বলেছেন মর্যাদার দিক থেকে কোন্ দিন বড়ো? জনগণ বলল, আমাদের আজকের এই দিন। তিনি বললেন– মর্যাদার দিক থেকে কোন্ শহর বড়ো? জনগণ বলল, আমাদের এই শহর। **তোমাদের জান এবং মাল তোমাদের জন্য এমন সম্মানিত যেমন সম্মান রয়েছে তোমাদের এ দিনের, তোমাদের এ মাসের এবং তোমাদের এ শহরের।** নবী (স.) সাহাবীদের লক্ষ্য করে বললেন– শোন! আমি কি পৌঁছিয়েছি তোমাদের কাছে? সাহাবীরা বললেন, হ্যাঁ (হে আল্লাহর রসূল)। তিনি বললেন, হে আল্লাহ! সাক্ষী থাকুন।

- আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং- ১৮৮০৫।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ছ. সুনানুত তিরমিযীতে উল্লেখ থাকা কুরবানীর দিন মিনায় প্রদত্ত ভাষণ

أَخْرَجَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ ... ... حَدَّثَنَا هَنَّادٌ ... ... عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ لِلنَّاسِ: أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ قَالُوا: يَوْمُ الحَجِّ الأَكْبَرِ، قَالَ: فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلَا لَا يَجْنِي جَانٍ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ، أَلَا لَا يَجْنِي جَانٍ عَلَى وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ عَلَى وَالِدِهِ، أَلَا وَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ مِنْ أَنْ يُعْبَدَ فِي بِلَادِكُمْ هَذِهِ أَبَدًا وَلَكِنْ سَتَكُونُ لَهُ طَاعَةٌ فِيمَا تَحْتَقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَسَيَرْضَى بِهِ.

ইমাম তিরমিযী (রহ.) সুলাইমান ইবনু আমর (রহ.)-এর বলা বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি হান্নাদ থেকে শুনে তাঁর 'আস-সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– সুলাইমান ইবনু আমর (রহ.) বলেন, তার পিতা (সাহাবী) তাকে বলেছেন– 'আমি বিদায় হাজ্জে জনগণের উদ্দেশ্যে রসুলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি, এটা কোন্ দিন? জনগণ বলল, বড়ো হাজ্জের দিন।'

অতঃপর বললেন– **'নিশ্চয় তোমাদের রক্ত (জীবন) ও তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের মর্যাদা, সম্ভ্রম (ইজ্জত) তোমাদের পরস্পরের জন্য সম্মানিত/নিরাপদ। যেমন ঐগুলো সম্মানিত/নিরাপদ তোমাদের কাছে এ দিনে এবং এ দেশ/শহরে।'**

সাবধান! অপরাধী তার অপরাধের জন্য নিজেই দায়ী। সাবধান! সন্তানের অপরাধের জন্য জনক এবং জনকের অপরাধের জন্য সন্তান দায়ী নয়।

'জেনে রাখো, শায়তানের কোনো ইবাদাত তোমাদের এ নগরে কখনো হবে না। সে এ ক্ষেত্রে নিরাশ হয়ে গেছে। তবে তোমরা যে সকল কাজকে তুচ্ছ মনে কর অতি শীঘ্রই সে সকল কাজে তার অনুসরণ করা হবে এবং সে তাতে সন্তুষ্ট হবে'।

- তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নং- ২১৫৯।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

জ. সুনানুত তিরমিযীর অপর হাদীসে উল্লেখ থাকা কুরবানীর দিন মিনায় প্রদত্ত ভাষণ

أَخْرَجَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ ... ... حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الكُوفِيُّ ... ...سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ فَقَالَ: اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ، وَصُومُوا شَهْرَكُمْ، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ، قَالَ: فَقُلْتُ لِأَبِي أُمَامَةَ: مُنْذُ كَمْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ هَذَا الحَدِيثَ؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ وَأَنَا ابْنُ ثَلَاثِينَ سَنَةً.

ইমাম তিরমিজি (রহ.) আবূ উমামা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি মূসা বিন আব্দুর রহমান আল-কুফী থেকে শুনে তাঁর 'আস-সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ উমামা (রা.) বলেন, আমি রসুলুল্লাহ (স.)-কে বিদায়ের হজ্জের ভাষণে বলতে শুনেছি– **'তোমাদের রব আল্লাহ সম্পর্কে সচেতন হও। তোমরা পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করো, রামাদান মাসের সিয়াম রাখো, ধন-দৌলতের যাকাত আদায় করো এবং তোমাদের আমীরের অনুসরণ করো। তবে তোমাদের রবের জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।'**

আমি (সুলাইম) আবূ উমামা (রা.)-কে প্রশ্ন করলাম, আপনি কতদিন পূর্বে রসুলুল্লাহ (স.)-এর কাছে এ হাদীস শুনেছেন? তিনি বলেন– আমি তিরিশ বছর বয়সে তাঁর কাছে এ হাদীস শুনেছি।

- তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নং-৬১৬।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ঝ. সুনানে ইবন মাজায় উল্লেখ থাকা আইয়ামে তাশরীকে প্রদত্ত ভাষণ

أَخْرَجَ الإِمَام ابنُ مَاجَه ... ... حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ... ... عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: غَدَاةَ الْعَقَبَةِ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ الْقُطْ لِي حَصًى فَلَقَطْتُ لَهُ سَبْعَ حَصَيَاتٍ، هُنَّ حَصَى الْخَذْفِ، فَجَعَلَ يَنْفُضُهُنَّ فِي كَفِّهِ وَيَقُولُ أَمْثَالَ هَؤُلَاءِ، فَارْمُوا ثُمَّ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ، فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ.

ইমাম ইবন মাজাহ (রহ.) ইবন আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আলী বিন মুহাম্মদ থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– রসূলুল্লাহ (স.) জামরাাতুল আকাবার ভোরে তাঁর উষ্ট্রীর পিঠে আরোহিত অবস্থায় বলেন, আমার জন্য কংকর সংগ্রহ করে নাও। আমি তাঁর জন্য সাতটি কংকর সংগ্রহ করলাম। তা ছিল আকারে ক্ষুদ্র। তিনি তা নিজের হাতের তালুতে নাড়াচাড়া করতে করতে বলেন, এই আকারের ক্ষুদ্র কংকর নিক্ষেপ করবে। তিনি পুনরায় বলেন, **দ্বীনের বিষয়ে বাড়াবাড়ি করা থেকে তোমরা সাবধান থাকো। কেননা, দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি তোমাদের পূর্বেকার লোকদেরকে ধ্বংস করেছে।**

- *সুনানে ইবন মাজাহ*, হাদীস নং ৩০২৯।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ঞ. সুনানে আবু দাউদে উল্লেখ থাকা মিনায় আইয়ামে তাশরীকের মাঝামাঝি সময়ে (১১ থেকে ১৩ জিলহাজ্জ) প্রদত্ত ভাষণ

أخرج الإمام أبو داود ... ... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ... ... حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي سَرَّاءُ بِنْتُ نَبْهَانَ، وَكَانَتْ رَبَّةُ بَيْتٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَتْ: خَطَبَنَا

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الرُّءُوسِ، فَقَالَ: أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟، قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: أَلَيْسَ أَوْسَطَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ؟. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَلِكَ قَالَ: عَمُّ أَبِي حُرَّةَ الرَّقَاشِيِّ، إِنَّهُ خَطَبَ أَوْسَطَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.

ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) সাররা বিনতু নাবহান (রা.)-এর বলা বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি মুহাম্মাদ বিন বাশশার থেকে শুনে তাঁর হাদীসগ্রন্থে লিখেছেন– সাররা বিনতু নাবহান (রা.) জাহিলী যুগে প্রতীমা ঘরের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ (স.) আইয়্যামে তাশরীকের দ্বিতীয় দিন আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন– আজ কোন দিন? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রসুল অধিক অবগত। তিনি বললেন– এটা কি আইয়্যামে তাশরীকের দিন নয়?

ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) বলেন, অনুরূপভাবে আবূ হাররাহ আর-রাক্বাশীর চাচাও বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (স.) আইয়্যামে তাশরীকের মাঝের দিন খুতবাহ দিয়েছেন।

(এ দিনে নবী স. যে ভাষণ দিয়েছিলেন তার বক্তব্য কুরবানীর দিন তথা ১০ জিলহাজ্জ মিনায় প্রদত্ত ভাষণের অনুরূপ ছিল বলে জানা যায়।)

- আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, হাদীস নং- ১৯৫৫।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

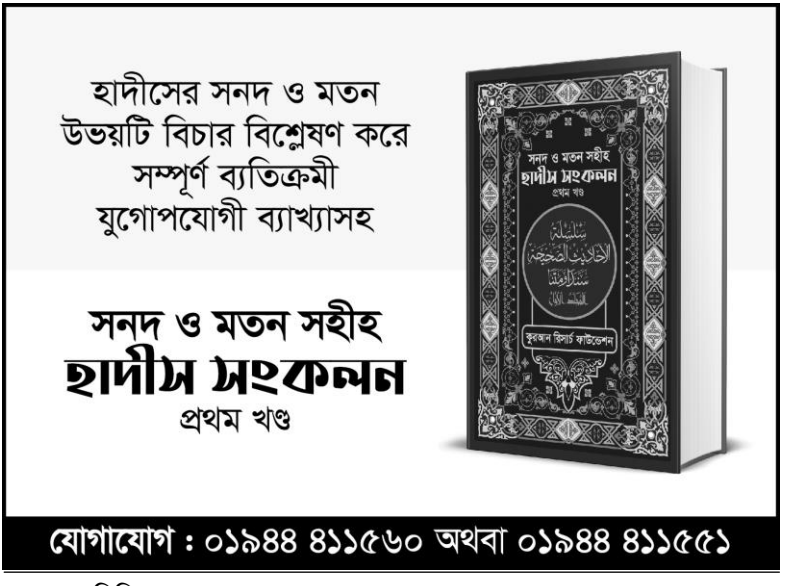

মিনায় কুরবানীর দিন (১০ জিলহাজ্জ) এবং আইয়ামে তাশরীকের মাঝামাঝি সময়ে (১১ থেকে ১৩ জিলহাজ্জ) প্রদত্ত ভাষণের শিক্ষাসমূহ

ওপরে বর্ণিত ৫টি হাদীসগ্রন্থের ১০টি হাদীসে উল্লিখিত মহানবী (স.)-এর মিনায় কুরবানীর দিন (১০ জিলহাজ্জ) এবং আইয়ামে তাশরীকের মাঝামাঝি সময়ে (১১ থেকে ১৩ জিলহাজ্জ) প্রদত্ত ভাষণের শিক্ষাসমূহ–

১. মানুষের রব মাত্র একজন।
২. মানুষের (আদি) পিতা একজন।
৩. আরবের ওপর অনারবের, অনারবের ওপর আরবের, লালের ওপর কালোর এবং কালোর ওপর লালের কোনো রূপ প্রাধান্য নেই, আল্লাহ-সচেতনতা ছাড়া।
৪. সকল দিন, মাস, শহর ও দেশে মানুষের জীবন, মর্যাদা, সম্ভ্রম (ইজ্জত) পৃথিবী শেষ হওয়ার দিন (কিয়ামত) পর্যন্ত পরস্পরের কাছে অতীব সম্মানিত/নিরাপদ।
৫. নবী (স.) দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করে কুফরীর দিকে প্রত্যাবর্তন না করার শিক্ষা।
৬. মৃত্যুর পর দুনিয়ার কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জবাবদিহি করার শিক্ষা।
৭. অপরাধের জন্য অপরাধীর নিজেই দায়ী হওয়া এবং অন্য কেউ দায়ী না হওয়ার শিক্ষা।
৮. সন্তানের অপরাধের জন্য পিতা-মাতা এবং পিতা-মাতার অপরাধের জন্য সন্তান দায়ী না হওয়ার শিক্ষা।
৯. রব আল্লাহ সম্পর্কে সচেতন হওয়ার আদেশ।
১০. পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, রামাদান মাসের সিয়াম রাখা, ধন-দৌলতের যাকাত আদায় করা এবং আমীরের অনুসরণ করার শিক্ষা।
১১. উপস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তিকে অনুপস্থিতদের কাছে তাঁর প্রদত্ত বক্তব্য পৌঁছে দিতে হবে। কারণ– যাদের কাছে পৌঁছানো হবে অনেক ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে এমন ব্যক্তিরা থাকবে যারা অধিক অনুধাবন, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও সংরক্ষণ করতে পারবে।

বিদায় হাজ্জের বক্তব্যের ভাষণ আকারে উপস্থাপিত রূপ ও তার যুগের জ্ঞানভিত্তিক অনুবাদ

জীবনে পালন করা একমাত্র হাজ্জে রসুলুল্লাহ (স.) তিনটি ভাষণ দিয়েছিলেন। ঐ ভাষণ তিনটির বিবরণ ও শিক্ষা, বিভিন্ন গ্রন্থে যেভাবে লিখিত আছে তা ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে। ঐ তিনটি ভাষণের মাধ্যমে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি বিশ্বের মানুষকে একতাবদ্ধ করে পৃথিবীকে শান্তিময় করার জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ অনেক শিক্ষা রেখে গেছেন। উল্লিখিত সূত্রসমূহে থাকা তথ্যগুলোর যুগের জ্ঞানভিত্তিক অনুবাদ ও তার ব্যাখ্যা প্রথমে আমরা ভাষণ আকারে উপস্থাপন করবো। অতঃপর প্রতিটি ভাষণাংশের তথ্য আল কুরআনে যেভাবে উল্লিখিত আছে তা ব্যাখ্যাসহ উপস্থাপন করা হবে।

ভাষণের তথ্যগুলো বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্ন ক্রম অনুযায়ী উল্লেখ করা আছে। বর্ণনার সুবিধার্থে ভাষণাংশগুলো আমরা নতুন ক্রম অনুযায়ী উপস্থাপন করবো।

বক্তব্যটির বিভিন্ন অংশের ভাষণ রূপ

হামদ ও সানার পর ভাষণটিতে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষটি যে কথাসমূহ বলেছেন–

ভাষণাংশ-১

হে মানুষ! সম্বোধন

ভাষণাংশ-২

হে মানুষ!

আমার কথা মনযোগ দিয়ে শোনো। এরপর এ স্থানে তোমাদের সাথে আর একত্রিত হতে পারবো কি না জানি না!

ভাষণাংশ-৩

হে মানুষ!

তোমাদের রব আল্লাহ সম্পর্কে তাকওয়াবান হও।

ভাষণাংশ-৪

হে মানুষ!

নিশ্চয় তোমাদের 'রব' একজন।

ভাষণাংশ-৫

হে মানুষ!

নিশ্চয় তোমাদের আদি পিতা একজন।

ভাষণাংশ-৬

হে মানুষ!

মুসলিমরা একে অপরের ভাই। এক ভাইয়ের জন্য অপর ভাইয়ের মাল ভোগ করা হালাল নয়। তবে সন্তুষ্ট চিত্তে কিছু দিলে ভিন্ন কথা। একে অপরের ওপর জুলুম করাও নিষেধ।

ভাষণাংশ-৭

হে মানুষ!

দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা থেকে তোমরা সাবধান থাকো। কেননা, দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি তোমাদের পূর্বেকার লোকদেরকে ধ্বংস করেছে।

ভাষণাংশ-৮

হে মানুষ!

অনারবদের ওপর আরবদের, আরবদের ওপর অনারবদের, কালোদের ওপর লালদের (সাদা), লালদের ওপর কালোদের প্রাধান্য নেই, আল্লাহ-সচেতনতা ছাড়া।

ভাষণাংশ-৯

হে মানুষ!

নিশ্চয় তোমাদের রক্ত (জীবন) ও তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের মর্যাদা, সম্ভ্রম তোমাদের পরস্পরের জন্য সম্মানিত/নিরাপদ, যেমন ঐগুলো সম্মানিত/নিরাপদ তোমাদের কাছে এ শহরে, এ মাসে, এ দিনে।

ভাষণাংশ-১০

হে মানুষ!

জাহিলী যুগের সকল বিষয় আমার পায়ের নিচে পিষ্ট হয়ে বাতিল হলো।

ভাষণাংশ-১১

হে মানুষ!

জাহিলী যুগের রক্তের সকল দাবি বাতিল। আমি সর্বপ্রথম আমার বংশের (বনী হাশিমের) রক্তের দাবি পরিত্যাগ করলাম।

ভাষণাংশ-১২

হে মানুষ!

জাহিলী যুগের সুদ বাতিল হলো। আমি সর্বপ্রথম আব্বাস ইবনু আবদুল মুত্তালিবের সুদের দাবি পরিহার করলাম। তা সম্পূর্ণরূপে বাতিল হলো।

ভাষণাংশ-১৩

হে মানুষ!

তোমরা স্ত্রীদের ব্যাপারে আল্লাহ-সচেতন হও। তোমরা তাদেরকে আল্লাহর আমানত হিসেবে গ্রহণ করেছো। আর আল্লাহর কালিমার মাধ্যমে (বিবাহের মাধ্যমে) তাদের লজ্জাস্থান নিজেদের জন্য হালাল করেছ। তাদের ওপরে তোমাদের অধিকার এই যে, তারা তোমাদের শয্যায় এমন লোককে আশ্রয় দেবে না যাকে তোমরা অপছন্দ করো। যদি তারা এরূপ করে, তবে হালকাভাবে প্রহার করো। আর তোমাদের কাছে ন্যায়সংগত ভরণ-পোষণ ও পোশাক-পরিচ্ছদ পাওয়ার অধিকার তাদের রয়েছে।

ভাষণাংশ-১৪

হে মানুষ!

অপরাধের জন্য অপরাধী নিজেই দায়ী। সন্তানের অপরাধ পিতার ওপর এবং পিতার অপরাধ সন্তানের ওপর বর্তাবে না।

ভাষণাংশ-১৫

হে মানুষ!

নেতার অনুসরণ করবে। তাহলে তোমাদের রবের জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।

ভাষণাংশ-১৬

হে মানুষ!

আমি দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর তোমরা পরস্পরকে হত্যা করে কুফরীর দিকে প্রত্যাবর্তন করো না।

ভাষণাংশ-১৭

হে মানুষ!

(যথাযথভাবে) সালাত, রামাযান মাসের সিয়াম, যাকাত (এবং হাজ্জ ও কুরবানী) আদায় করবে। তবে তোমাদের রবের জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।

ভাষণাংশ-১৮

হে মানুষ!

মৃত্যুর পর সকলকে দুনিয়ার কর্মকাণ্ড এবং আল্লাহর দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করা সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে।

ভাষণাংশ-১৯

হে মানুষ!

আমি তোমাদের মধ্যে এমন দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি, যা আঁকড়ে ধরলে তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। তা হলো আল্লাহর কিতাব ও রসুলের সুন্নাহ।

ভাষণাংশ-২০

হে মানুষ!

উপস্থিতগণ অনুপস্থিতদের কাছে আমার এ বক্তব্য পৌঁছে দেবে।

কেননা–

১. অনেক ক্ষেত্রে (বর্তমান বা ভবিষ্যত প্রজন্মের) যাদের কাছে পৌঁছানো হবে তাদের কেউ কেউ আমার এ বক্তব্য উপস্থিতদের চেয়ে বেশি অনুধাবন, ব্যাখ্যা ও সংরক্ষণকারী হবে।

২. জ্ঞানের অনেক বাহক নিজের চেয়ে অধিক জ্ঞানীর কাছে জ্ঞান পৌঁছে দেয়। জ্ঞানের অনেক বাহক নিজে জ্ঞানী নয়।

ভাষণাংশ-২১

ভাষণটির সমাপ্তিমূলক বক্তব্য

হে মানুষ!

আমি কি তোমাদের কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দিয়েছি? সকলে সমস্বরে জবাব দিলো– হ্যাঁ। এরপর তিনি বললেন– হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকো, আমি আমার সকল দায়িত্ব পালন করেছি।

বিদায় হাজ্জের ভাষণাংশগুলো কুরআনের যে সকল আয়াতের সম্পূরক, পরিপূরক বা অতিরিক্ত

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম মানুষটি অর্থাৎ রসুল মুহাম্মাদ (স.) ছিলেন আল্লাহর কিতাবের শেষ সংস্করণ, আল কুরআনের আল্লাহর নিয়োগকৃত ব্যাখ্যাকারী। তাঁর নিয়োগপত্র হলো নিম্নের আয়াতটি–

....وَاَنۡزَلۡنَاۤ اِلَیۡکَ الذِّکۡرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَیۡہِمۡ وَلَعَلَّہُمۡ یَتَفَکَّرُوۡنَ .

আর তোমার প্রতি যিক্‌র (আল কুরআন) অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি মানুষকে (কথা, কাজ ও অনুমোদনের মাধ্যমে) স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিতে পারো যা কিছু তাদের জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং তারাও (মানুষেরা) যেন (কুরআন ও সুন্নাহ নিয়ে) চিন্তা-ভাবনা করে।

(সুরা নাহল/১৬ : ৪৪)

ব্যাখ্যা সবসময় মূল ভাষণের সম্পূরক, পরিপূরক বা অতিরিক্ত হয়। কখনো বিপরীত হয় না। তাই, রসুল (স.) তাঁর জীবনের একমাত্র হাজ্জে যে ভাষণ দিয়েছেন সেটি কুরআনের বক্তেব্যের সম্পূরক, পরিপূরক বা অতিরিক্ত হবে। বিপরীত হবে না। এখন আমরা দেখবো বিদায় হাজ্জের ভাষণাংশগুলো– আল কুরআনের কোন কোন বক্তেব্যের সম্পূরক, পরিপূরক বা অতিরিক্ত।

ভাষণাংশ-১

হে মানুষ! সম্বোধন

সম্বোধনটির ব্যাখ্যা : পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি তাঁর জীবনে মাত্র একবার করা হাজ্জের ভাষণে যতবার উপস্থিত জনতাকে সম্বোধন করেছেন ততবার হে মানুষ! বলে সম্বোধন করেছেন। হে মুসলিমগণ বা হে মু'মিনগণ বলে শ্রোতাদের সম্বোধন করেননি। তাই, সহজে বলা যায়– ভাষণটি শুধু মুসলিমদের উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়নি। ভাষণটি প্রদান করা হয়েছে পৃথিবীর সকল মানুষকে উদ্দেশ্য করে। অন্যকথায় ভাষণটি সমস্ত পৃথিবীকে শান্তিময় করার উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি ভাষণের বিভিন্ন বক্তব্য পর্যালোচনা করলে যেকেউই অতি সহজে বুঝতে পারবে।

ভাষণাংশটি কুরআনের যে বক্তব্যের সম্পূরক/পরিপূরক তথা ব্যাখ্যা

وَمَآ اَرۡسَلۡنٰكَ اِلَّا رَحۡمَةً لِّلۡعٰلَمِيۡنَ .

আর আমরা তোমাকে কেবল সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি।

(সুরা আম্বিয়া/২১ : ১০৭)

ব্যাখ্যা : এখানে মহান আল্লাহ স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন যে– তিনি রসুল মুহাম্মাদ (স.)-কে পাঠিয়েছেন পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য রহমত স্বরূপ। শুধু মুসলিমদের জন্য রহমত স্বরূপ নয়।

তাই, সহজে বলা যায়– ভাষণাংশটি তথা বিদায় হাজ্জের ভাষণের সম্বোধন কুরআনের উল্লিখিত আয়াতের পরিপূরক/সম্পূরক তথা ব্যাখ্যা।

ভাষণাংশ-২

হে মানুষ!

আমার কথা মনযোগ দিয়ে শোনো। এরপর এ স্থানে তোমাদের সাথে আর একত্রিত হতে পারবো কি না জানি না!

ব্যাখ্যা : কথাটির মাধ্যমে রসুলুল্লাহ (স.) তাঁর দুনিয়া হতে বিদায় নেওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন।

ভাষণাংশটি কুরআনের যে সকল বক্তব্যের সম্পূরক/পরিপূরক তথা ব্যাখ্যা

তথ্য-১

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوۡلٌ ۚ قَدۡ خَلَتۡ مِنۡ قَبۡلِهِ الرُّسُلُ ؕ اَفَا۟ٮِٕنۡ مَّاتَ اَوۡ قُتِلَ انْقَلَبۡتُمۡ عَلٰٓى اَعۡقَابِكُمۡ ؕ وَمَنۡ يَّنۡقَلِبۡ عَلٰى عَقِبَيۡهِ فَلَنۡ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيۡـًٔا ؕ وَسَيَجۡزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيۡنَ . وَمَا كَانَ لِنَفۡسٍ اَنۡ تَمُوۡتَ اِلَّا بِاِذۡنِ اللّٰهِ كِتٰبًا مُّؤَجَّلًا ؕ ....

মুহাম্মাদ একজন রসূল ছাড়া অন্য কিছু নয়। তার পূর্বের রসূলগণ গত হয়েছে। সুতরাং সে যদি মারা যায় অথবা নিহত হয় তবে কি তোমরা তোমাদের পিছনের দিকে (পূর্বাবস্থায়) ফিরে যাবে? আর যে তার পিছনের দিকে ফিরে যাবে সে আল্লাহর কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। আর আল্লাহ শীঘ্রই কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারীদের পুরস্কার দেবেন। আর আল্লাহর

(অতাৎক্ষণিক) অনুমতি ছাড়া কারো মৃত্যু হতে পারে না। মৃত্যুর অবধারিত সময় (উম্মুল কিতাবে) লিপিবদ্ধ আছে।

(সুরা আলে-ইমরান/৩ : ১৪৪, ১৪৫)

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'মুহাম্মাদ একজন রসূল ছাড়া অন্য কিছু নয়। তার পূর্বের রসূলগণ গত হয়েছে' অংশের ব্যাখ্যা : মুহাম্মাদ (স.) অন্য রসুলগণের মতো একজন রসুল। তার পূর্বের রসুলগণ ওফাতের মাধ্যমে দুনিয়া থেকে স্থায়ীভাবে চলে গেছে।

'সুতরাং সে যদি মারা যায় অথবা নিহত হয় তবে কি তোমরা তোমাদের পিছনের দিকে (পূর্বাবস্থায়) ফিরে যাবে? অংশের ব্যাখ্যা : পূর্বের রসূলগণের মতো সে মারা গেলে বা নিহত হলে তাঁর উম্মতের তাদের নবুওয়াত পূর্ববর্তী অবস্থায় ফিরে যাওয়া কোনক্রমেই উচিৎ হবে না।

'আল্লাহর (অতাৎক্ষণিক) অনুমতি ছাড়া কারো মৃত্যু হতে পারে না' অংশের ব্যাখ্যা : আল্লাহর তৈরি মৃত্যুর প্রোগ্রামে থাকা অনুঘটকসমূহের যথাযথ মিলন হওয়া ছাড়া কারো মৃত্যু হয় না।

'মৃত্যুর অবধারিত সময় (উম্মুল কিতাবে) লিপিবদ্ধ আছে' অংশের ব্যাখ্যা : মৃত্যুর অবধারিত সময়সমূহ সুস্পষ্টভাবে লাওহে মাহফুজে থাকা মূল কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে।

তথ্য-২

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ ۖ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ .

আর (হে নবী!) আমরা তোমার পূর্বেও কোনো মানুষকে (ইহকালে) অমরত্ব দান করিনি। সুতরাং তোমার মৃত্যু হলে তারা কি (ইহকালে) অমর হয়ে থাকবে? (সুরা আম্বিয়া/২১ : ৩৪)

তথ্য-৩

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ... ...

প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। (সুরা আম্বিয়া/২১ : ৩৫)

তথ্য-৪

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ .

নিশ্চয় তুমি মরণশীল এবং তারাও মরণশীল। (সুরা যুমার/৩৯ : ৩০)

তাই, সহজে বলা যায়, ভাষণাংশ-২ কুরআনের উল্লিখিত আয়াতসমূহের পরিপূরক/সম্পূরক তথা ব্যাখ্যা।

ভাষণাংশ-৩

হে মানুষ!

তোমাদের রব আল্লাহ সম্পর্কে তাকওয়াবান হও।

ব্যাখ্যা : তাকওয়া শব্দের প্রকৃত অর্থ হলো সচেতনতা। তাই, ভাষণাংশটিতে প্রকৃত অর্থে আল্লাহ সম্পর্কে সচেতন হতে বলা হয়েছে। আল কুরআন ও সুন্নাহর বহু স্থানে শব্দ দুটি এসেছে। আর কুরআন ও সুন্নাহর যত স্থানে তাকওয়া ও মুত্তাকী শব্দ দুটি এসেছে তার প্রায় সকল স্থানে শব্দ দুটি দিয়ে আল্লাহ সচেতনতা ও আল্লাহ সচেতন ব্যক্তি বুঝানো হয়েছে।

স্বাস্থ্য-সচেতনতা বলতে বুঝায় স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্য জানা। আর স্বাস্থ্য-সচেতন ব্যক্তি হলো সে ব্যক্তি যে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্য জানে ও মানে। যে ব্যক্তি স্বাস্থ্য সম্পর্কিত যত বেশি তথ্য জানে ও মানে সে তত অধিক স্বাস্থ্য-সচেতন। তবে যে ব্যক্তি স্বাস্থ্য সম্পর্কিত মাত্র একটি তথ্য জানে ও মানে সেও স্বাস্থ্য-সচেতন। তবে তার স্বাস্থ্য-সচেতনতার মান সর্বনিম্ন।

মানুষ মহান আল্লাহর কাছ হতে জন্মগতভাবে যে জ্ঞানের উৎসটি পেয়েছে সেটি হলো Common sense/আকল/বিবেক। অর্থাৎ মানুষের আল্লাহ তা'য়ালার কাছ হতে সর্বপ্রথম পাওয়া তথা বুনিয়াদি (Basic) জ্ঞানের উৎস হলো Common sense/আকল। কুরআন বা সুন্নাহ (হাদীস) নয়।

বর্তমান যুগের যান্ত্রিক জ্ঞানের শক্তি কম্পিউটারের (Computer) আছে বুনিয়াদি/ভিত্তি জ্ঞান (Memory), বিশ্লেষণ ক্ষমতা (Processor) ও কর্মনীতি (Programme)। মানব মনে থাকা জ্ঞানের শক্তি Common sense/আকল/বিবেকেরও আছে বুনিয়াদি/ভিত্তি জ্ঞান (Memory), বিশ্লেষণ ক্ষমতা (Processor) ও কর্মনীতি (Programme)। কম্পিউটার সঠিক জ্ঞান/তথ্য (RAM) পেলে উৎকর্ষিত হয়। আর ভুল জ্ঞান/তথ্য (Virus) পেলে অবদমিত হয়।

জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense/আকলও উৎকর্ষিত ও অবদমিত হয়। Common sense/আকল উৎকর্ষিত হয়– কুরআন, সুন্নাহ (হাদীস), মানব শরীর বিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান (প্রাণিবিজ্ঞান, অর্থ বিজ্ঞান,

গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, রাষ্ট্র বিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান, প্রকৌশল বিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান, জল বিজ্ঞান, প্রতিরক্ষা বিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান, পররাষ্ট্র বিজ্ঞান), বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনি থেকে জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে। তবে Common sense/আকলকে উৎকর্ষিত করার মাধ্যমসমূহের মধ্যে কুরআন ও সুন্নাহ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

অন্যদিকে Common sense/আকল অবদমিত হয়– কুরআন, সুন্নাহ (হাদীস), মানব শরীর বিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান (প্রাণিবিজ্ঞান, অর্থ বিজ্ঞান, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, রাষ্ট্র বিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান, প্রকৌশল বিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান, জল বিজ্ঞান, প্রতিরক্ষা বিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান, পররাষ্ট্র বিজ্ঞান), বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির বিপরীত জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে।

তাই, যে ব্যক্তি Common sense/আকল/বিবেকের একটি মাত্র সঠিক তথ্য জানে সে আল্লাহ-সচেতন। তবে তার আল্লাহ-সচেতনতার মান সর্বনিম্ন। আর Common sense/আকল/বিবেকের যত বেশি সঠিক তথ্য যে বা যারা জানবে ও মানবে সে বা তারা তত অধিক আল্লাহ-সচেতন ব্যক্তি।

তাই, এ ভাষণাংশের মাধ্যমে প্রকৃতভাবে মানুষকে কুরআন, সুন্নাহ, বিজ্ঞান, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য উদাহরণ এবং সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা ও কাহিনির জ্ঞানের মাধ্যমে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে উৎকর্ষিত করে অধিক আল্লাহ-সচেতন (এবং সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করতে) হতে বলা হয়েছে।

ভাষণাংশটি কুরআনের যে সকল বক্তব্যের সম্পূরক/পরিপূরক তথা ব্যাখ্যা

তথ্য-১

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰىهَا. فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰىهَا. قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا.

কসম মনের এবং তাঁর যিনি তাকে সঠিকভাবে গঠন করেছেন। অতঃপর তাকে (মনকে) 'ইলহাম' করেছেন তার অন্যায় ও ন্যায় (বুঝার শক্তি Common sense/আকল/বিবেক)। অবশ্যই সে সফল হবে যে তাকে উৎকর্ষিত করবে। আর অবশ্যই সে ব্যর্থ হবে যে তাকে অবদমিত করবে।

(সুরা আশ-শামস/৯১ : ৭-১০)

আয়াতভিত্তিক ব্যাখ্যা

৮নং আয়াতের {অতঃপর তাকে (মনকে) 'ইলহাম' করেছেন তার অন্যায় ও ন্যায় (বোঝার শক্তি Common sense/আকল/বিবেক)} ব্যাখ্যা : মহান আল্লাহ মানুষের মনে জন্মগতভাবে 'ইলহাম' নামক অতিপ্রাকৃতিক এক ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রদান করেছেন অন্যায় (ভুল) ও ন্যায় (সঠিক) বুঝা/পার্থক্য করার শক্তি বা উৎস। মানুষের জন্মগতভাবে পাওয়া এ জ্ঞানের শক্তিটিই হলো Common sense/আকল/বিবেক। কুরআন ও সুন্নাহ (হাদীস) মানুষ জন্মগতভাবে জানে না। তাই, Common sense/আকল/বিবেক হলো জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত বুনিয়াদি (Basic) শক্তি বা উৎস।

৯নং আয়াতের (অবশ্যই সে সফল হবে যে তাকে উৎকর্ষিত করবে) ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে নিশ্চয়তা দিয়ে বলা হয়েছে– যে Common sense/আকলকে উৎকর্ষিত করবে সে সফল হবে। এ সফলতার প্রধান কারণ হলো– জন্মগতভাবে পাওয়া তথা বুনিয়াদি জ্ঞানের উৎসটি উৎকর্ষিত হলে তা ব্যবহার করে ব্যক্তি কুরআন ও সুন্নাহর সঠিক অর্থ ও ব্যাখ্যা সহজে বুঝতে পারবে। ফলে তার আ'মল সঠিক হবে এবং সে সফল হবে। জন্মগতভাবে পাওয়া তথা বুনিয়াদি জ্ঞানের উৎসটি উৎকর্ষিত হয়– কুরআন, সুন্নাহ ও সাধারণ বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, প্রকৌশল বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান, অর্থবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, প্রতিরক্ষা বিজ্ঞান, পররাষ্ট্র বিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান, ইতিহাস বিজ্ঞান ইত্যাদির সঠিক জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে। আর এর মধ্যে কুরআনের জ্ঞান সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

১০নং আয়াতের (অবশ্যই সে ব্যর্থ হবে যে তাকে অবদমিত করবে) ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে নিশ্চয়তা দিয়ে বলা হয়েছে– যে Common sense/আকলকে অবদমিত করবে সে ব্যর্থ হবে। এ ব্যর্থতার প্রধান কারণ হলো– ঐ ব্যক্তি কুরআন ও সুন্নাহর সঠিক অর্থ ও ব্যাখ্যা বুঝতে পারবে না। ফলে তার আমল ভুল হবে এবং সে ব্যর্থ হবে। জন্মগতভাবে পাওয়া তথা বুনিয়াদি জ্ঞানের উৎসটি অবদমিত হয় ভুল তথা কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী এবং সাধারণ বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, প্রকৌশল বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান, অর্থবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, প্রতিরক্ষা বিজ্ঞান, পররাষ্ট্র বিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান, ইতিহাস বিজ্ঞান ইত্যাদির সঠিক জ্ঞানের বিরোধী শিক্ষা লাভ করার কারণে।

তথ্য-২.১

إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ قُرْءَٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ .

নিশ্চয় আমরা এটিকে আরবি ভাষার কুরআন হিসেবে অবতীর্ণ করেছি যাতে তোমরা Common sense-কে (উৎকর্ষিত করে) ব্যবহার করতে পারো।

(সুরা ইউসুফ/১২ : ২)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে কুরআন নাযিল করার কারণ বলা হয়েছে– মানুষ যাতে কুরআনের জ্ঞান দিয়ে বুনিয়াদি জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে উৎকর্ষিত করে কাজে লাগাতে পারে।

তথ্য-২.২

اِنَّا جَعَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ .

নিশ্চয় আমরা এটিকে বানিয়েছি আরবি কুরআন যাতে তোমরা Common sense-কে (উৎকর্ষিত করে) ব্যবহার করতে পারো। (যুখরুফ/৪৩ : ৩)

ব্যাখ্যা : ২.১ নং আয়াতটির অনুরূপ।

তথ্য-২.৩

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا وَّ صَرَّفْنَا فِيْهِ مِنَ الْوَعِيْدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ اَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا .

এভাবেই আমরা কুরআনকে অবতীর্ণ করেছি আরবিতে এবং তাতে বিভিন্ন ধরনের সতর্ক করা মূলক তথ্য বর্ণনা করেছি যাতে তারা সচেতন হয় অথবা এটা তাদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয়/জ্ঞান সরবরাহ করে।

(সুরা ত্ব-হা/২০ : ১১৩)

ব্যাখ্যা : الْوَعِيْدِ শব্দটির একটি অর্থ হলো– সতর্ক করা মূলক তথ্য। তাই, আয়াতটির অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা হলো–

'আমরা কুরআনকে অবতীর্ণ করেছি আরবিতে এবং তাতে বিভিন্ন ধরনের সতর্ক করা মূলক তথ্য বর্ণনা করেছি' অংশের ব্যাখ্যা : আল কুরআনে মানুষের জন্য বিভিন্ন ধরনের সতর্ককারী তথ্য আছে।

'যাতে তারা সচেতন হয় অথবা এটা তাদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয়/জ্ঞান সরবরাহ করে' অংশের ব্যাখ্যা : এ অংশের মাধ্যমে কুরআনে বিভিন্ন ধরনের সতর্ককারী তথ্য রাখার কারণ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সে কারণ হলো–

- সেগুলো হতে শিক্ষা গ্রহণ করে জ্ঞানভান্ডার বাড়িয়ে মানুষ যেন তার জন্মগতভাবে পাওয়া তথা বুনিয়াদি জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে উৎকর্ষিত করতে পারে।
- অথবা সেগুলো মানুষের জন্য শিক্ষণীয় বিষয়/জ্ঞান সরবরাহ করে।

তথ্য-২.৪

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِیْٓ اُنْزِلَ فِیْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًی لِّلنَّاسِ وَ بَیِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰی وَالْفُرْقَانِ ... ...

রমযান মাস। যে মাসে কুরআন নাযিল হয়েছে। (কুরআন) সকল মানুষের জীবন পরিচালনার পথ নির্দেশ (জ্ঞানের উৎস)। যা স্পষ্ট বাণী ধারণকারী ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী। (সুরা বাকারা/২ : ১৮৫)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির মাধ্যমে স্পষ্ট করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– কুরআন বিরোধী বক্তব্য যে গ্রন্থেই থাকুক না কেন তা মিথ্যা। সে গ্রন্থ হাদীস, ফিক্‌হ, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি যাই হোক না কেন।

তাই, আয়াতটির ভিত্তিতে এটিও বলা যায় যে– আল্লাহ প্রদত্ত বুনিয়াদি জ্ঞানের উৎসটিকে যদি আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত (নির্ভুল) জ্ঞান কুরআন দিয়ে উৎকর্ষিত করা হয় (আকলে মাহমুদ), তবে সে Common sense/ আকলের বিরোধী বক্তব্য যে গ্রন্থেই থাকুক তা মিথ্যা বলে বিবেচিত হবে। সে গ্রন্থ– হাদীস, ফিক্‌হ, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি যাই হোক না কেন।

সম্মিলিত শিক্ষা : ২ নং তথ্যের আয়াতগুলোসহ আরও আয়াত হতে স্পষ্টভাবে জানা যায়– কুরআন Common sense/আকলকে উৎকর্ষিত করে বা Common sense/আকলকে কুরআন দিয়ে উৎকর্ষিত করে ব্যবহার করতে বলা হয়েছে।

তথ্য-৩

اَفَلَمْ یَسِیْرُوْا فِی الْاَرْضِ فَتَكُوْنَ لَهُمْ قُلُوْبٌ یَّعْقِلُوْنَ بِهَآ اَوْ اٰذَانٌ یَّسْمَعُوْنَ بِهَا

তারা কি পৃথিবী ভ্রমণ করেনি? তা হলে তারা এমন মন সম্পন্ন হতো যা দিয়ে বুঝতে পারতো এবং এমন কান সম্পন্ন হতো যা দিয়ে শুনতে পারতো।

(সুরা হাজ্জ/২২ : ৪৬)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতাংশ থেকে জানা যায় ভ্রমণ করলে এমন Common sense/আকলের অধিকারী হওয়া যায় যা দিয়ে কুরআনসহ বিভিন্ন গ্রন্থ দেখে পড়ে বা শুনে সঠিকভাবে বোঝা যায়।

এ কথাটির সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ক ব্যাখ্যা আয়াতটির পরের অংশে–

... ... فَاِنَّهَا لَا تَعْمَی الْاَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْمَی الْقُلُوْبُ الَّتِیْ فِی الصُّدُوْرِ.

প্রকৃতপক্ষে চোখ অন্ধ নয় বরং অন্ধ হলো মন (মনে থাকা Common sense/আকল) যা অবস্থিত সম্মুখ ব্রেইনে (Fore brain)।

ব্যাখ্যা : সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ক একটি নির্ভুল তথ্য হলো– সম্মুখ ব্রেইনে থাকা মনে অবস্থিত বুনিয়াদি উৎস Common sense/আকলে একটি বিষয় সম্পর্কে আগে থেকে ধারণা না থাকলে চোখে দেখে বা কানে শুনে বিষয়টির প্রকৃত তাৎপর্য মানুষ বুঝতে পারে না। এ কথাটিই ইংরেজীতে বলা হয় এভাবে– What mind does not know eye will not see.

দেশভ্রমণ করলে বিভিন্ন স্থানে থাকা নতুন নতুন বিষয় (উদাহরণ) দেখে Common sense/আকলে নতুন জ্ঞান যোগ হয়। এর ফলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মানুষের Common sense/আকল উৎকর্ষিত হয়। ঐ উৎকর্ষিত Common sense/আকল দিয়ে কুরআনসহ বিভিন্ন গ্রন্থ সঠিকভাবে জানা, বোঝা ও ব্যাখ্যা করা যায়।

বর্তমানে দেশভ্রমণের সাথে যোগ হয়েছে– সাধারণ বিজ্ঞান, মানব শরীর বিজ্ঞান, অর্থ বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান, ইতিহাস বিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান ইত্যাদি বই পড়া, জিওগ্রাফি, ডিসকভারি ইত্যাদি চ্যানেল দেখা।

তথ্য-৪.১

لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ وَّلَا عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَنْ تَاْكُلُوْا مِنْۢ بُيُوْتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اٰبَآىِٕكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اُمَّهٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اِخْوَانِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَخَوٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَعْمَامِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ عَمّٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَخْوَالِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ خٰلٰتِكُمْ اَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَّفَاتِحَهٗٓ اَوْ صَدِيْقِكُمْ ؕ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَاْكُلُوْا جَمِيْعًا اَوْ اَشْتَاتًا ؕ فَاِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوْتًا فَسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبٰرَكَةً طَيِّبَةً ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ .

অন্ধের জন্য দোষ নেই, খোঁড়ার জন্য দোষ নেই, রুগ্ন ব্যক্তির জন্য দোষ নেই এবং তোমাদের নিজেদের জন্যও (দোষ নেই) আহার গ্রহণ করা তোমাদের ঘরে, তোমাদের পিতাদের ঘরে, তোমাদের মায়েদের ঘরে, তোমাদের

ভাইদের ঘরে, তোমাদের বোনদের ঘরে, তোমাদের চাচাদের ঘরে, তোমাদের ফুফুদের ঘরে, তোমাদের মামাদের ঘরে, তোমাদের খালাদের ঘরে অথবা সেসব ঘরে যার চাবির মালিক তোমরা এবং তোমাদের বন্ধুদের ঘরে। তোমরা একত্রে আহার করো অথবা পৃথকভাবে আহার করো তাতে তোমাদের কোনো অপরাধ নেই। তবে যখন তোমরা ঘরে প্রবেশ করবে তখন তোমাদের নিজেদের (স্বজনদের) প্রতি সালাম দাও, (এটা) আল্লাহর পক্ষ থেকে অভিবাদন (যা) বরকতময় ও পবিত্র। এভাবে আল্লাহ তোমাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যাতে তোমরা Common sense/আকলকে (উৎকর্ষিত করে) ব্যবহার করতে পারো।

(সুরা নুর/২৪ : ৬১)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে প্রথমে মানুষের সামাজিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। আর শেষে ঐ তথ্যগুলো বর্ণনা করার কারণ বলা হয়েছে। কারণটি হলো– ঐ তথ্যগুলোর মাধ্যমে মানুষের জন্মগতভাবে লাভ করা জ্ঞানের শক্তি/উৎস Common sense-কে উৎকর্ষিত করা এবং সে উৎকর্ষিত Common sense-কে জীবন পরিচালনার সময় ব্যবহার করা।

তথ্য-৪.২

قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلَّا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۚ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ ؕ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ ۚ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ؕ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ .

বলো, আসো তোমাদের সৃষ্টি ও লালন-পালনকর্তা তোমাদের ওপর যা হারাম করেছেন তা তোমাদেরকে পাঠ করে শুনাই, তা এই যে- তোমরা তার সাথে কোনো কিছুকে শরীক করো না এবং পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করো। আর দারিদ্র্যের কারণে তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না। আমরাই তোমাদের ও তাদের রিযিক দিয়ে থাকি। আর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অশ্লীলতার কাছেও যেয়ো না। আর যথাযথ কারণ ছাড়া আল্লাহ যাকে হত্যা করা হারাম করেছেন তাকে হত্যা করো না। তিনি তোমাদের এ নির্দেশ দিলেন যেন তোমরা Common sense/আকলকে কাজে লাগাতে পারো।

(সুরা আর'আম/৬ : ১৫১)

ব্যাখ্যা : ৪.১ নং তথ্যের অনুরূপ।

সম্মিলিত শিক্ষা : ৪ নং তথ্যের আয়াতগুলোসহ আরও আয়াতের ভিত্তিতে স্পষ্টভাবে বলা যায়–

১. কুরআন বা অন্যস্থানের সঠিক সামাজিক জীবনের বিষয়গুলো মানুষের জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস তথা বুনিয়াদি উৎস Common sense/আকলকে উৎকর্ষিত করে।

২. অথবা কুরআন বা অন্যস্থানের সঠিক সামাজিক জীবনের বিষয়গুলো দিয়ে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/ আকলকে উৎকর্ষিত করতে বলা হয়েছে।

তাই, সহজে বলা যায়– ভাষণাংশটি কুরআনের সম্পূরক/পরিপূরক তথা ব্যাখ্যা।

ভাষণাংশ-৪

হে মানুষ!
নিশ্চয় তোমাদের 'রব' একজন।

ব্যাখ্যা : ভাষণাংশটির মাধ্যমে নিশ্চয়তা সহকারে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে সকল মানুষের 'রব' মাত্র একজন। কুরআন অনুযায়ী মানুষের সৃষ্টিকর্তার ৯৯টি নাম আছে। এর মধ্যে ১টি হলো নামবাচক। আর বাকি ৯৮টি গুণবাচক। নামবাচক নামটি হলো 'আল্লাহ'। মহান আল্লাহর এ নামটি কুরআন ও সুন্নায় সবচেয়ে বেশি বার এসেছে। এ নামটির কোনো অর্থ নেই। আর ৯৮টি গুণবাচক নামের মধ্যে কুরআন ও সুন্নায় সবচেয়ে বেশি বার এসেছে 'রব' নামটি।

'রব' শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। এর অর্থের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে– সৃষ্টিকর্তা, লালনপালনকর্তা, জীবনদাতা, মৃত্যুদাতা, আয়ুদাতা, আইনদাতা, জীবনসামগ্রী দাতা, সম্মান দাতা, পুত্র ও কন্যা সন্তান দাতা ইত্যাদি। তাই, ভাষণাংশটির মাধ্যমে প্রকৃতভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– মানুষের সৃষ্টি, লালনপালন, জীবন, মৃত্যু, আয়ু, আইন, জীবনসামগ্রী, সম্মান, পুত্র ও কন্যা ইত্যাদি দানকারী সত্তা মাত্র একজন। কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী সে সত্তার নাম হলো 'আল্লাহ'।

Common sense/আকল অনুযায়ী মহান আল্লাহকে যদি সকল মানুষের 'রব' হতে হয় তবে তাঁর যে সকল বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে তা হলো– আল্লাহকে লিঙ্গ, বংশ, গোত্র, রং, শ্রেণি, দল ও দেশের পরিচয়ের ঊর্ধ্বে হতে হবে। তা না হলে যে লিঙ্গ, বংশ, গোত্র, রং, শ্রেণি, দল বা দেশে আল্লাহ তা'য়ালার

অবস্থান হবে অজান্তেই তাদের পক্ষে কিছু পক্ষপাতিত্ব হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক হবে।

ভাষণাংশটি কুরআনের যে সকল বক্তব্যের সম্পূরক/পরিপূরক তথা ব্যাখ্যা

তথ্য-১

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ .

সকল প্রশংসা জগৎসমূহের রব আল্লাহর জন্য।

(সুরা ফাতিহা/১ : ১)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির মাধ্যমে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে– মহান আল্লাহ শুধু পৃথিবীর সকল মানুষের 'রব' নন। তিনি মানুষসহ জগৎসমূহ ও তাতে থাকা সকল কিছুর 'রব'।

তথ্য-২

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ .اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ . لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۙ . وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ .

বলো, তিনি আল্লাহ এক-অদ্বিতীয়। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাকেও কেউ জন্ম দেয়নি। আর তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।

(সুরা ইখলাছ/১১২ : ১-৪)

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'আল্লাহ এক-অদ্বিতীয়' অংশের ব্যাখ্যা : আল্লাহ শব্দটির কোনো পুরুষ ও স্ত্রী বাচক রূপ নেই। তাই, মহান আল্লাহ পুরুষ বা মহিলা কোনোটি নয়।

'তিনি কাউকে জন্ম দেননি' অংশের ব্যাখ্যা : আল্লাহর কোনো ছেলে মেয়ে নেই।

'তাকেও কেউ জন্ম দেয়নি' অংশের ব্যাখ্যা : তিনি কারো সন্তান নয়। আর যেহেতু তাঁর জন্মস্থান নেই তাই তাঁর কোনো দেশও নেই।

অতএব, সহজে বলা যায়– ভাষণাংশটি কুরআনের সম্পূরক/পরিপূরক তথা ব্যাখ্যা।

ভাষণাংশ-৫

হে মানুষ!

নিশ্চয় তোমাদের আদি পিতা একজন।

ব্যাখ্যা : ভাষণাংশটির অনুযায়ী সকল মানুষের আদি পিতা ও মাতা অভিন্ন। অর্থাৎ আদম ও হাওয়া (আ.)। তাই, পৃথিবীর সকল মানুষ জন্মসূত্রে ভাই-

বোন। সুতরাং, ভাই-বোনের এ সম্পর্ক অটুট রাখা ও উন্নত করার মাধ্যমে বিশ্বকে শান্তিময় করা, সকল মানুষের অতীব গুরুত্বপূর্ণ এক দায়িত্ব ও কর্তব্য।

ভাষণাংশটি কুরআনের যে সকল বক্তব্যের সম্পূরক/পরিপূরক তথা ব্যাখ্যা তথ্য-১

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا .

হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রব সম্পর্কে সচেতন হও। যিনি তোমাদের একজন মানুষ থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের দুইজন থেকে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন। আর তোমরা সচেতন হও আল্লাহ সম্পর্কে, যার (দোহাই দিয়ে) তোমরা একে অপরের কাছ হতে (হক/পাওনা) দাবি করো। আর আত্মীয়তার বন্ধন সম্পর্কে সতর্ক থাকো। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।

(সুরা নিসা/৪ : ১)

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রব সম্পর্কে সচেতন হও। যিনি তোমাদের একজন মানুষ থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের দুইজন থেকে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন' অংশের ব্যাখ্যা : আয়াতটির এ অংশের মাধ্যমে মানব জাতির সৃষ্টি ও বিস্তারের ইতিহাস বলে দেওয়া হয়েছে। সে ইতিহাস হলো–

১. প্রথমে একজন মানুষ সৃষ্টি করা হয়েছিল। তিনি হলেন আদম (আ.)। অন্য আয়াত (আন'আম/৬ : ২, মু'মিনুন/২৩ : ১২ ইত্যাদি) হতে জানা যায়, আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করা হয়েছিল মাটি তথা মাটির মৌলিক উপাদান হতে।

২. অতঃপর প্রথম ব্যক্তি হতে তাঁর স্ত্রীকে সৃষ্টি করা হয়েছিল। বর্তমান যুগে বোঝা যায় সে সৃষ্টি পদ্ধতি ছিল ক্লোনিং (Cloning)। মানুষের বর্তমান জ্ঞানে ক্লোনিং-এর মাধ্যমে সৃষ্টি হওয়া প্রাণীর চেহারা, রং, বয়স, লিঙ্গ ইত্যাদি অভিন্ন হয়। কিন্তু আল্লাহ তা'য়ালার ক্লোনিং পদ্ধতিতে ভিন্ন হওয়া খুবই সম্ভব।

৩. এরপর স্বামী ও স্ত্রীর মিলন হতে অসংখ্য মানুষ পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে।

তাই, আয়াতাংশ হতে নিশ্চিতভাবে জানা যায় মানব জাতির আদি পিতা ও মাতা অভিন্ন। অর্থাৎ পৃথিবীর সকল মানুষ জন্মসূত্রে ভাই-বোন।

'আর তোমরা সচেতন হও আল্লাহ সম্পর্কে, যার (দোহাই দিয়ে) তোমরা একে অপরের কাছ হতে (হক/পাওনা) দাবি করো' অংশের ব্যাখ্যা : এ অংশের মাধ্যমে আদি পিতা ও মাতার দিক দিয়ে সৃষ্টি হওয়া ভাই-বোন ও আত্মীয়তার বন্ধনকে সম্মান দেখানোর বিষয়ে সতর্ক থাকতে তথা কুরআন, সুন্নাহ ও আকলের আদেশ, নিষেধ ও উপদেশ জানা ও মানার বিষয়ে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে।

'আর আত্মীয়তার বন্ধন সম্পর্কে সতর্ক থাকো' অংশের ব্যাখ্যা : এ অংশের মাধ্যমে আদি পিতা-মাতার দিক দিয়ে পৃথিবীর সকল মানুষের মধ্যে ভাই বোন ও আত্মীয়তার যে সম্পর্ক সৃষ্টি হয়ে আছে তা অটুট রাখা ও উন্নত করতে বলা হয়েছে।

'নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন' অংশের ব্যাখ্যা : এ অংশের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– আদি পিতা ও মাতার দিক দিয়ে সৃষ্টি হওয়া ভাই-বোন ও আত্মীয়তার সম্পর্কের বিষয়ে আয়াতটিতে যা বলা হয়েছে তা অমান্য করলে পরকালে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।

তথ্য-২

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا ..

হে মানুষ! নিশ্চয় আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও একজন নারী হতে। অতঃপর তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে যাতে তোমরা একে অপরকে চিনতে পারো। (সুরা হুজুরাত/৪৯ : ১৩)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতটি হতেও জানা যায়– পৃথিবীর সকল মানুষের আদি পিতা ও মাতা অভিন্ন। অর্থাৎ পৃথিবীর সকল মানুষ জন্মসূত্রে ভাই-বোন।

অতএব, সহজে বলা যায়– ভাষণাংশটি কুরআনের সম্পূরক/পরিপূরক তথা ব্যাখ্যা।

ভাষণাংশ-৬

হে মানুষ!

মুসলিমরা একে অপরের ভাই। এক ভাইয়ের জন্য অপর ভাইয়ের মাল ভোগ করা হালাল নয়। তবে সন্তুষ্ট চিত্তে কিছু দিলে ভিন্ন কথা। একে অপরের ওপর জুলুম করাও নিষেধ।

ব্যাখ্যা : কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী একজন মানুষকে প্রথমে ঈমান আনার ভিত্তিতে মু'মিন হতে হয়। তারপর মু'মিনকে কাজের (আমল) ভিত্তিতে মুসলিম হতে হয়।

ভাই হয় দুই দৃষ্টিকোণ হতে–

ক. জন্মের দৃষ্টিকোণ হতে।

খ. বিশ্বাসের দৃষ্টিকোণ হতে।

জন্মের দৃষ্টিকোণের ভাই : জন্মের দৃষ্টিকোণ হতে ভাই দুই ধরনের– আপন পিতা-মাতা ও আদি পিতা-মাতার সূত্রে।

বিশ্বাসের দৃষ্টিকোণের ভাই : এ ভাইয়ের সূত্র হলো, জীবন সম্পর্কিত বিষয়ে বিশ্বাস। মানব জীবন সম্পর্কিত বিষয়সমূহ ৪ ভাগে বিভক্ত–

১. উপাসনামূলক বিষয়।
(কুরআনের জ্ঞানার্জন করা, ঈমান আনা, সালাত কায়েম করা, যাকাত দেওয়া, সিয়াম পালন করা, হাজ্জ করা ইত্যাদি)।

২. ন্যায়-অন্যায়/সাধারণ নৈতিকতা/মানবাধিকার/বান্দার হক ধরনের বিষয়।
(সত্য বলা, মিথ্যা না বলা, পরোপকার করা, কারো ক্ষতি না করা, নিজে পেট ভরে খেলে অপরে যেন অভুক্ত না থাকে, নিজে অট্টালিকায় থাকলে অপরে যেন ফুটপাতে না থাকে, নিজে উচ্চশিক্ষিত হলে অপরে যেন অশিক্ষিত না থাকে, নিজে ভালো কাপড় পরলে অপরে যেন কাপড় বিহীন না থাকে– এ সকল বিষয়ে ভূমিকা রাখা ইত্যাদি)।

৩. শরীর-স্বাস্থ্য গঠনমূলক বিষয়।
(খাওয়া, পান করা, ব্যায়াম, চিকিৎসা, বিশ্রাম ইত্যাদি)

৪. পরিবেশ পরিস্থিতি গঠনমূলক বিষয়।
(সাধারণ শিক্ষা, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, প্রতিরক্ষা ইত্যাদি)

এ ৪ বিভাগের মধ্যে ন্যায়-অন্যায়/সাধারণ নৈতিকতা/মানবাধিকার/বান্দার হক ধরনের বিষয়ের সংখ্যা অন্য তিন বিভাগের বিষয়ের সংখ্যা হতে অনেক বেশি। আর কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense/আকল অনুযায়ী এ বিভাগের বিষয়গুলো বাস্তবায়ন করাই হলো মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য। পৃথিবীর সকল ধর্মে এ বিভাগের বিষয়গুলো অভিন্ন এবং সকল ধর্মের মানুষেরা তা বিশ্বাস করে। অন্য তিন বিভাগের কিছু কিছু বিষয়ে বিভিন্ন ধর্মে ভিন্নতা আছে।

তাই, ভাই-বোন হওয়ার দৃষ্টিকোণ হতে–

১. মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যকার সম্পর্ক যথেষ্ট গভীর।
২. মুসলিমদের নিজেদের মধ্যকার সম্পর্ক অপেক্ষাকৃত বেশি গভীর।

আর তাই, এ ভাষণাংশ অনুযায়ী–

১. মানুষের একের ওপর অপরের কোনো ধরনের জুলুম/অত্যাচার, ক্ষতিকর বা অবিবেচক কাজ গ্রহণযোগ্য নয়।
২. অমুসলিমরাও মুসলিমদের কাছ হতে সাহায্য-সহযোগিতা পাওয়ার অধিকার রাখে। তবে, মুসলিমদের কাছ হতে সাহায্য-সহযোগিতা পাওয়ায় দিক দিয়ে অমুসলিমদের তুলনায় মুসলিমরা অগ্রাধিকার পাবে।

ভাষণাংশটি কুরআনের যে সকল বক্তব্যের সম্পূরক/পরিপূরক তথা ব্যাখ্যা

তথ্য-১

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ .

নিশ্চয় মু'মিনরা (ঈমান আনা ব্যক্তিরা) পরস্পর ভাই। সুতরাং তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে সমঝোতা করে দাও। আর আল্লাহ-সচেতন হও যাতে তোমরা দয়াপ্রাপ্ত হতে পারো। (সুরা হুজুরাত/৪৯ : ১০)

ব্যাখ্যা : আয়াতাংশের প্রথমে মু'মিনদেরকে মু'মিনদের মধ্য থাকা বিবাদের সমঝোতা করে দিতে বলা হয়েছে। আর এর মূল কারণ বলা হয়েছে তারা পরস্পরের 'ভাই'।

মু'মিনগণ 'ভাই' তিন দৃষ্টিকোণ হতে–

ক. আপন পিতা ও মাতার দৃষ্টিকোণ।
খ. আদি আপন পিতা ও মাতার দৃষ্টিকোণ।
গ. ঈমানের দৃষ্টিকোণ। অর্থাৎ জীবন সম্পর্কিত জ্ঞান ও বিশ্বাসের দৃষ্টিকোণ। কারণ, ঈমান হলো– জ্ঞান+বিশ্বাস।

আয়াতাংশের শেষে এ বিষয়ে আল্লাহ-সচেতন হতে বলা হয়েছে। সর্বনিম্ন আল্লাহ-সচেতনতা হলো– জন্মগতভাবে পাওয়া তথা বুনিয়াদি জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলের জ্ঞান থাকা। আর উৎকর্ষিত আল্লাহ-সচেতনতা হলো– কুরআন, সুন্নাহ ও সাধারণ বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, প্রকৌশল বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান, অর্থবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, প্রতিরক্ষা বিজ্ঞান, পররাষ্ট্র বিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান,

ইতিহাস বিজ্ঞান ইত্যাদির মাধ্যমে উৎকর্ষিত হওয়া Common sense/আকলের জ্ঞান থাকা।

একজন মু'মিন ও একজন অমুসলিম আদি পিতা ও মাতার দৃষ্টিকোণ হতে ভাই। আবার জীবন সম্পর্কিত অধিকাংশ জ্ঞান ও বিশ্বাসে মু'মিন ও অমুসলিম অভিন্ন। অন্যদিকে কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী একজন মানুষকে প্রথমে ঈমান আনার ভিত্তিতে মু'মিন হতে হয়। তারপর মু'মিনকে কাজের (আমল) ভিত্তিতে মুসলিম হতে হয়।

তাই, আয়াতটির ভিত্তিতে বলা যায়, একজন মুসলিমকে–

ক. মুসলিদের মধ্যকার বিবাদের সমঝোতা করে দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

খ. মুসলিম ও অমুসলিদের মধ্যকার বিবাদের সমঝোতা করে দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

গ. অমুসলিদের মধ্যকার বিবাদেরও সমঝোতা করে দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। তবে, মুসলিদের মধ্যকার বিবাদের সমঝোতা করে দেওয়ার বিষয়টি অগ্রাধিকার ও বেশি গুরুত্ব পাবে।

তথ্য-২

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ۗ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ .

হে যারা ঈমান এনেছো! কোনো পুরুষ যেন অপর কোনো পুরুষকে উপহাস না করে, কেননা তারা তাদের (উপহাসকারীর) চেয়ে উত্তম হতে পারে এবং কোনো নারী অপর কোনো নারীকে যেন উপহাস না করে, কেননা তারা তাদের (উপহাসকারিণীর) চেয়ে উত্তম হতে পারে। আর তোমরা একে অপরের মানহানি করো না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ উপাধিতে ডেকো না। ঈমান আনার পর মন্দ নাম কতই না খারাপ। আর যারা তাওবা করে না তারাই জালিম।

(সুরা হুজুরাত/৪৯ : ১১)

ব্যাখ্যা : ১নং আয়াতের অনুরূপ ব্যাখ্যা করে এ আয়াতটির ভিত্তিতেও বলা যায়, আয়াতে উল্লিখিত বিষয়সমূহ–

ক. মুসলিদের নিজেদের মধ্যকার আচার-আচরণে প্রকাশ পেতে হবে।

খ. মুসলিম ও অমুসলিদের মধ্যকার আচার-আচরণেও প্রকাশ পেতে হবে।

গ. মুসলিদের নিজেদের মধ্যকার আচার-আচরণে প্রকাশ পাওয়া অগ্রাধিকার ও অপেক্ষাকৃত বেশি গুরুত্ব পাবে।

তথ্য-৩

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ۫ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ؕ اَ يُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ .

হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা বেশি অনুমান থেকে দূরে থাকো। নিশ্চয় কোনো কোনো অনুমান পাপ (ভুল)। আর তোমরা (একে অপরের) গোপন বিষয় অনুসন্ধান করো না এবং একে অপরের গীবত (পিছনে নিন্দা) করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করো? বস্তুত তোমরা একে অপছন্দই করো। আর তোমরা আল্লাহ-সচেতন হও। নিশ্চয় আল্লাহ তাওবা গ্রহণকারী ও পরম দয়ালু।

(সুরা হুজুরাত/৪৯ : ১১)

ব্যাখ্যা : ১নং আয়াতের অনুরূপ ব্যাখ্যা করে এ আয়াতটির ভিত্তিতেও বলা যায়, আয়াতে উল্লিখিত বিষয়সমূহ–

ক. মুসলিদের নিজেদের মধ্যকার আচার-আচরণে প্রকাশ পেতে হবে।

খ. মুসলিম ও অমুসলিদের মধ্যকার আচার-আচরণেও প্রকাশ পেতে হবে।

গ. মুসলিদের নিজেদের মধ্যকার আচার-আচরণে প্রকাশ পাওয়া অগ্রাধিকার ও অপেক্ষাকৃত বেশি গুরুত্ব পাবে।

তথ্য-৪

وَاِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلَامَ اللّٰهِ ثُمَّ اَبْلِغْهُ مَاْمَنَهٗ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُوْنَ .

আর মুশরিকদের মধ্যে কেউ তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলে তুমি তাকে আশ্রয় দেবে যাতে সে আল্লাহর বাণী শুনতে পায়। অতঃপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেবে। এটি এ জন্য যে– তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা (কুরআনের) জ্ঞান রাখে না (জন্মের স্থানের কারণে)। (সুরা তাওবা/৯ : ৬)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে অমুসলিমদের প্রতি মুসলিমদের কল্যাণকামী, সাহায্য-সহযোগিতা ও বিবেকবান আচরণ করতে বলা হয়েছে এবং তার মহাগুরুত্বপূর্ণ এক কারণ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেটি হলো কথা ও কাজের মাধ্যমে তাদের সামনে কুরআনের শিক্ষা তুলে ধরা।

তথ্য-৫.১

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا ضَرَبْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنُوْا وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰٓى اِلَيْكُمُ السَّلٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ۚ تَبْتَغُوْنَ عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۡ فَعِنْدَ اللّٰهِ مَغَانِمُ كَثِيْرَةٌ ۭ كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوْا ۭ ... ...

হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা যখন আল্লাহর পথে সফর করবে তখন (তোমাদের শত্রু-মিত্র) পরীক্ষা করে নেবে। আর কেউ তোমাদের সালাম দিলে দুনিয়ার সম্পদ (গনিমত হিসেবে) লাভ করার অভিপ্রায়ে তাকে বলো না, তুমি মু'মিন নও। কারণ আল্লাহর কাছে প্রচুর গনিমতের মাল রয়েছে। তাদের মতো তোমরাও ছিলে। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, সুতরাং তোমরা পরীক্ষা করে নেবে। (সুরা নিসা/৪ : ৯৪)

তথ্য-৫.২

وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَآ اَوْ رُدُّوْهَا ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ حَسِيْبًا.

আর যখন তোমাদেরকে অভিবাদন জানানো হয়, তখন (তার জবাবে) তোমরা তার চেয়ে উত্তমরূপে অভিবাদন জানাও অথবা অনুরূপ জবাব দাও। নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী। (সুরা নিসা/৪ : ৮৬)

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : আয়াত দুটিতে মুসলিম বা অমুসলিম সকলের সালামের তথা কল্যাণ কামনার উত্তর দিতে বলা হয়েছে।

অতএব, সহজে বলা যায়– ভাষণাংশটি কুরআনের সম্পূরক/পরিপূরক তথা ব্যাখ্যা।

ভাষণাংশ-৭

হে মানুষ!

দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা থেকে তোমরা সাবধান থাকো। কেননা, দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি তোমাদের পূর্বেকার লোকদেরকে ধ্বংস করেছে।

ব্যাখ্যা : ভাষণাংশটিতে পূর্বের মানুষের উদাহরণ দিয়ে দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করাকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ, ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে ধর্মে ধর্মে বিদ্বেষ বাড়ে। ফলে পৃথিবীতে মহা অশান্তি সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে কোনো মানুষ নিজ ইচ্ছায় মুসলিম, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ, হিন্দু, ইহুদী, শিখ ইত্যাদি পরিবারে জন্মগ্রহণ করে না। আল্লাহই তাদের সেখানে পাঠান।

তাই, ভাষণাংশটিতে–

১. ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করাকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে।
২. ধর্ম নিয়ে আলোচনা/বিতর্ক করতে হলে দরদি মন নিয়ে, সব ধর্মকে যথাযথ মর্যাদা দিয়ে, যৌক্তিকতার ভিত্তিতে তা করতে বলা হয়েছে।

ভাষণাংশটি কুরআনের যে সকল বক্তব্যের সম্পূরক/পরিপূরক তথা ব্যাখ্যা

তথ্য-১

لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ ۙ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ ... ...

দ্বীনের ব্যাপারে (জীবন-ব্যবস্থার ব্যাপারে) কোনো জোর-জবরদস্তি (বাড়াবাড়ি) নেই। অবশ্যই ভুল পথ থেকে সঠিক পথ সুস্পষ্ট হয়েছে।

(সুরা আল-বাকারা/২ : ২৫৬)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতে সরাসরি বলা হয়েছে ধর্মে কোনো বাড়াবাড়ি নেই। তথ্যের নির্ভুলতা, দৃঢ়তা ও যৌক্তিকতা দিয়ে অপর ধর্মের মানুষকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করতে হবে।

তথ্য-২

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًاۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ . ...

আর আল্লাহকে ছেড়ে যাদেরকে তারা ডাকে তাদের তোমরা গালি দিও না। তাহলে তারা অজ্ঞতাবশত শত্রুতা করে আল্লাহকে গালি দেবে।

(সুরা আন'আম/৬ : ১০৮)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির মাধ্যমে অন্য ধর্মের দেব-দেবী, ঈশ্বর, গড ইত্যাদিকে গালি দিতে সরাসরি নিষেধ করা হয়েছে এবং তার কারণও বলা হয়েছে।

তথ্য-৩

وَلَا تُجَادِلُوْٓا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ۖ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ وَقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِالَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَاُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَاِلٰهُنَا وَاِلٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ .

তোমরা উত্তম পন্থায় ছাড়া আহলি কিতাবের সাথে বিতর্ক করবে না। তবে তাদের মধ্যে যারা জুলুম করেছে তাদের কথা ভিন্ন। আর বলো– আমাদের প্রতি ও তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা আমরা বিশ্বাস করি এবং আমাদের ইলাহ ও তোমাদের ইলাহ অভিন্ন এবং আমরা তাঁরই প্রতি আত্মসমর্পণকারী।

(সুরা আনকাবুত/২৯ : ৪৬)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– আহলি কিতাবদের মধ্যে যারা সরাসরি অত্যাচার করছে তারা ভিন্ন অন্য সকলের সাথে বাড়াবাড়ি তো নয়ই বিতর্ক করলেও তা উত্তম পন্থায় করতে বলা হয়েছে। সে পন্থা হবে তথ্যের নির্ভুলতা, দৃঢ়তা ও যৌক্তিকতা। আয়াতটির শেষে, আহলি কিতাবদের সাথে সম্পর্ক উন্নত করার জন্য মুসলিমদেরকে কী বলতে হবে তা সরাসরি জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

তথ্য-৪

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍۢ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْـًٔا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۭ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ .

তুমি বলো– হে আহলে কিতাব! এসো এমন এক কথার দিকে যা আমাদের ও তোমাদের মাঝে অভিন্ন। (তা হলো) আমরা আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদাত করবো না, কোনো কিছুকেই তাঁর শরিক না করি এবং আল্লাহকে ছাড়া আমাদের একজন যেন অন্যজনকে রব হিসাবে গ্রহণ করবো না। অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে বলো– তোমরা সাক্ষী থাকো যে, নিশ্চয় আমরা মুসলিম।

(সুরা আলে-ইমরান/৩ : ৬৪)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির মাধ্যমে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আহলি কিতাবদের সাথে উভয় ধর্মের অভিন্ন বিষয় নিয়ে একসাথে কাজ করার জন্য বলা হয়েছে।

তথ্য-৫.১

وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ ۖ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ اِيْمَانَهٗٓ اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا اَنْ يَّقُوْلَ رَبِّيَ اللّٰهُ وَقَدْ جَآءَكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ مِنْ رَّبِّكُمْ ۭ ... ...

ফিরাউন বংশের এক ব্যক্তি যে মু'মিন ছিল এবং নিজ ঈমান গোপন রেখেছিল সে বললো– তোমরা কি এক ব্যক্তিকে এজন্য হত্যা করবে যে, সে বলে আমার রব আল্লাহ অথচ সে তোমাদের রবের কাছ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণসহ তোমাদের কাছে এসেছে?

(সুরা আল মু'মিন/৪০ : ২৮)

ব্যাখ্যা : ফিরাউন বংশ হলো কাফির বংশ। তাই, এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা সরাসরি জানিয়ে দিয়েছেন– কাফির তথা অমুসলিম পরিবারে গোপন (মানুষের অজানা) মু'মিন ব্যক্তি আছে।

তথ্য-৫.২

... ... وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۭ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ .

আর আহলে কিতাবগণ যদি ঈমান আনতো তবে তা তাদের জন্য কল্যাণকর হতো। তাদের মধ্যে কিছু আছে মু'মিন তবে তাদের অধিকাংশই ফাসিক।

(সুরা আলে ইমরান/৩ : ১১০)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি হতে জানা যায়– আহলি কিতাবদের (ইহুদী, খ্রিষ্টান ইত্যাদি) মধ্যে তথা অমুসলিম পরিবারে কিছু মু'মিন ব্যক্তি আছে।

তথ্য-৫.৩

لَيْسُوْا سَوَآءً ۭ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اُمَّةٌ قَاۗىِٕمَةٌ يَّتْلُوْنَ اٰيٰتِ اللّٰهِ اٰنَاۗءَ الَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ . يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُوْنَ فِي الْخَيْرٰتِ ۭ وَاُولٰۗىِٕكَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ . وَمَا يَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُّكْفَرُوْهُ ۭ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالْمُتَّقِيْنَ .

তারা সকলে সমান নয়। আহলে কিতাবদের (ইহুদী, খ্রিষ্টান ইত্যাদি) মধ্যে একটি দল (ঈমানের ওপর) প্রতিষ্ঠিত, তারা রাতের বেলায় আল্লাহর আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করে এবং সিজদা করে। তারা আল্লাহ ও আখিরাতে

ঈমান রাখে, আর জানা বিষয় বাস্তবায়ন ও অস্বীকার করা বিষয় হতে দূরে থাকে এবং কল্যাণকর কাজে প্রতিযোগিতা করে। তারা সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত। আর তারা কল্যাণকর যে কাজই করে তা কখনও অস্বীকার (প্রতিদান থেকে বঞ্চিত) করা হবে না। আর আল্লাহ তা'য়ালা আল্লাহ-সচেতন (মুত্তাকী) ব্যক্তিদের সব খবর রাখেন। (সুরা আলে-ইমরান/৩ : ১১৩-১১৫)

ব্যাখ্যা : রাতে আল্লাহর আয়াত তেলাওয়াত ও সেজদা করার অর্থ হলো- গোপনে কুরআন তেলাওয়াত ও সালাত আদায় করা। তাই এ আয়াত তিনটির মাধ্যমে মহান আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে, আহলি-কিতাব (ইহুদী, খ্রিষ্টান ইত্যাদি) পরিবারে বসবাসকারী কিছু ব্যক্তি আছে যারা আল্লাহ-সচেতন তথা কুরআন জানে ও মানে। ঐ ব্যক্তিদের গুণাগুণ সম্বন্ধে এ আয়াতগুলোতে যা বলা হয়েছে তা হলো–

১. আল্লাহ তথা কুরআনের প্রতি তাদের ঈমান আছে।
২. পরকালের প্রতি তাদের ঈমান আছে।
৩. গোপনে কুরআন তিলাওয়াত এবং সিজদা করে (সালাত আদায় করে)। অর্থাৎ ইসলামের যে সকল আমল প্রকাশ্যে করলে তারা ইসলাম গ্রহণ করেছে বলে ধরা পড়ে যাবে সে সকল আমল গোপনে বা এমনভাবে পালন করে যাতে মুসলিম হিসেবে ধরা না পড়ে।
৪. জানা বিষয় বাস্তবায়ন ও অস্বীকার করা বিষয় হতে দূরে থাকে। অর্থাৎ তাদের মনে থাকা আকল/Common sense/বিবেক যে বিষয়ে সায় দেয় সেগুলো পালন করে। আর মনে থাকা আকল/Common sense/বিবেক যে বিষয়গুলো সায় দেয় না সেগুলো হতে দূরে থাকে বা প্রতিরোধ করে।
৫. মানবকল্যাণকর কাজে ব্যস্ত থাকে।

শেষের আয়াতে (১১৫ নং আয়াত) মহান আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন তাদের সকল কাজের পুরস্কার দেওয়া হবে। অর্থাৎ তারা জান্নাত পাবে। তাই এ আয়াতসমূহ থেকে পরিষ্কারভাবে জানা যায় অমুসলিম পরিবারে মানুষের অজানা তথা গোপন মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি আছে।

তথ্য-৫.৪

وَهُوَ الَّذِىْ كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْۢ بَعْدِ اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا. هُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْىَ مَعْكُوْفًا اَنْ يَّبْلُغَ مَحِلَّهٗ ؕ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُوْنَ

وَنِسَآءٌ مُّؤْمِنٰتٌ لَّمْ تَعْلَمُوْهُمْ اَنْ تَطَئُوْهُمْ فَتُصِيْبَكُمْ مِّنْهُمْ مَّعَرَّةٌۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ لِيُدْخِلَ اللّٰهُ فِيْ رَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۚ لَوْ تَزَيَّلُوْا لَعَذَّبْنَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا .

তিনি মক্কার উপকণ্ঠে তাদের হাত তোমাদের থেকে এবং তোমাদের হাত তাদের থেকে নিবারিত করেছেন; পরবর্তীতে তাদের ওপর তোমাদেরকে বিজয়ী করার জন্য। আর তোমাদের কৃতকর্ম আল্লাহ পুরোপুরি দেখেন। তারাই কুফরী করেছে এবং নিবৃত্ত করেছিল তোমাদের মসজিদুল-হারাম হতে ও বাধা দিয়েছিল কুরবানীর জন্য আবদ্ধ পশুগুলোকে যথাস্থানে পৌঁছতে। আর (তোমাদেরকে যুদ্ধের আদেশ দেওয়া হতো) যদি না থাকতো এমন কতক মু'মিন নর ও নারী যাদের তোমরা জানতে না। তোমরা তাদেরকে পদদলিত করতে। ফলে তাদের কারণে তোমরা অজ্ঞাতসারে ক্ষতিগ্রস্ত (গুনাহগার) হতে। (যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়নি এজন্য) যেন আল্লাহ যাকে ইচ্ছা নিজ দয়ার মধ্যে প্রবেশ করাতে পারেন। যদি তারা পৃথক হতো তাহলে আমরা তাদের মধ্যকার কাফিরদের অবশ্যই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিতাম।

(সুরা আল-ফাতহ/৪৮: ২৪, ২৫)

ব্যাখ্যা : ষষ্ঠ হিজরীর জিলক্বদ মাসে রসুল (স.) মক্কায় কাফিরদের সাথে হুদায়বিয়ার সন্ধি সম্পাদন করে যখন মদীনার দিকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন তখন সুরা আল-ফাতহ নাযিল হয়। রসুল (স.) হাজ্জ করার উদ্দেশ্যে সাহাবায়ে কিরামদের নিয়ে কুরবানীর পশুসহ হুদায়বিয়া পর্যন্ত পৌঁছান। কিন্তু মক্কার কাফিররা মক্কায় ঢুকতে বাধার সৃষ্টি করে। এক পর্যায়ে উভয় পক্ষ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ না হয়ে সন্ধি হয়। এই সন্ধিই হুদায়বিয়ার সন্ধি নামে খ্যাত।

হুদায়বিয়ায় যুদ্ধ না হয়ে সন্ধি হওয়ার পেছনে থাকা কল্যাণকর কারণের মধ্যে একটি ছিল ইসলাম প্রচারের সুবিধা হওয়া। যার ফলে বেশি বেশি মানুষ ইসলামের ছায়াতলে এসে যায় এবং চূড়ান্ত ফলস্বরূপ মক্কা বিজয় সহজ হয়। হুদায়বিয়ায় সন্ধির এ দিকটি বহুল প্রচারিত। কিন্তু হুদায়বিয়ায় যুদ্ধ না হতে দেওয়ার পেছনে অন্য যে কারণটি ছিল এবং মহান আল্লাহ সেটি আয়াতের মাধ্যমে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, তা তেমন প্রচার পায়নি।

মহান আল্লাহ এখানে বলেছেন– তখন মক্কার কিছু মু'মিন পুরুষ ও নারী ছিল যাদের ব্যাপারে সাহাবাগণ জানতেন না। কারণ, তারা প্রকাশ্যে ঈমান আনার ঘোষণা দেয়নি ও প্রকাশ্যে এমন আমল করা থেকে বিরত থাকতো যা দেখে

মানুষ বুঝতে পারে যে তারা ঈমান এনেছে। যুদ্ধ হলে মুসলিমরা অজ্ঞতাবশত ঐ মু'মিনদের হত্যা বা আহত করে বসতো। ফলে তারা বড়ো গুনাহগার হতো। এই গুনাহ থেকে মুসলিমদের বাঁচানোর জন্যই হুদায়বিয়ায় যুদ্ধ হতে দেননি বলে আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন।

ঐ সময় মক্কায় প্রায় সব মানুষ ছিল মুশরিক। তাই এ আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে– মুশরিক তথা অমুসলিম পরিবারে গোপন তথা মানুষের অজানা মু'মিন নারী-পুরুষ আছে। বিষয়টি আরও বিস্তারিত জানার জন্য কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত **'অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি আছে কি না?'** (গবেষণা সিরিজ-২৩) বইটি পড়ুন।

তথ্য-৫.৫

وَاِنَّ مِنۡ اَهۡلِ الۡكِتٰبِ لَمَنۡ يُّؤۡمِنُ بِاللّٰهِ وَمَاۤ اُنۡزِلَ اِلَيۡكُمۡ وَمَاۤ اُنۡزِلَ اِلَيۡهِمۡ خٰشِعِيۡنَ لِلّٰهِ ۙ لَا يَشۡتَرُوۡنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيۡلًا ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمۡ اَجۡرُهُمۡ عِنۡدَ رَبِّهِمۡ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيۡعُ الۡحِسَابِ .

আর নিশ্চয় আহলে কিতাবদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা অবশ্যই ঈমান এনেছে আল্লাহ প্রতি, তোমাদের ওপর যা নাযিল হয়েছে (কুরআন) তার প্রতি, তাদের ওপর যা নাযিল হয়েছে তার প্রতি, আল্লাহর (আদেশ পালনের) প্রতি নিষ্ঠাবান (এবং) আল্লাহর আয়াতের বিনিময়ে সামান্য কিছু ক্রয় করে না (ছোটো ওজরে আল্লাহর আদেশ অমান্য করে না)। এসব লোকদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে পুরস্কার। নিশ্চয় আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

(সুরা আলে-ইমরান/৩ : ১৯৯)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির প্রথম দিকে আহলে কিতাব (ইহুদী, খ্রিষ্টান ইত্যাদি) সম্প্রদায়ের কিছু সদস্যের কয়েকটি গুণাগুণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর আয়াতের শেষে বলা হয়েছে যে– ঐ সব আহলে কিতাবদের জন্য তাদের রবের কাছে পুরস্কার রয়েছে। অর্থাৎ পরকালে তারা জান্নাত পাবে।

আয়াতটিতে যে সকল গুণাগুণ থাকলে আহলে কিতাব (ইহুদী, খ্রিষ্টান ইত্যাদি) অমুসলিম পরিবারে থাকা মানুষ জান্নাত পাবেন বলে স্পষ্টকরে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে তা হলো–

১. আল্লাহর প্রতি ঈমান থাকা।
২. কুরআনের প্রতি ঈমান থাকা।

৩. তাদের প্রতি নাযিল হওয়া কিতাবের প্রতি ঈমান থাকা।
৪. আল্লাহর আদেশ পালনের প্রতি নিষ্ঠাবান হওয়া। অর্থাৎ আল্লাহর কিতাবের শেষ সংস্করণ আল কুরআন (যার সত্যতার কথা তাদের কিতাবেও উল্লেখ আছে) নিষ্ঠার সাথে মেনে চলা।
৫. সামান্য (ছোটোখাটো) ওজরে আল্লাহর আদেশ অমান্য না করা। অর্থাৎ বড়ো ওজর (বাধ্য-বাধকতা) ছাড়া কুরআনে উল্লিখিত আদেশ-নিষেধ অমান্য না করা। বড়ো ওজরের কারণে কুরআনের আদেশ-নিষেধ অমান্য করলে গুনাহ হবে না বলে কুরআন পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছে।

সম্মিলিত শিক্ষা : এ ৭টি তথ্য থেকে নিশ্চিতভাবে জানা যায়– অমুসলিম পরিবারে গোপন মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি আছে। ইতোমধ্যে আমরা জেনেছি পৃথিবীর সকল মানুষ আদি জন্মসূত্রে ভাই বোন। তাই, সকল অমুসলিমকে আদি জন্মসূত্র ও ঈমানীসূত্রে ভাই বোন ধরে আচার আচরণ করাটাই নিরাপদ। কারণ, অমুসলিম যেকোনো ব্যক্তির গোপন মু'মিন হওয়ার সম্ভাবনা সবসময় থাকবে।

তথ্য-৬

وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ الْاَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِىْ مَآ اٰتٰكُمْ ... ...

আর তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি বানিয়েছেন এবং তিনি (জন্মগতভাবে) তোমাদের একজনকে অন্যজন থেকে (বিভিন্ন দিক দিয়ে) অধিক মর্যাদা (সুযোগ-সুবিধা) দিয়েছেন, যেন যাকে যা দেওয়া হয়েছে তার ভিত্তিতে তোমাদের পরীক্ষা করতে পারেন। (সূরা আন'আম/৬ : ১৬৫)

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'য়ালা আয়াতটির মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন– তিনি মানুষের কাউকে কাউকে অন্যদের তুলনায় জন্মগতভাবে কিছু দিক দিয়ে বেশি সুযোগ-সুবিধা দিয়েছেন। তারপর আল্লাহ বলেছেন ঐ সুযোগ-সুবিধার কথা বিবেচনায় রেখেই তিনি পরকালে বিচার করবেন। অর্থাৎ পুরস্কার বা শাস্তি নির্ধারণ করবেন।

ইসলাম জানা ও মানার দিক থেকে অমুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করা মানুষেরা মুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করা মানুষদের তুলনায় সুযোগ সুবিধা অনেক কম পায়। তাই, সহজে ও নিশ্চিতভাবে বলা যায়– অমুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করা

মানুষদের মুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করা মানুষদের তুলনায় পরকালে হিসাব অনেক সহজ হবে। তাই, মুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করা মুসলিমদের অমুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করা মানুষদের সাথে আচার-আচরণ নির্ধারণ করার সময় এ বিষয়টিও মনে রাখতে হবে।

অতএব, সহজে বলা যায়– ভাষণাংশটি কুরআনের সম্পূরক/পরিপূরক তথা ব্যাখ্যা।

ভাষণাংশ-৮

হে মানুষ!

অনারবদের ওপর আরবদের, আরবদের ওপর অনারবদের, কালোদের ওপর লালদের (সাদা), লালদের ওপর কালোদের প্রাধান্য নেই, আল্লাহ-সচেতনতা ছাড়া।

ব্যাখ্যা : ভাষণাংশটি অনুযায়ী– বংশ, গায়ের রং, ভাষা, দেশ ইত্যাদি মানুষের অধিক মর্যাদাশীল হওয়ার কারণ নয়। মানুষের অধিক মর্যাদাশীল হওয়ার কারণ হলো আল্লাহ-সচেতনতা (তাকওয়া)। অর্থাৎ আল্লাহর জানানো জ্ঞান ও সে অনুযায়ী আমল যার বেশি আছে সে মানুষের মধ্যে অধিক মর্যাদাশীল হবে। তার বংশ, গায়ের রং, ভাষা, দেশ যাই হোক না কেন।

ভাষণাংশটি কুরআনের যে সকল বক্তব্যের সম্পূরক/পরিপূরক তথা ব্যাখ্যা

তথ্য-১

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ. فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ. فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ. اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ اَبٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ مَعَ السّٰجِدِيْنَ. قَالَ يٰٓاِبْلِيْسُ مَا لَكَ اَلَّا تَكُوْنَ مَعَ السّٰجِدِيْنَ. قَالَ لَمْ اَكُنْ لِّاَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهٗ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ. قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِيْمٌ.

আর যখন তোমার রব ফেরেশতাদের বললেন– নিশ্চয় আমি গলিত কাদামাটির শুকনো খণ্ড হতে মানুষ সৃষ্টি করেছি। যখন আমি তাকে বিন্যস্ত করবো এবং আমার রূহ থেকে কিছু তাকে ফুঁকে দেবো তখন তোমরা তার প্রতি সিজদাবনত হবে। অতঃপর ফেরেশতারা সকলেই একত্রে সিজদা করলো। ব্যতিক্রম ছিল ইবলিস! সে সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে অস্বীকার

করলো। আল্লাহ বললেন– হে ইবলিস! তোমার কী হলো যে তুমি সিজদাকারীদের সঙ্গী হলে না? সে বললো– আপনি গলিত কাদামাটির শুকনো খণ্ড (খণ্ডের মূল উপাদান) হতে যে মানুষ সৃষ্টি করেছেন আমি তাকে সিজদা করতে পারি না। তিনি বললেন– তবে তুমি এখান থেকে বের হয়ে যাও কারণ তুমি অভিশপ্ত।

(সুরা হিজর/১৫ : ২৮-৩৪)

ব্যাখ্যা : আয়াতগুলো হতে জানা যায়– ইবলিস তার শারীরিক গঠনের অহংকার করে মাটির তৈরি আদমকে সিজদা (সম্মান) করলো না। আর এ কারণে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে অভিশপ্ত বলে ঘোষণা দিলেন। তাই, এ আয়াতের শিক্ষা হলো– শারীরিক গঠন, বংশ, রং, দেশ, ভাষা ইত্যাদির কারণে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ করা ইসলামে নিষিদ্ধ।

তথ্য-২

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ؕ
اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ .

হে মানুষ! নিশ্চয় আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে। অতঃপর তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে যাতে তোমরা (শারীরিক গঠন, গায়ের রং, ভাষা, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য তালিকা ইত্যাদির মাধ্যমে) একে অপরকে চিনতে পারো। নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সে ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক আল্লাহ-সচেতন। নিশ্চয় আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও সকল বিষয়ে অবহিত।

(সুরা হুজুরাত/৪৯ : ১৩)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতে বলা হয়েছে– পৃথিবীর সকল মানুষকে একজন পুরুষ (আদম আ.) ও একজন নারী (হাওয়া আ.) থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তারপর তাদেরকে বিভিন্ন বংশ, গোত্র, দেশ, ভাষা, শারীরিক গঠন, রং ইত্যাদি দৃষ্টিকোণ থেকে বিভক্ত করা হয়েছে। তবে ঐগুলোর কোনোটাই মানুষের সম্মান-মর্যাদাশীল হওয়ার মাপকাঠি নয়। সম্মান-মর্যাদাশীল হওয়ার মাপকাঠি হলো তাকওয়া তথা আল্লাহ-সচেতনতা। অর্থাৎ ইসলামের সঠিক জ্ঞান (ও অনুসরণ)।

অতএব, সহজে বলা যায়– ভাষণাংশটি কুরআনের সম্পূরক/পরিপূরক তথা ব্যাখ্যা।

ভাষণাংশ-৯

হে মানুষ!

নিশ্চয় তোমাদের রক্ত (জীবন) ও তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের মর্যাদা, সম্ভ্রম তোমাদের পরস্পরের জন্য সম্মানিত/নিরাপদ, যেমন ঐগুলো সম্মানিত/নিরাপদ তোমাদের কাছে এ শহরে, এ মাসে, এ দিনে।

ব্যাখ্যা : মানুষের জীবন, সম্পদ ও মর্যাদা/সম্মান হলো মানবাধিকার বা বান্দার হক সম্পর্কিত মূল বিষয়। তাই, প্রকৃতভাবে এ ভাষণাংশের মাধ্যমে সকল সময় ও সারা পৃথিবীতে মানবাধিকার বা বান্দার হককে দৃঢ়ভাবে সমুন্নত রাখতে বলা হয়েছে।

ভাষণাংশটি কুরআনের যে সকল বক্তব্যের সম্পূরক/পরিপূরক তথা ব্যাখ্যা

আল কুরআরে মানবাধিকার বা বান্দার হকের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অনেক তথ্য আছে। ঐ তথ্যের কয়েকটি।

মানবাধিকার-১

❑ **মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার**

তথ্য-১

مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ ۚۛ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ؕ وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَآ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ... ...

এ কারণেই আমরা বানী ইসরাঈলের প্রতি বিধান দিয়েছিলাম– যে ব্যক্তি মানুষ হত্যা ও পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজ করার কারণ ছাড়া কাউকে হত্যা করলো সে যেন দুনিয়ার সব মানুষকেই হত্যা করলো। আর যে কারো প্রাণ রক্ষা করলো সে যেন সব মানুষের প্রাণ রক্ষা করলো। (সুরা মায়িদা/৫ : ৩২)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে ধর্ম, বর্ণ, বংশ, দেশ, আত্মীয়তা, রাজনৈতিক পরিচয়, দিন, মাস ইত্যাদি কোনো কিছু উল্লেখ না করে বলা হয়েছে– যে ব্যক্তি কোনো গুরুতর কারণ ছাড়া কাউকে হত্যা করলো (অন্যায় হত্যা) সে যেন দুনিয়ার সব মানুষকেই হত্যা করলো। আর যে কারো প্রাণ রক্ষা করলো সে যেন সব মানুষের প্রাণ রক্ষা করলো।

তাই, এ আয়াতের ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার সবচেয়ে বড়ো মানবাধিকার। আর অন্যায় হত্যা সবচেয়ে বড়ো মানবাধিকার

লঙ্ঘন। কুরআন ঘোষিত সবচেয়ে বড়ো মানবাধিকারটি সকল মানুষ মানলে পৃথিবী শান্তিময় হতে বাধ্য।

তথ্য-২

وَ لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰۤاُولِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ .

হে বুদ্ধিমান লোকেরা হত্যার বদলে হত্যার বিধানের মধ্যে তোমাদের আয়ু নিহিত রয়েছে। আশা করা যায় তোমরা আল্লাহ-সচেতন হবে।

(সুরা বাকারা/২ : ১৭৯)

ব্যাখ্যা : এখানে আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন, অন্যায় হত্যাকারীকে (রাষ্ট্রীয়ভাবে জনসমক্ষে) হত্যা করার বিধান (কিসাস) চালু করতে পারলে মানুষের গড় আয়ু বেড়ে যাবে। এর কারণ হলো– এ বিধান চালু হলে অন্যায় হত্যা অনেক কমে যাবে। তাই, কিসাসের বিধান রাষ্ট্রীয়ভাবে চালু করা সবচেয়ে বড়ো মানবাধিকারকে সম্মান দেখানোর একটি বড়ো উপায়।

মানবাধিকার-২

❑ মানব ভ্রূণের বেঁচে থাকার অধিকার

وَلَا تَقْتُلُوْۤا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ ؕ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ ؕ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا .

আর তোমাদের সন্তানদের (ভ্রূণ) দারিদ্র্যের ভয়ে হত্যা করো না। আমরা তাদেরকে রিযিক দেই এবং তোমাদেরকেও। নিশ্চয় তাদেরকে হত্যা করা মহাপাপ। (সুরা বনী ইসরাঈল/১৭ : ৩১)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে মানব ভ্রূণকে দারিদ্র্যের ভয়ে হত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে। অর্থাৎ এখানে মানব ভ্রূণের বেঁচে থাকার অধিকারকে ব্যাপক গুরুত্ব দিতে বলা হয়েছে।

মানবাধিকার-৩

❑ দরিদ্রতার অভিশাপ থেকে মুক্ত থাকার অধিকার

তথ্য-১

وَفِيْۤ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ .

আর তাদের (ধনীদের) ধন-সম্পদে রয়েছে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতদের অধিকার।

(সুরা যারিয়াত/৫১ : ১৯)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির মাধ্যমে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, ধনীদের ধন-সম্পদে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে। আর সে অধিকারের অংশের পরিমাণ হলো– অর্থ ও সোনা-রুপার ২.৫% এবং ফসলের ১/১০ বা ১/২০ অংশ। এ অধিকার যথাযথভাবে আদায় ও বণ্টন হলে পৃথিবী দরিদ্রতার অভিশাপ থেকে অবশ্যই মুক্ত হবে।

তথ্য-২

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ؕ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ .

নিশ্চয় সাদাকাহ (যাকাত) কেবল নিঃস্ব (ফকীর), অভাবগ্রস্ত (মিসকিন) ও তৎসংশ্লিষ্ট (যাকাত বিভাগ সংশ্লিষ্ট) কর্মচারীগণ, মন জয় করা প্রয়োজন এমন ব্যক্তিগণ, ঘাড় আটকানো (যেকোনো ধরনের দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ) ব্যক্তিগণ, ঋণগ্রস্তগণ, আল্লাহর (দ্বীন প্রতিষ্ঠার) পথ ও মুসাফিরগণের জন্য। এটা (এই বণ্টন নীতিমালা) আল্লাহর পক্ষ থেকে এক ফরজ বিধান। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাময়।

(সুরা তাওবা/৯ : ৬০)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে ধনীদের ধন-সম্পদে কোন কোন ধরনের অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে তা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

তথ্য-৩

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا. اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ؕ ... ...

আর আত্মীয়-স্বজনকে তার অধিকার (হক) দিয়ে দাও এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও এবং অপব্যয় করবে না। নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই।

(সুরা বনী ইসরাঈল/১৭ : ২৬, ২৭)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতেও বলা হয়েছে– অভাবগ্রস্ত আত্মীয়, মিসকিন ও মুসাফিরদের জন্য ধনীদের সম্পদে অধিকার আছে। আর সে অধিকার আদায় করতে বলা হয়েছে।

মানবাধিকার-৪

❑ সম্মান, মর্যাদা ইত্যাদি পাওয়ার অধিকার

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ۗ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ .

হে যারা ঈমান এনেছো! কোনো পুরুষ যেন অপর কোনো পুরুষকে উপহাস না করে, কেননা তারা তাদের (উপহাসকারীর) চেয়ে উত্তম হতে পারে। আর কোনো নারী অপর কোনো নারীকে যেন উপহাস না করে, কেননা তারা তাদের (উপহাসকারিণীর) চেয়ে উত্তম হতে পারে। আর তোমরা একে অপরের মানহানি করো না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ উপাধিতে ডেকো না। ঈমান আনার পর মন্দ নাম কতই না খারাপ। আর যারা তাওবা করে না তারাই অত্যাচারী মানুষ (জালিম)। (সুরা হুজুরাত/৪৯ : ১১)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে মানুষকে উপহাস করা, মানহানি করা, এমনকি মন্দ নামে ডাকা নিষেধ করা হয়েছে। আর যারা এগুলো করবে তাদেরকে অত্যাচারী মানুষ বলা হয়েছে। তাই, আয়াতটির আলোকে সহজে বলা যায়– যথাযথ মান, মর্যাদা, সম্মান ইত্যাদি পাওয়া এক গুরুত্বপূর্ণ মানবাধিকার।

মানবাধিকার-৫

❑ মত প্রকাশের (বাকস্বাধীনতা) অধিকার

তথ্য-১

لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ ۙ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ... ...

দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জোর-জবরদস্তি নেই। অবশ্যই সত্যকে মিথ্যা থেকে স্পষ্ট করা হয়েছে।

(সুরা বাকারা/২ : ২৫৬)

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জোর-জবরদস্তি নেই' অংশের ব্যাখ্যা : এ অংশের অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি শিক্ষা হলো– ইসলামে জোর-জবরদস্তি করে মতপার্থক্য/মতপ্রকাশ বন্ধ করার কোনো সুযোগই নেই। কারণ, বাহুবল ইসলামের মূল শক্তি নয়।

'অবশ্যই সত্যকে মিথ্যা থেকে স্পষ্ট করা হয়েছে' অংশের ব্যাখ্যা : এ অংশের বক্তব্য হলো– কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense/আকলের মাধ্যমে সত্য ও মিথ্যাকে আলাদা করে দেওয়া হয়েছে। তাই, ইসলামের শক্তি হলো তথ্যের নির্ভুলতা, দৃঢ়তা, যৌক্তিকতা ও কল্যাণময়িতা। আর যে ইসলামের তথ্যের নির্ভুলতা, দৃঢ়তা, যৌক্তিকতা ও কল্যাণময়িতা বুঝে ইসলাম গ্রহণ করবে সে কখনও ঝরবে না।

তথ্য-২

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ

হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহর, আনুগত্য করো রসুলের এবং যারা তোমাদের মধ্যে দায়িত্বশীল তাদের। অতঃপর কোনো বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতপার্থক্য ঘটলে তা ফিরিয়ে দাও আল্লাহ (কুরআন) ও রসুলের (সুন্নাহর) দিকে। যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে থাকো। (সুরা নিসা/৪ : ৫৯)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি হতে জানা যায়– ইসলামে মতপার্থক্য করা তথা মতপ্রকাশের স্বাধীনতা আছে। তবে মতপার্থক্য করে গালা-গালি, মারা-মারি করা বা বিভিন্ন দল উপদলে বিভক্ত হয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই।

মতপার্থক্য করার ইসলামী নীতি হলো–

১. প্রাথমিকভাবে মত প্রকাশের বা মতপার্থক্য করার স্বাধীনতা সকলকে দিতে হবে। কারণ– এ সুযোগ না থাকলে কোনো ব্যক্তির করা ভুল কথা সমাজে চালু হয়ে যাবে এবং মানুষের মহাক্ষতি হবে।
২. যে বা যারা মতপার্থক্য করেছে তাকে বা তাদেরকে শত্রু নয় বন্ধু মনে করতে হবে। কারণ, ভুল ধরিয়ে দিয়ে সে আপনাকে সংশোধন করে দিতে চায়।
৩. অতঃপর বন্ধুসুলভ মন নিয়ে একত্রে বসে প্রমাণিত তথ্য তথা কুরআন, সুন্নাহ বা অন্য প্রমাণিত জ্ঞানের ভিত্তিতে যাচাই করে চূড়ান্তভাবে সকলকে একমত হয়ে যেতে হবে এবং সে মতের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে।

তথ্য-৩

وَلَا تُجَادِلُوْٓا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ۖ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ ... ...

তোমরা উত্তম পন্থা ছাড়া আহলি কিতাবের সাথে বিতর্ক করবে না। তবে তাদের মধ্যে যারা জুলুম করেছে তাদের কথা ভিন্ন।

(সুরা আনকাবুত/২৯ : ৪৬)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে জালিম ভিন্ন অন্য আহলি কিতাবের সাথে উত্তম পন্থায় বিতর্ক তথা মতপার্থক্য করতে বলা হয়েছে। বিতর্ক তথা মতপার্থক্য করার উত্তম পন্থা হলো–

১. মানুষের কথা তথা মত ধৈর্য ও মনোযোগ সহকারে শোনা।
২. দরদি মন নিয়ে– সঠিক, দৃঢ়, যৌক্তিক ও কল্যাণময় তথ্যের ভিত্তিতে উত্তর দেওয়া।

মানবাধিকার-৬

❑ নম্র, ক্ষমাসুলভ ও ন্যায়ভিত্তিক আচার-আচরণ পাওয়ার অধিকার

তথ্য-১

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا ؕ وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ؕ ....

আর তোমরা (মু'মিনরা) আল্লাহর ইবাদাত করো এবং কোনো কিছুকে তাঁর সাথে শরিক করো না। আর পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, নিকট-প্রতিবেশী, দূর-প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, মুসাফির ও তোমাদের ডান হাতের মাধ্যমে অধিকারভুক্ত হওয়াদের (যুদ্ধবন্দী) প্রতি সদাচরণ করো। (সুরা নিসা/৪ : ৩৬)

ব্যাখ্যা : এখানে পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, নিকট-প্রতিবেশী, দূর-প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, মুসাফির ও যুদ্ধবন্দীদের প্রতি সদাচরণ করতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ সদাচরণ পাওয়া এ ধরনের সকল মানুষের হক (বান্দার হক) বা অধিকার।

তথ্য-২

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا .

হে যারা ঈমান এনেছো! আল্লাহ-সচেতন হও এবং সঠিক কথা বলো।

(সুরা আহযাব/৩৩ : ৭০)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির ভিত্তিতে বলা যায়– সঠিক তথ্য, খবর, জ্ঞান পাওয়া সকল মানুষের অধিকার (বান্দার হক)।

তথ্য-৩

قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَآ اَذًى ... ...

একটি ভদ্র কথা ও ক্ষমাসুন্দর আচরণ, তেমন (বিপুল) দানের চেয়েও ভালো যার পরে কষ্ট দেওয়া হয়। (সুরা বাকারা/২ : ২৬৩)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির ভিত্তিতে বলা যায়– ভদ্র ও ক্ষমাসুন্দর আচরণ পাওয়া সকল মানুষের অধিকার (বান্দার হক)।

তথ্য-৪

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ لَا تَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ ۫ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ۭ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْكُمْ وَاَنْتُمْ مُّعْرِضُوْنَ .

আর যখন আমরা বানী ইসরঈলদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে– তারা আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদাত করবে না, পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতিম ও মিসকিনদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে এবং মানুষের সাথে সুন্দরভাবে কথা বলবে, সালাত প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত প্রদান করবে। কিন্তু সামান্য কয়েকজন ছাড়া তোমরা সবাই সে অঙ্গীকার ভঙ্গ করলে এবং এখনো ভেঙ্গে চলেছো। (সুরা বাকারা/২ : ৮৩)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির ভিত্তিতে বলা যায়–

১. ভালো ব্যবহার পাওয়া পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতিম ও মিসকিনদের হক/অধিকার।
২. সদালাপ পাওয়া সকল মানুষের হক/অধিকার।

মানবাধিকার-৭

❑ ধনীদের সম্পদে বঞ্চিতদের অধিকার (হক)

তথ্য-১

وَفِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ.

আর তাদের ধন-সম্পদে রয়েছে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতদের অধিকার (হক)।
(সুরা যারিয়াত/৫১ : ১৯)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি হতে জানা যায়– ধনীদের সম্পদে বঞ্চিতদের হক (অধিকার) আছে।

তথ্য-২

فَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَ الْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ ۫ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ .

অতএব আত্মীয়কে তার হক (অধিকার) প্রদান করো এবং মিসকিন (অভাবগ্রস্ত) ও সম্বলহীন মুসাফিরকেও। এটা উত্তম তাদের জন্য যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে; আর তারাই সফল।

(সুরা রুম/৩০ : ৩৮)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি হতে জানা যায়– ধনীদের সম্পদে বঞ্চিত, আত্মীয়, মিসকিন ও সম্বলহীন মুসাফিরদের হক (অধিকার) আছে।

মানবাধিকার-৮

❑ **সম্পদ অর্জন, রক্ষা ও ভোগ করার অধিকার**

তথ্য-১

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ .

আবার তাদের কেউ বলে– হে আমাদের রব! আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দান করুন ও আখিরাতেও কল্যাণ দান করুন। আর আগুনের (জাহান্নাম) শাস্তি হতে আমাদের রক্ষা করুন।

(সুরা বাকারা/২ : ২০১)

ব্যাখ্যা : এখানে আল্লাহ তা'য়ালার কাছে দুনিয়াতে ও আখিরাতে কল্যাণ লাভ করার জন্য দোয়া করতে বলা হয়েছে। দুনিয়ার কল্যাণের একটি বড়ো দিক হলো অর্থ-সম্পদ। তাই, আয়াতটি থেকে জানা যায়– বৈধভাবে অর্থ-সম্পদ অর্জন করা মানুষের অধিকার। আয়াতটিতে অর্থ-সম্পদের মাত্রা অনির্দিষ্ট রাখা হয়েছে। অর্থাৎ বৈধভাবে অঢেল সম্পদ অর্জনের অধিকারও মানুষের আছে।

তথ্য-২

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۟ قف ... ...

হে যারা ঈমান এনেছো! পরস্পরের সন্তুষ্টির ভিত্তিতে ব্যাবসা করা ছাড়া তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না।

(সুরা নিসা/৪ : ২৯)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ, বৈধভাবে সম্পদ অর্জন, রক্ষা ও ভোগ করার অধিকার সকলের আছে।

তথ্য-৩

وَاٰتُوا الْيَتٰمٰٓى اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ ۪ وَلَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَهُمْ اِلٰٓى اَمْوَالِكُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا .

আর ইয়াতীমদেরকে তাদের ধন-সম্পদ প্রদান করো এবং ভালো জিনিসকে মন্দ জিনিস দিয়ে বদল করো না। আর তোমাদের সম্পদের সাথে তাদের সম্পদ খেয়ে ফেলো না। নিশ্চয় তা মহাপাপ।

(সুরা নিসা/৪ : ২)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতটি হতেও জানা যায়– বৈধভাবে লাভ করা সম্পদ রক্ষা ও ভোগ করার অধিকার সকলের আছে।

অতএব, সহজে বলা যায়– ভাষণাংশটি কুরআনের সম্পূরক/পরিপূরক তথা ব্যাখ্যা।

ভাষণাংশ-১০

হে মানুষ!

জাহিলী যুগের সকল বিষয় আমার পায়ের নিচে পিষ্ট হয়ে বাতিল হলো।

ব্যাখ্যা : জাহিলিয়াত হলো– জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস আকল, বিবেক, বোধশক্তি বা Common sense-কে কাজে না লাগানো। আর জাহিলী যুগ হলো– আকল, বিবেক, বোধশক্তি বা Common sense-কে কাজে না লাগানোর যুগ। ইসলাম পূর্ববর্তী যুগে আরব ও অন্যান্য দেশে সঠিক (সালিম) Common sense/আকল বিরোধী অনেক বিষয় চালু ছিল। যেমন– বংশ, গায়ের রং, ভাষা, দেশ, শারীরিক গঠনভিত্তিক অহংকার, মানুষকে দাস হিসেবে ক্রয় করা, কন্যা সন্তান জীবন্ত কবর দেওয়া, মানবাধিকারকে অবজ্ঞা করা, জন্মসূত্রে রাজা/ক্ষমতার মালিক হওয়া, বাক-স্বাধীনতা হরণ করা, উলঙ্গভাবে কাবা তাওয়াফ করা ইত্যাদি।

তাই, এ ভাষণাংশের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– তৎকালীন আরব ও অন্যান্য দেশে চালু থাকা অপরিবর্তিত (সালিম) Common sense/ আকল/বিবেকের বিরোধী সকল বিষয় কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

ভাষণাংশটি কুরআনের যে সকল বক্তব্যের সম্পূরক/পরিপূরক তথা ব্যাখ্যা

তথ্য-১

... ... وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ .

যারা Common sense/বিবেককে ব্যবহার করে না তাদের ওপর অকল্যাণ (ভুল) চাপিয়ে দেন (চেপে বসে)। (সুরা ইউনুস/১০ : ১০০)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– যারা Common sense/বিবেক ব্যবহার করবে না তাদের ওপর ভুল চেপে বসবে। অর্থাৎ Common sense/বিবেক বিরোধী কাজ করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

তথ্য-২

اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ .

নিশ্চয় আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম জন্তু হলো সেই সব বধির, বোবা লোক যারা Common sense/বিবেককে কাজে লাগায় না। (সুরা আনফাল/৮ : ২২)

ব্যাখ্যা : মহান আল্লাহ এখানে যারা বিভিন্ন কাজ বিশেষ করে ইসলামকে জানা বা বোঝার জন্য Common sense/বিবেককে কাজে লাগায় না তাদেরকে নিশ্চয়তাসহ নিকৃষ্টতম জীব বলেছেন। আল্লাহ যাকে নিকৃষ্টতম পশু বলেছেন তার জীবন শতভাগ ব্যর্থ এটি বোঝা সহজ। আল্লাহ তা'য়ালা ঐ ধরনের ব্যক্তিকে নিকৃষ্টতম জন্তু বলেছেন কেন তা আমাদের বোঝা খুবই দরকার।

গোখরা সাপ একটি হিংস্র প্রাণী। তবে একটি গোখরা সাপ বেশি মানুষকে হত্যা করতে পারে না। একজন, দুইজন বা তিনজন মানুষকে কামড়ালেই সাপটি ধরা পড়ে যাবে এবং মানুষ তাকে মেরে ফেলবে। কিন্তু একজন মানুষ যে Common sense/বিবেক/আকলকে যথাযথভাবে ব্যবহার করে না সে অসংখ্য মানুষের ব্যাপক ক্ষতি করবে। এ কারণেই যে Common sense/বিবেককে যথাযথভাবে ব্যবহার করে না তাকে আল্লাহ নিকৃষ্টতম জীব বলেছেন। অর্থাৎ Common sense/বিবেক/আকল বিরোধী কাজ করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

তথ্য-৩

... ...كُلَّمَآ اُلْقِيَ فِيْهَا فَوْجٌ سَاَلَهُمْ خَزَنَتُهَآ اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَذِيْرٌ . قَالُوْا بَلٰى قَدْ جَآءَنَا نَذِيْرٌ ۙ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ ۖ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ كَبِيْرٍ . وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْٓ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ .

... ... যখনই তাতে (জাহান্নামে) কোনো কাফির দল উপস্থিত হবে, রক্ষীগণ জিজ্ঞাসা করবে– কোনো সতর্ককারী কি তোমাদের কাছে পৌঁছায়নি? উত্তরে তারা বলবে– সতর্ককারী আমাদের কাছে পৌঁছেছিল কিন্তু আমরা তাদের অস্বীকার করেছিলাম এবং বলেছিলাম আল্লাহ কিছুই নাযিল করেননি, আসলে তোমরা বিরাট ভুলের মধ্যে আছো। অতঃপর তারা বলবে– হায়! আমরা যদি (কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য) শুনতাম অথবা Common sense/বিবেককে ব্যবহার করতাম তবে আজ আমাদের জাহান্নামে আসতে হতো না।

(সুরা মুলক/৬৭ : ৮-১০)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে যাদের কথা বলা হয়েছে তারা কুরআন ও সুন্নাহ অস্বীকার করা ব্যক্তি। অর্থাৎ তারা কাফির। তাই, আয়াতটিতে পরকালে কাফির ব্যক্তিরা অনুশোচনা করে যা বলবে সেটি উল্লেখ করা হয়েছে। তারা বলবে– পৃথিবীতে নবী-রসূলগণ তাদেরকে যা বলেছিল অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহর যে দাওয়াত দিয়েছিল সেটি যদি তারা মনোযোগ সহকারে শুনতো **অথবা** Common sense/বিবেককে ব্যবহার করতো তাহলে তাদের জাহান্নামে যেতে হতো না।

তাই আয়াতটির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– Common sense/বিবেক/আকল ব্যবহার না করা পরকালে জাহান্নামে যাওয়ার একটি কারণ হবে। অর্থাৎ Common sense/বিবেক/আকল বিরোধী কাজ করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

অতএব, সহজে বলা যায়– ভাষণাংশটি কুরআনের সম্পূরক/পরিপূরক তথা ব্যাখ্যা।

ভাষণাংশ-১১

হে মানুষ!

জাহিলী যুগের রক্তের সকল দাবি বাতিল। আমি সর্বপ্রথম আমার বংশের (বনী হাশিমের) রক্তের দাবি পরিত্যাগ করলাম।

ব্যাখ্যা : জাহিলী যুগের রক্তের সকল দাবি বাতিল কথাটির ব্যাখ্যা হলো– পরিবর্তিত Common sense/আকল/বিবেকের মাধ্যমে নেওয়া রক্তের দাবি বাতিল।

তাই,ভাষণাংশটির দুটি শিক্ষা হলো–

১. অপরিবর্তিত Common sense/আকল/বিবেকের মাধ্যমে নেওয়া রক্তের দাবি ছাড়া অন্য সকল রক্তের দাবি বাতিল।
২. তৈরি হওয়া বা করা আইন/বিধান নেতাকে প্রথম মানতে হবে।

ভাষণাংশটি কুরআনের যে সকল বক্তব্যের সম্পূরক/পরিপূরক তথা ব্যাখ্যা

তথ্য-১

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ؕ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهٖ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفْ فِّي الْقَتْلِ ؕ اِنَّهٗ كَانَ مَنْصُوْرًا .

আর আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করো না। কেউ অন্যায়ভাবে নিহত হলে তার অভিভাবককে (কেসাস/রক্তের ক্ষতি দাবি করার) কর্তৃত্ব দিয়েছি, তবে সে যেন হত্যার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি না করে। নিশ্চয় সে সাহায্যপ্রাপ্ত হবে।

(সুরা বানী ইসরাঈল/১৭ : ৩৩)

তথ্য-২

وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا .

আর তারা (মু'মিনগণ) আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহকে ডাকে না, আল্লাহ যার হত্যা নিষেধ করেছেন ন্যায়সংগত কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যে এরূপ করবে সে শাস্তি ভোগ করবে।

(সুরা ফুরকান/২৫ : ৬৮)

তথ্য-৩

مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ ۚۛ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِي الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ؕ وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَآ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ؕ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنٰتِ ۫ ثُمَّ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِي الْاَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ .

এ কারণেই আমরা বানী ইসরাঈলের প্রতি এ বিধান দিলাম, যে ব্যক্তি মানুষ হত্যা ও পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজ করার কারণ ছাড়া কাউকে হত্যা করলো সে যেন দুনিয়ার সব মানুষকেই হত্যা করলো। আর যে কারো প্রাণ রক্ষা করলো সে যেন সব মানুষের প্রাণ রক্ষা করলো। আর অবশ্যই তাদের কাছে

আমাদের রসুলগণ সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এসেছিল কিন্তু তারপরও তাদের অনেকেই পৃথিবীতে বাড়াবাড়ি করলো।

(সুরা মায়িদা/৫ : ৩২)

অতএব, সহজে বলা যায়– ভাষণাংশটি কুরআনের সম্পূরক/পরিপূরক তথা ব্যাখ্যা।

ভাষণাংশ-১২

হে মানুষ!

জাহিলী যুগের সুদ বাতিল হলো। আমি সর্বপ্রথম আব্বাস ইবনু আবদুল মুত্তালিবের সুদের দাবি পরিহার করলাম। তা সম্পূর্ণরূপে বাতিল হলো।

ব্যাখ্যা : জাহিলী যুগের সুদ কথাটির ব্যাখ্যা হলো– পরিবর্তিত Common sense/আকল/বিবেকের মাধ্যমে তৈরি করা সুদ ব্যবস্থা ও সুদ বাতিল।

তাই, ভাষণাংশটির দুটি শিক্ষা হলো–

১. অপরিবর্তিত Common sense/আকল/বিবেক সম্মত ব্যাবসায়িক লেন-দেন ও ব্যাবসা ছাড়া সকল সুদি লেন-দেন ব্যবস্থা ও সুদ বাতিল।

২. তৈরি হওয়া বা করা আইন/বিধান নেতাকে প্রথম মানতে হবে।

ভাষণাংশটি কুরআনের যে সকল বক্তব্যের সম্পূরক/পরিপূরক তথা ব্যাখ্যা

তথ্য-১

اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ؕ فَمَنْ جَآءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ ؕ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ؕ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ .

যারা সুদ খায় তাদের দণ্ডায়মান অবস্থা (কর্মকাণ্ড) হবে সেই ব্যক্তির দণ্ডায়মান অবস্থার মতো যাকে শয়তান তার স্পর্শ দিয়ে মোহগ্রস্ত করে দিয়েছে। তা এ কারণে যে, তারা বলে বেচাকেনা তো সুদের মতোই। অথচ আল্লাহ বেচাকেনাকে (ব্যাবসায়িক সম্পদ লেনদেন) হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম। অতঃপর যে ব্যক্তির কাছে তার রবের পক্ষ থেকে উপদেশ পৌঁছার পর সে বিরত হয়েছে সে পূর্বে যা খেয়েছে তা তারই (বিষয়), তবে তার বিষয়টি আল্লাহর কাছে সমর্পিত। আর যারা (নির্দেশ পাওয়ার পরও)

পুনরাবৃত্তি করেছে তারা জাহান্নামের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

(আল বাকারা/২ : ২৭৫)

তথ্য-২

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِي الصَّدَقٰتِ ؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ .

আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন। আর আল্লাহ কোনো অবিশ্বাসী পাপীকে পছন্দ করেন না।

(আল বাকারা/২ : ২৭৬)

তথ্য-৩

وَّاَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَاَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ؕ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا .

আর নিষেধ করা সত্ত্বেও তাদের সুদ গ্রহণ এবং অন্যায়ভাবে মানুষের ধন-সম্পদ গ্রাস করার কারণে (তারা অভিশপ্ত হয়েছিল)। আর তাদের মধ্যে যারা কাফির তাদের জন্য আমরা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।

(আন নিসা/৪ : ১৬১)

তথ্য-৪

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰٓوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ .

হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা আল্লাহ-সচেতন হও এবং (লোকদের কাছে তোমাদের) যে সুদ অবশিষ্ট রয়ে গেছে তা পরিত্যাগ করো, যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাকো।

(আল বাকারা/২ : ২৭৮)

তথ্য-৫

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوا الرِّبٰٓوا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ۠ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ .

হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা গুণিতক (চক্রবৃদ্ধি) হারে সুদ খেয়ো না। আর আল্লাহ-সচেতন হও যাতে তোমরা সফল হতে পারো।

(সুরা আলে ইমরান/৩ : ১৩০)

অতএব, সহজে বলা যায়– ভাষণাংশটি কুরআনের সম্পূরক/পরিপূরক তথা ব্যাখ্যা।

ভাষণাংশ-১৩

হে মানুষ!

তোমরা স্ত্রীদের ব্যাপারে আল্লাহ-সচেতন হও। তোমরা তাদেরকে আল্লাহর আমানত হিসেবে গ্রহণ করেছো। আর আল্লাহর কালিমার মাধ্যমে (বিবাহের মাধ্যমে) তাদের লজ্জাস্থান নিজেদের জন্য হালাল করেছ। তাদের ওপরে তোমাদের অধিকার এই যে, তারা তোমাদের শয্যায় এমন লোককে আশ্রয় দেবে না যাকে তোমরা অপছন্দ করো। যদি তারা এরূপ করে, তবে হালকাভাবে প্রহার করো। আর তোমাদের কাছে ন্যায়সংগত ভরণ-পোষণ ও পোশাক-পরিচ্ছদ পাওয়ার অধিকার তাদের রয়েছে।

ব্যাখ্যা : স্ত্রীদের ব্যাপারে আল্লাহ-সচেতন হও কথাটির ব্যাখ্যা হলো– স্ত্রীদের সম্পর্কে কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense/আকল/বিবেক সম্মত আচরণ করো। কথাটি বলার পর বিশ্বনবী স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ আচার-আচরণের উল্লেখ করেছেন।

ভাষণাংশটি কুরআনের যে সকল বক্তব্যের সম্পূরক/পরিপূরক তথা ব্যাখ্যা

তথ্য-১

... ... هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ... ...

স্ত্রীরা তোমাদের পোশাক এবং তোমরাও তাদের পোশাক।

(সুরা বাকারা/২ : ১৮৭)

ব্যাখ্যা : কথাটির ব্যাখ্যা হলো– স্বামীর মানবিক ও নৈতিক পদস্খলন এবং বিপদ-আপদ হতে দূরে রাখার জন্য স্ত্রীদের সদা সচেষ্ট থাকতে হবে। স্বামীকেও সদা সচেষ্ট থাকতে হবে স্ত্রীদেরকে মানবিক ও নৈতিক পদস্খলন এবং বিপদ-আপদ হতে দূরে রাখার জন্য ।

তথ্য-২

وَاٰ تُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحۡلَةً ؕ فَاِنۡ طِبۡنَ لَكُمۡ عَنۡ شَىۡءٍ مِّنۡهُ نَفۡسًا فَكُلُوۡهُ هَنِيۡٓـًٔا مَّرِيۡٓـًٔا .

আর তোমরা স্ত্রীদেরকে মোহরানা দিয়ে দাও সন্তুষ্টি মনে। তারা যদি খুশি হয়ে তা থেকে কিছু অংশ ছেড়ে দেয় তবে তোমরা তা স্বাচ্ছন্দ্যে গ্রহণ করতে পারো।

(সুরা নিসা/৪ : ৪)

তথ্য-৩

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْٓءٍ ؕ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْٓ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًا ؕ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۠ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ.

তালাক প্রাপ্তাগণ তিনটি ঋতুস্রাব পর্যন্ত নিজেদেরকে (বিয়ে থেকে) বিরত রাখবে। আর আল্লাহ তাদের গর্ভাশয়ে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তাকে গোপন করা তাদের জন্য বৈধ নয়, যদি তারা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী হয়। আর যদি তাদের স্বামীরা সমঝোতায় আগ্রহী হয় তাহলে তারা এই অবকাশকালে স্ত্রীদের ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকারী হবে। আর তাদের (স্ত্রীদের) ন্যায়সংগত অধিকার রয়েছে (স্বামীদের ওপর) যেমন তাদের (স্বামীদের) অধিকার রয়েছে তাদের (স্ত্রীদের) ওপর। আর পুরুষদের জন্য তাদের (নারীদের) ওপর একটি মর্যাদা রয়েছে। আল্লাহ হলেন মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।

(সুরা বাকারা/২ : ২২৮)

অতএব, সহজে বলা যায়– ভাষণাংশটি কুরআনের সম্পূরক/পরিপূরক তথা ব্যাখ্যা।

ভাষণাংশ-১৪

হে মানুষ!

অপরাধের জন্য অপরাধী নিজেই দায়ী। সন্তানের অপরাধ পিতার ওপর এবং পিতার অপরাধ সন্তানের ওপর বর্তাবে না।

ব্যাখ্যা : শুধু আত্মীয়তার সম্পর্কের কারণে কারো শাস্তি, ক্ষমা বা পুরস্কার পাওয়া বৈধ নয়।

ভাষণাংশটি কুরআনের যে সকল বক্তব্যের সম্পূরক/পরিপূরক তথা ব্যাখ্যা

তথ্য-১

وَ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ؕ وَاِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ اِلٰى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ؕ ... ...

কোনো বোঝা বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না। (শেষ বিচারের দিন) কোনো ভারাক্রান্ত ব্যক্তি যদি কাউকে তা (বোঝা) বহন করতে ডাকে তবে তারা কিছুই বহন করবে না, নিকট আত্মীয় হলেও। (ফাতির/৩৫ : ১৮)

তথ্য-২

أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ أُخْرٰى .

তা এই যে, কোনো বহনকারী অপরের বোঝা বহন করবে না।

(সুরা নাজম/৫৩ : ৩৮)

তথ্য-৩

مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَّهٗ نَصِيْبٌ مِّنْهَا ۚ وَمَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَّكُنْ لَّهٗ كِفْلٌ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيْتًا .

কেউ কোনো ভালো কাজের সুপারিশ করলে তাতে তার অংশ থাকবে। আবার কেউ কোনো মন্দ কাজের সুপারিশ করলে তাতেও তার দায়-দায়িত্ব বর্তাবে। আর আল্লাহ সকল বিষয়ে শক্তিমান।

(সুরা নিসা/৪ : ৮৫)

সম্মিলিত শিক্ষা : অপরাধ (গুনাহ) করার ব্যাপারে যে ব্যক্তির ভূমিকা নেই সে অপরাধের জন্য সে দায়ী হবে না। তেমনি কল্যাণমূলক কাজ (নেকী) করার ব্যাপারে যে ব্যক্তির ভূমিকা নেই সে কল্যাণমূলক কাজের জন্য কোনো নেকী পাবে না।

অতএব, সহজে বলা যায়– ভাষণাংশটি কুরআনের সম্পূরক/পরিপূরক তথা ব্যাখ্যা।

ভাষণাংশ-১৫

হে মানুষ!

নেতার অনুসরণ করবে। তাহলে তোমাদের রবের জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।

ব্যাখ্যা : সাধারণ মানুষ নেতাকে অনুসরণ না করলে পৃথিবীর কোনো নেতার সফল হওয়া সম্ভব নয়। তাই, নেতাকে যেমন অনুসরণ করতে হবে তেমনি যোগ্য ব্যক্তিকে নেতা বানাতে হবে। আর নেতা হওয়ার যোগ্যতা বংশ, ভাষা, দেশ, গায়ের রং ইত্যাদি নয় বরং তা হলো তাকওয়া তথা আল্লাহ-সচেতনতা। অর্থাৎ নেতা বানাতে হবে– কুরআন, সুন্নাহ, বিজ্ঞান, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য উদাহরণ এবং সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা ও কাহিনির শিক্ষার মাধ্যমে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/ আকলকে উৎকর্ষিত করে জ্ঞানী ও আমলকারী হওয়া ব্যক্তিকে।

ভাষণাংশটি কুরআনের যে সকল বক্তব্যের সম্পূরক/পরিপূরক তথা ব্যাখ্যা

তথ্য-১

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا .

হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহর, আনুগত্য করো রাসূলের এবং (অনুসরণ করো) **তাদের; যারা তোমাদের মধ্যে দায়িত্বশীল**। অতঃপর যদি কোনো বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটে, তাহলে তা ফিরিয়ে দাও (যাচাই করে নাও) আল্লাহ (কুরআন) ও রাসূলের (সুন্নাহ) দিকে (ভিত্তিতে) যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে থাকো। এটি সর্বোত্তম ও পরিণামে সর্বোৎকৃষ্ট।

(সুরা নিসা/৪ : ৫৯)

তথ্য-২

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَا ۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا .

নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন **(নেতৃত্বের আমানাতসহ) সকল আমানত** তার যোগ্যদের কাছে প্রত্যার্পণ করতে। আর তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে। আল্লাহ তোমাদের যে উপদেশ দেন তা কতই না উৎকৃষ্ট। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।

(সুরা নিসা/৪ : ৫৮)

তথ্য-৩

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ۗ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ .

হে মানুষ! নিশ্চয় আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও একজন নারী হতে। অতঃপর তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে যাতে তোমরা (শারীরিক গঠন, গায়ের রং, ভাষা, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য তালিকা ইত্যাদির মাধ্যমে) একে অপরকে চিনতে পারো। নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে

আল্লাহর কাছে সে ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক আল্লাহ-সচেতন। নিশ্চয় আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও সকল বিষয়ে অবহিত।

(সুরা হুজুরাত/৪৯ : ১৩)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে বলা হয়েছে– পৃথিবীর সকল মানুষকে একজন পুরুষ (আদম আ.) ও একজন নারী (হাওয়া আ.) হতে সৃষ্টি করা হয়েছে। তারপর তাদেরকে বিভিন্ন বংশ, গোত্র, দেশ, ভাষা, শারীরিক গঠন, রং ইত্যাদি দৃষ্টিকোণ থেকে বিভক্ত করা হয়েছে। তবে ঐগুলোর কোনটাই মানুষের সম্মান-মর্যাদা, নেতৃত্ব ইত্যাদির মাপকাঠি নয়। সম্মান-মর্যাদা, নেতৃত্ব ইত্যাদির মাপকাঠি হলো তাকওয়া তথা ইসলামের সঠিক জ্ঞান ও অনুসরণ। তাই একজন হাবসী গোলামও যদি নেতৃত্বের দায়িত্ব পায় এবং সে যদি ইসলামের সঠিক জ্ঞান রাখে এবং সে অনুযায়ী আমল করে তবে তার আনুগত্য করতে হবে।

অতএব, সহজে বলা যায়– ভাষণাংশটি কুরআনের সম্পূরক/পরিপূরক তথা ব্যাখ্যা।

ভাষণাংশ-১৬

হে মানুষ!

আমি দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর তোমরা পরস্পরকে হত্যা করে কুফরীর দিকে প্রত্যাবর্তন করো না।

ব্যাখ্যা : সকল সময়, কাল ও স্থানে অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা করা কুফরীর গুনাহ।

ভাষণাংশটি কুরআনের যে সকল বক্তব্যের সম্পূরক/পরিপূরক তথা ব্যাখ্যা

তথ্য-১

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ... ...

আর আল্লাহ যাকে হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করো না।

(সুরা বানী ইসরাঈল/১৭ : ৩৩)

তথ্য-২

وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا .

আর তারা (মু'মিনগণ) আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহকে ডাকে না, আল্লাহ যার হত্যা নিষেধ করেছেন ন্যায়সংগত কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। আর যে এরূপ করবে সে শাস্তি ভোগ করবে।

(সুরা ফুরকান/২৫ : ৬৮)

তথ্য-৩

مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ ۚۛ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ؕ وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَآ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ؕ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنٰتِ ۫ ثُمَّ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِى الْاَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ .

এ কারণেই আমরা বানী ইসরাঈলের প্রতি এ বিধান দিলাম, যে ব্যক্তি মানুষ হত্যা ও পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজ করার কারণ ছাড়া কাউকে হত্যা করলো সে যেন দুনিয়ার সব মানুষকেই হত্যা করলো। আর যে কারো প্রাণ রক্ষা করলো সে যেন সব মানুষের প্রাণ রক্ষা করলো। আর অবশ্যই তাদের কাছে আমাদের রসুলগণ সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এসেছিল কিন্তু তারপরও তাদের অনেকেই পৃথিবীতে বাড়াবাড়ি করলো।

(সুরা মায়িদা/৫ : ৩২)

অতএব, সহজে বলা যায়– ভাষণাংশটি কুরআনের সম্পূরক/পরিপূরক তথা ব্যাখ্যা।

ভাষণাংশ-১৭

হে মানুষ!

(যথাযথভাবে) সালাত, রামাযান মাসের সিয়াম, যাকাত (এবং হাজ্জ ও কুরবানী) আদায় করবে। তবে তোমাদের রবের জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।

ব্যাখ্যা : যথাযথভাবে সালাত, সিয়াম, যাকাত, হাজ্জ ও কুরবানী আদায় করার ব্যাখ্যা হলো– উপাসনাসমূহ নিষ্ঠার সাথে পালন করে প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় হতে শিক্ষা নিয়ে যোগ্য লোক তৈরি করা। যারা সে শিক্ষা তাদের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠা করবে। এটি সম্ভব হলে– মানুষের ব্যক্তি ও সমাজ জীবন মহাশান্তিময় হয়ে যাবে।

ভাষণাংশটি কুরআনের যে সকল বক্তব্যের সম্পূরক/পরিপূরক তথা ব্যাখ্যা

তথ্য-১

وَاَنْ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اتَّقُوْهُ ؕ وَهُوَ الَّذِىْٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ .

আর তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা করো এবং তাঁর (আল্লাহ) সম্পর্কে সচেতন হও। তিনি সেই সত্তা যার কাছে তোমাদের সমবেত করা হবে।

(সুরা আনআ'ম/৬ : ৭২)

ব্যাখ্যা : 'সালাত প্রতিষ্ঠা করো' কথাটির ব্যাখ্যা হলো– সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে প্রতিষ্ঠা করো। আর আল্লাহ সম্পর্কে সচেতন হও কথাটির ব্যাখ্যা হলো– কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense/আকলের ভিত্তিতে জ্ঞানার্জন ও আমলকারী হও।

তথ্য-২

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ.

তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা করো ও যাকাত প্রদান করো এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু করো (জামায়াতে সালাত আদায় করো)।

(সুরা বাকারা/২ : ৪৩)

তথ্য-৩

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ .

আর তোমরা সালাত কায়েম করো, যাকাত দাও এবং রাসূলের আনুগত্য করো যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হতে পারো। (সুর নূর/২৪ : ৫৬)

তথ্য-৪

وَالَّذِيْنَ يُمَسِّكُوْنَ بِالْكِتٰبِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ؕ اِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُصْلِحِيْنَ .

আর যারা কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে ও সালাত কায়েম করে; নিশ্চয় আমরা এরূপ সৎকর্মশীলদের কর্মফল নষ্ট করি না।

(সুরা আ'রাফ/৭ : ১৭০)

তথ্য-৫

الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ هُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ .

যারা সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয় আর তারাই আখিরাতে দৃঢ় বিশ্বাসী।

(সুরা নামল/২৭ : ৩)

তথ্য-৬

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ .

হে যারা ঈমান এনেছো! তোমাদের ওপর সিয়াম ফরজ করা হলো যেমন তা ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর, যাতে তোমরা (তা হতে শিক্ষা নিয়ে পেটের ক্ষুধা ও যৌন চাহিদা উপেক্ষা করে প্রকাশ্য বা গোপনে আল্লাহ যা পালন করতে বলেছেন তা পালন করা এবং যা নিষেধ করেছেন তা থেকে দূরে থাকার গুণসম্পন্ন) আল্লাহ-সচেতন মানুষ হতে পারো।

(সুরা বাকারা/২ : ১৮৩)

অতএব, সহজে বলা যায়– ভাষণাংশটি কুরআনের সম্পূরক/পরিপূরক তথা ব্যাখ্যা।

ভাষণাংশ-১৮

হে মানুষ!

মৃত্যুর পর সকলকে দুনিয়ার কর্মকাণ্ড এবং আল্লাহর দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করা সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে।

ব্যাখ্যা : মৃত্যুর পর সকলকে দুনিয়ার কর্মকাণ্ড এবং আল্লাহর দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করা সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। আর দুনিয়ার বিচারে কেউ কোনো কারণে অপরাধের শাস্তি কম বা না পেয়ে থাকলে পরকালের বিচারে তা পূরণ হয়ে যাবে।

ভাষণাংশটি কুরআনের যে সকল বক্তব্যের সম্পূরক/পরিপূরক তথা ব্যাখ্যা

তথ্য-১

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ؕ وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ؕ وَاِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ .

প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আর আমরা তোমাদের ভালো (লাভ) ও মন্দ (ক্ষতি) দিয়ে পরীক্ষা নিয়ে বিপদে ফেলি। আবার আমাদেরই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। (সুরা আম্বিয়া/২১ : ৩৫)

তথ্য-২

اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ. حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ. كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ. ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ. كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ. ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ.

প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে। যতক্ষণ না তোমরা কবরে এসে পৌঁছাও। কখনো নয়, শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে। অতঃপর কখনো নয়, শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে। কখনো নয়, নিশ্চিত জ্ঞান তোমাদের জানা থাকলে (অবশ্যই তোমরা মোহাচ্ছন্ন হতে না)। তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম দেখতে পাবে। আবার (বলছি), তোমরা অবশ্যই এটা চাক্ষুষ দেখতে পাবে। এরপর অবশ্যই সেদিন তোমাদেরকে নিয়ামতসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।

(সুরা তাকাসূর/১০২ : ১-৮)

অতএব, সহজে বলা যায়– ভাষণাংশটি কুরআনের সম্পূরক/পরিপূরক তথা ব্যাখ্যা।

ভাষণাংশ-১৯

হে মানুষ!

আমি তোমাদের মধ্যে এমন দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি, যা আঁকড়ে ধরলে তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। তা হলো আল্লাহর কিতাব ও রসুলের সুন্নাহ।

ব্যাখ্যা : সঠিক নীতিমালা অনুসরণ করে আল্লাহর কিতাব ও সুন্নাহর জ্ঞানার্জন ও সে অনুযায়ী আমল করলে কেউ পথভ্রষ্ট হবে না।

ভাষণাংশটি কুরআনের যে সকল বক্তব্যের সম্পূরক/পরিপূরক তথা ব্যাখ্যা

তথ্য-১

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِیْٓ اُنْزِلَ فِیْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًی لِّلنَّاسِ وَ بَیِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰی وَالْفُرْقَانِ ۚ ... ...

রমযান (হলো সে) মাস যে মাসে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে, (কুরআন) মানব জাতির জন্য পথনির্দেশিকা এবং স্পষ্টভাবে প্রমাণিত পথনির্দেশিকা ও সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী।

(সুরা বাকারা/২ : ১৮৫)

ব্যাখ্যা : জীবন সম্পর্কিত সঠিক জ্ঞানার্জন করতে হলে কুরআনকে মানদণ্ড উৎস হিসেবে মান্য করতে হবে।

তথ্য-২

... ... وَاَنْزَلْنَآ اِلَیْكَ الذِّكْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَیْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ یَتَفَكَّرُوْنَ .

আর তোমার প্রতি যিক্‌র (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি মানুষকে (কথা, কাজ ও অনুমোদনের মাধ্যমে) স্পষ্টভাবে (ব্যাখ্যা করে) বুঝিয়ে দিতে পারো যা কিছু তাদের জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং তারাও (মানুষেরা) যেন (কুরআন ও সুন্নাহ নিয়ে) চিন্তা-ভাবনা করে।

(সুরা নাহল/১৬ : ৪৪)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি হলো মুহাম্মাদ (স.)-কে কুরআনের ব্যাখ্যাদানকারী হিসেবে আল্লাহর নিয়োগপত্র। জীবন সম্পর্কিত সঠিক জ্ঞানার্জন করতে হলে, মুহাম্মাদ (স.)-কে কুরআনের ব্যাখ্যাদানকারী হিসেবে আল্লাহর নিয়োগ পাওয়া ব্যক্তিক উৎস হিসেবে মান্য করতে হবে।

তথ্য-৩

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ .

বলো, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো তবে আমাকে অনুসরণ করো, (তাহলে) আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

(সুরা আলে ইমরান/৩ : ৩১)

তথ্য-৪

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ

আমরা কোনো রসুল প্রেরণ করিনি যাকে আল্লাহর (অতাৎক্ষণিক) অনুমতি ছাড়া তাঁর আনুগত্য করা হবে।

(সুরা নিসা/৪ : ৬৪)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে আল্লাহর অতাৎক্ষণিক অনুমতি তথা আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুসরণ করা ছাড়া রসুল (স.)-এর আনুগত্য করতে নিষেধ করা হয়েছে।

আল্লাহর ঐ প্রোগ্রামে থাকা প্রধান তিনটি বিষয় হলো–

১. রসুলুল্লাহ (স.)-এর কথা, কাজ বা অনুমোদন সরাসরি তাঁর কাছ হতে শুনলে বা দেখলে তা অনুসরণ হতে হবে।

২. রসুলুল্লাহ (স.)-এর কথা, কাজ বা অনুমোদন অন্য কারো কাছ হতে শুনলে বা দেখলে বিষয়টি সত্যই রসুলুল্লাহ (স.)-এর কথা, কাজ বা অনুমোদন কি না সেটি প্রথমে নিশ্চিত হতে হবে। তারপর তা অনুসরণ করতে হবে।

৩. কুরআনের বিপরীত কথা রসুলুল্লাহ (স.)-এর বলার অধিকার নেই। তাই, কুরআনের বিপরীত কথা, কাজ বা অনুমোদন রসুলুল্লাহ (স.)-এর হাদীস হিসেবে গ্রহণ ও অনুসরণ করা নিষেধ।

অতএব, সহজে বলা যায়– ভাষণাংশটি কুরআনের সম্পূরক/পরিপূরক তথা ব্যাখ্যা।

ভাষণাংশ-২০

হে মানুষ!

উপস্থিতগণ অনুপস্থিতদের কাছে আমার এ বক্তব্য পৌঁছে দেবে।

কেননা–

১. অনেক ক্ষেত্রে (বর্তমান বা ভবিষ্যত প্রজন্মের) যাদের কাছে পৌঁছানো হবে তাদের কেউ কেউ আমার এ বক্তব্য উপস্থিতদের চেয়ে বেশি অনুধাবন, ব্যাখ্যা ও সংরক্ষণকারী হবে।

২. জ্ঞানের অনেক বাহক নিজের চেয়ে অধিক জ্ঞানীর কাছে জ্ঞান পৌঁছে দেয়। জ্ঞানের অনেক বাহক নিজে জ্ঞানী নয়।

ব্যাখ্যা : বিদায় হাজ্জে অনুপস্থিত থাকা ব্যক্তিগণ দুই শ্রেণিতে বিভক্ত–

১. ভাষণে উপস্থিত না থাকা ব্যক্তিগণ।

২. সাহাবী প্রজন্মের পরের প্রজন্মের মানুষেরা।

তবে, 'সাহাবী প্রজন্মের পরের প্রজন্মের মানুষেরা' কথাটি অধিক গ্রহণযোগ্য হবে। কারণ, মানব সভ্যতা যত সামনে অগ্রসর হবে তত জ্ঞান বাড়বে এবং সংরক্ষণ পদ্ধতিও উন্নত হবে। আর কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য কিয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য। তাই, পরের প্রজন্মের মানুষেরা কুরআন ও সুন্নাহর অনেক বক্তব্য অধিক বুঝতে, ব্যাখ্যা ও সংরক্ষণ করতে পারবে।

ভাষণাংশটি কুরআনের যে সকল বক্তব্যের সম্পূরক/পরিপূরক তথা ব্যাখ্যা

তথ্য-১

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ تَعَالَوْا اِلٰى مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُوْلِ قَالُوْا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ؕ اَوَلَوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ .

যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার (কুরআন) দিকে ও রসুলের (সুন্নাহ) দিকে আসো, তারা বলে– আমাদের পূর্বপুরুষদের যার ওপর পেয়েছি তাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। তাদের পূর্বপুরুষগণ কোনো বিষয়ে

(সঠিক) জ্ঞান লাভ না করে থাকলে এবং (ফলস্বরূপ ঐ ব্যাপারে) সঠিক পথপ্রাপ্ত না হয়ে থাকলেও (তারা কি তাদের অনুসরণ করবে)?

(সুরা মায়েদা/৫ : ১০৪)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতটি রসুল (স.)-এর যুগের কাফির-মুশরিকদের উদ্দেশ্য করে বলা হলেও এর শিক্ষা সর্বজনীন। অর্থাৎ এর শিক্ষা সকল যুগের সকল ধর্মবিশ্বাসের (অমুসলিম ও মুসলিম) মানুষের জন্য প্রযোজ্য।

আয়াতটি থেকে জানা যায় তৎকালীন কাফির-মুশরিকদের কুরআন ও সুন্নাহর দিকে ফিরে আসতে বলা হলে তারা বলতো– 'আমাদের পূর্বপুরুষদের যার ওপর পেয়েছি তাই আমাদের জন্য যথেষ্ট'। আয়াতটির ২য় অংশে কাফির-মুশরিকদের ঐ কথার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহর দেওয়া বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে। সে বক্তব্য হলো– 'তাদের পূর্বপুরুষগণ কোনো বিষয়ে সঠিক জ্ঞান লাভ না করে থাকলে এবং ফলস্বরুপ ঐ ব্যাপারে সঠিক পথপ্রাপ্ত না হয়ে থাকলেও তারা কি তাদের অনুসরণ করবে?

বাস্তবে দেখা যায়– বর্তমান যুগের মুসলিমদের (বিশেষ করে মাদ্রাসা শিক্ষিতদের) কুরআন ও সুন্নাহর যুগের জ্ঞানের আলোকে করা সরাসরি বক্তব্যের দিকে ফিরে আসতে বললে প্রায় একই ধরনের কথা বলেন। সে কথা হলো– পূর্বের মনীষীগণ (আকাবের) কুরআন ও সুন্নাহর অর্থ ও ব্যাখ্যা করে যে সিদ্ধান্ত তাদের রচিত ফিকাহশাস্ত্রে লিখে রেখে গেছেন তার বাইরের কোনো অর্থ ও ব্যাখ্যা আমরা গ্রহণ করবো না। আর এর কারণ হিসেবে তারা বলেন– তারা অনেক জ্ঞানী ছিলেন। তাহলে দেখা যায় কুরআন ও সুন্নাহর দিকে ফিরে আসতে বললে তৎকালীন কাফির-মুশরিকরা যে কথা বলতো বর্তমান যুগের মুসলিমরা প্রায় সে ধরনের কথাই বলেন। তাই এ আয়াতের শিক্ষা বর্তমান যুগের মুসলিমদের জন্যও প্রযোজ্য হবে।

আর আয়াতটি থেকে বর্তমানের মুসলিমদের জন্য শিক্ষা : কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য কিয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য। তাই মানব সভ্যতার জ্ঞান প্রয়োজনীয় স্তর পর্যন্ত না পৌঁছালে কুরআন ও সুন্নাহর কিছু কিছু বক্তব্য মানুষের বুঝে নাও আসতে পারে। এ জন্য সভ্যতার জ্ঞানের দুর্বলতার কারণে পূর্বের মনীষীগণের কুরআন ও সুন্নাহর কিছু কিছু বিষয় বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতে অনিচ্ছাকৃত ভুল হতে পারে। তাই, কুরআন ও সুন্নাহর সকল বিষয়ে তাদের বুঝ, ব্যাখ্যা বা সিদ্ধান্ত অন্ধভাবে মানা নিষেধ। বরং ঐ সকল বিষয়ে যোগ্য মানুষদের যুগের জ্ঞানের আলোকে করা অর্থ ও ব্যাখ্যা গ্রহণ করা সঠিক হবে।

তথ্য-২

وَاِذَا قِيۡلَ لَهُمُ اتَّبِعُوۡا مَاۤ اَنۡزَلَ اللّٰهُ قَالُوۡا بَلۡ نَـتَّبِعُ مَاۤ اَلۡفَيۡنَا عَلَيۡهِ اٰبَآءَنَا ؕ اَوَلَوۡ كَانَ اٰبَآؤُهُمۡ لَا يَعۡقِلُوۡنَ شَيۡـئًا وَّلَا يَهۡتَدُوۡنَ .

যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা অনুসরণ করো। তখন তারা বলে, আমাদের পূর্ব-পুরুষদের যে রীতি-নীতির ওপর পেয়েছি আমরা বরং তারই অনুসরণ করবো। তাদের পূর্ব-পুরুষেরা Common sense/ বিবেক ব্যবহার করে বুঝতে না পারার দরুন সঠিক পথ না পেয়ে থাকলেও (কি তারা তাদের অনুসরণ করবে)? (সুরা বাকারা/২ : ১৭০)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতটিও তৎকালীন কাফির-মুশরিকদের উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। কিন্তু ২নং তথ্যের আয়াতটির মতো এর শিক্ষাও সর্বজনীন।

আয়াতটি হতে বর্তমান যুগের মুসলিমদের জন্য শিক্ষা : সভ্যতার জ্ঞানের দুর্বলতার জন্য Common sense উৎকর্ষিত না হওয়ায় পূর্বপুরুষগণের (আকাবের) কুরআনের কিছু বিষয় বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতে ভুল হতে পারে। আর তাই কুরআন ও সুন্নাহর সকল বিষয়ে তাদের বুঝ, ব্যাখ্যা বা সিদ্ধান্ত অন্ধভাবে গ্রহণ ও অনুসরণ করা নিষেধ।

অতএব, সহজে বলা যায়– ভাষণাংশটি কুরআনের সম্পূরক/পরিপূরক তথা ব্যাখ্যা।

ভাষণাংশ-২১

ভাষণটির সমাপ্তিমূলক বক্তব্য

হে মানুষ!

আমি কি তোমাদের কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দিয়েছি? সকলে সমস্বরে জবাব দিলো– হ্যাঁ। এরপর তিনি বললেন– হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকো, আমি আমার সকল দায়িত্ব পালন করেছি।

ভাষণাংশটি কুরআনের যে সকল বক্তব্যের সম্পূরক/পরিপূরক তথা ব্যাখ্যা

يَاَيُّهَا الرَّسُوۡلُ بَلِّغۡ مَاۤ اُنۡزِلَ اِلَيۡكَ مِنۡ رَّبِّكَ ؕ وَاِنۡ لَّمۡ تَفۡعَلۡ فَمَا بَلَّغۡتَ رِسَالَتَهٗ

হে রসূল! তোমার রবের কাছ হতে যা অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রচার করো। যদি না করো তাহলে তুমি তার বার্তা প্রচার করলে না। (আল মায়িদা/৫ : ৬৭)

অতএব, সহজে বলা যায়– ভাষণাংশটি কুরআনের সম্পূরক/পরিপূরক তথা ব্যাখ্যা।

হাজ্জ সম্পর্কিত আল কুরআনের অন্যান্য তথ্য

তথ্য-১

اِنَّ اَوَّلَ بَيۡتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىۡ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّهُدًى لِّلۡعٰلَمِيۡنَ . فِيۡهِ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبۡرٰهِيۡمَ‌ۚ وَمَنۡ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا‌ؕ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الۡبَيۡتِ مَنِ اسۡتَطَاعَ اِلَيۡهِ سَبِيۡلًا‌ؕ وَمَنۡ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنِ الۡعٰلَمِيۡنَ .

নিশ্চয় মানবজাতির জন্য স্থাপিত সর্বপ্রথম ঘর বাক্কায় (মক্কায়) অবস্থিত। যেটি বরকতময় ও বিশ্ববাসীর জন্য পথনির্দেশিকা। সেখানে অনেক স্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে, (যেমন) মাকামে ইব্রাহীম। আর যে তাতে প্রবেশ করে সে নিরাপদ। আর মানুষের মধ্যে যার (সেখানে যাওয়ার) সামর্থ্য আছে আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ ঘরের হাজ্জ করা তার অবশ্য কর্তব্য। আর যে ব্যক্তি অমান্য করবে (তার জেনে রাখা উচিত) আল্লাহ অবশ্যই বিশ্ববাসীর মুখাপেক্ষী নন।

(সুরা আলে ইমরান/৩ : ৯৬, ৯৭)

তথ্য-২

اَلۡحَجُّ اَشۡهُرٌ مَّعۡلُوۡمٰتٌ‌ۚ فَمَنۡ فَرَضَ فِيۡهِنَّ الۡحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوۡقَ‌ۙ وَلَا جِدَالَ فِى الۡحَجِّ‌ؕ وَمَا تَفۡعَلُوۡا مِنۡ خَيۡرٍ يَّعۡلَمۡهُ اللّٰهُ‌ؕ وَتَزَوَّدُوۡا فَاِنَّ خَيۡرَ الزَّادِ التَّقۡوٰى‌ ۡ وَاتَّقُوۡنِ يٰۤاُولِى الۡاَلۡبَابِ .

হাজ্জের মাসগুলো সুনির্দিষ্ট (শাওয়াল, জিলকদ ও জিলহাজ্জ)। সুতরাং যে এ মাসগুলোতে হাজ্জকে নিজের ওপর ফরজ করে নিয়েছে সে যেন হাজ্জের সময়কালের মধ্যে (তিন মাস) অশ্লীল কাজ, পাপকাজ ও ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত না হয়। আর তোমরা যে ভালো কাজই করো না কেন আল্লাহ তা জানেন। আর (হাজ্জের জন্য) পাথেয় (পথখরচ, বাহন ইতাদি) সংগ্রহ করো। অতঃপর নিশ্চয় সর্বোত্তম পাথেয় হচ্ছে সচেতনতা (হাজ্জ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় জানা)। আর আমার সম্পর্কে সচেতন হও (কুরআন, সুন্নাহ, জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস Common sense, বিজ্ঞান, সাধারণ ও

বৈজ্ঞানিক সত্য উদাহরণ এবং সত্য ঘটনা ও ঐতিহাসিক সত্য কাহিনির মাধ্যমে জ্ঞানার্জন ও আমলকারী) হও, হে প্রকৃত মুসলিম বিজ্ঞানীগণ।

(সুরা বাকারা/২ : ১৯৭)

তথ্য-৩

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ فَاِذَآ اَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفٰتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۠ وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰىكُمْ ۚ وَاِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الضَّآلِّيْنَ .

(হাজ্জের সময়) তোমাদের রবের কাছ থেকে অনুগ্রহ সংগ্রহ করতে (ব্যাবসা-বাণিজ্য করতে) কোনো দোষ নেই। তোমরা যখন আরাফাত থেকে ফিরে আসো তখন 'মাশআরুল হারাম' (মুজদালিফা)-এর কাছে আল্লাহকে স্মরণ করো। আর এমনভাবে স্মরণ করো যেমনভাবে তিনি তোমাদের পথ দেখিয়েছেন (শিখিয়েছেন)। যদিও ইতিপূর্বে তোমরা পথহারা ছিলে।

(সুরা বাকারা/২ : ১৯৮)

তথ্য-৪

فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَآءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا ؕ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا وَمَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ . وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ .

অতঃপর তোমরা যখন তোমাদের হাজ্জের অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন (করে মিনাতে অবস্থান) করবে তখন আল্লাহকে (কুরআনের তথ্য ও বিধি-বিধান) স্মরণ করো, যেমন করে তোমরা তোমাদের পিতৃ-পুরুষদেরকে স্মরণ করো (অন্ধকার যুগে মিনার ময়দানে একত্র হয়ে কবিতা, লোকগাথা ইত্যাদির মাধ্যমে পূর্ব পুরুষদের শৌর্য-বীর্য স্মরণ করার প্রথা ছিল)। বরং তার চেয়ে বেশি করে স্মরণ করো। আর (মিনার) মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোকও আছে যারা বলে, হে আমাদের রব! আমাদের দুনিয়াতেই দাও এবং এ ধরনের লোকের জন্য আখিরাতে কোনো অংশ নেই। আবার তাদের কেউ বলে, হে আমাদের রব! আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দান করো ও আখিরাতেও কল্যাণ দান করো এবং আগুনের শাস্তি থেকে আমাদের রক্ষা করো।

(সুরা বাকারা/২ : ২০০, ২০১)

তথ্য-৫

وَاذْكُرُوا اللّٰهَ فِيْٓ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدٰتٍ ؕ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِيْ يَوْمَيْنِ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۚ وَمَنْ تَاَخَّرَ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۙ لِمَنِ اتَّقٰى ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ .

আর তোমরা গণনাযোগ্য কয়েকটি দিনে (মিনায় অবস্থানকালীন দিনগুলোতে) আল্লাহকে স্মরণ করো। যদি কেউ তাড়াতাড়ি করে দুই দিনে (১২ জিলহাজ্জ মিনা ত্যাগ করে) চলে যায় তাতে তার গুনাহ হবে না। আবার কেউ বিলম্ব করলে (১৩ জিলহাজ্জ মিনা ত্যাগ করে) তারও গুনাহ হবে না। (এটা) তার জন্য যে (অধিক) সচেতন। আর তোমরা আল্লাহ-সচেতন হও (কুরআন, সুন্নাহ, জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস Common sense, বিজ্ঞান, সত্য ঘটনা ও সত্য কাহিনির মাধ্যমে জ্ঞানার্জন ও আমলকারী হও)। আর জেনে রেখো যে– অবশ্যই তাঁর কাছে তোমাদের (হিসাবের জন্য) একত্রিত হতে হবে।

(সুরা বাকারা/২ : ২০৩)

তথ্য-৬

اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا ؕ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا ۙ فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ .

নিঃসন্দেহে সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই যে ব্যক্তি (আল্লাহর) ঘরের হাজ্জ বা উমরা করে তার জন্য এই দুই পাহাড়ে প্রদক্ষিণ (সাঈ) করাতে কোনো দোষ নেই। আর যে স্বেচ্ছায় কোনো কল্যাণের কাজ করবে নিশ্চয় আল্লাহ (তাকে যথাযথ) স্বীকৃতি (পুরস্কার) দেবেন এবং (তিনি সকল বিষয়ে) পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখেন।

(সুরা বাকারা/২ : ১৫৮)

আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

রসুলল্লাহ (স.)-এর উম্মত হিসেবে আমাদেরও দায়িত্ব ও কর্তব্য–

১. বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানুষটির জীবনের শেষ ভাষণের তথ্যসমূহ ভালো করে জানা।

২. অতঃপর ভাষণটি সবার কাছে পৌঁছে দিয়ে বিশ্ব শান্তি ও সকলের পরকালের মুক্তির বিষয়ে ভূমিকা রাখা।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে এ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করার তৌফিক দান করুন। আমিন!

শেষ কথা

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির পালন করা একমাত্র হাজ্জে (বিদায় হাজ্জ) প্রদত্ত ভাষণসমূহ এবং সে ভাষণ সম্পর্কিত কুরআনের আয়াতের যুগের জ্ঞানের আলোকে করা অর্থ ও ব্যাখ্যা আমরা জানলাম। অতি সহজে বোঝা যায়– ভাষণসমূহ এবং এর সাথে সম্পর্কিত কুরআনের আয়াতের যুগের জ্ঞানের আলোকে করা অর্থ ও ব্যাখ্যা যদি পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ জানে ও মানে তাহলে এ পৃথিবী শান্তিময় হতে বাধ্য। আর এভাবে যদি আমরা পৃথিবীকে শান্তিময় করতে ভূমিকা রাখতে পারি তবে মৃত্যুর পরের জীবনও শান্তিময় হবে, ইনশাআল্লাহ। ভুল-ত্রুটি ধরা পড়লে আমাদের জানানোর জন্য অনুরোধ রেখে এবং আপনাদের দোয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফিজ!

সমাপ্ত

লেখকের বইসমূহ

১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
২. মুহাম্মাদ (স.)-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁর সঠিক অনুসরণ বোঝার মাপকাঠি
৩. সালাত কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে?
৪. মু'মিনের এক নম্বর কাজ এবং শয়তানের এক নম্বর কাজ
৫. মু'মিনের আমল কবুলের শর্ত প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৬. ইসলামী জীবন বিধানে Common Sense এর গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
৭. ইচ্ছাকৃতভাবে না বুঝে কুরআন পড়া গুনাহ না সাওয়াব?
৮. আমলের গুরুত্বভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ ও তালিকা জানার সহজতম উপায়
৯. কুরআনের সাথে ওজু-গোসলের সম্পর্ক প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
১০. আল কুরআনের পঠন পদ্ধতি প্রচলিত সুর, না আবৃত্তির সুর?
১১. যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর আইন কোন্‌টি এবং কেন?
১২. কুরআন, সুন্নাহ ও Common Sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা)
১৩. ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
১৪. ঈমান, মু'মিন, মুসলিম ও কাফির প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৫. ঈমান থাকলে (একদিন না একদিন) জান্নাত পাওয়া যাবে বর্ণনা সম্বলিত হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা
১৬. শাফায়াতের মাধ্যমে জাহান্নাম হতে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?
১৭. তাকদীর (ভাগ্য!) পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
১৮. সাওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৯. প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?
২০. কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন জাহান্নাম হতে মুক্তি পাবে কি?
২১. অন্ধ অনুসরণ সকলের জন্য কুফরী বা শিরক নয় কি?
২২. গুনাহ সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৩. অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি আছে কি না?

২৪. আল্লাহর ইচ্ছা, অনুমতি, মনে মোহর মেরে দেওয়া কথাগুলোর প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৫. যিক্‌র প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৬. কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা (তাফসীর) করার প্রকৃত নীতিমালা
২৭. মৃত্যুর সময় ও কারণ পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৮. সবচেয়ে বড়ো গুনাহ শিরক করা না কুরআনের জ্ঞান না থাকা?
২৯. ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনের নীতিমালা
৩০. যে গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলিম জাতি ও বিশ্বমানবতার মূলশিক্ষায় ভুল ঢোকানো হয়েছে
৩১. 'আল কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) হওয়া আয়াত আছে' কথাটি কি সঠিক?
৩২. আল কুরআনের অর্থ (তরজমা) বা ব্যাখ্যা (তাফসীর) পড়ে সঠিক জ্ঞান লাভের নীতিমালা
৩৩. প্রচলিত ফিকাহগ্রন্থের সংস্করণ বের করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় কি?
৩৪. কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা জানা-বোঝার সহায়ক বিষয় হিসেবে ব্যাকরণ, অনুবাদ, উদাহরণ, আকল ও সাধনার গুরুত্ব
৩৫. পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির একমাত্র হাজ্জের ভাষণ যুগের জ্ঞানের ভিত্তিতে অনুবাদ ও শিক্ষা
৩৬. মানব শরীরে 'ক্বলব'-এর অবস্থান প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৩৭. তাওবা কবুল হওয়ার শেষ সময় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৩৮. ইবলিস ও তার দোসরদের ষড়যন্ত্রের কবলে জ্ঞানের ইসলামী উৎস ও নীতিমালা
৩৯. আসমানী গ্রন্থে উপস্থিত মানবতাবিরোধী গভীর ষড়যন্ত্রের তথ্যধারণকারী জীবন্তিকা
৪০. আল্লাহর সাথে কথা বলে জ্ঞান ও দিকনির্দেশনা পাওয়ার পদ্ধতি
৪১. তাকওয়া ও মুত্তাকী প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৪২. 'জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের অন্যান্য প্রকাশনা

১. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর (আরবী-বাংলা)
২. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ (শুধু বাংলা)
৩. সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন, ১ম খণ্ড
৪. মৌলিক শতবার্তা (পকেট কণিকা, যাতে আছে আমাদের গবেষণা সিরিজগুলোর মূল শিক্ষাসমূহ)
৫. কুরআনের ২০০ শব্দের অভিধান (যা কুরআনের মোট শব্দ সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ)
৬. কুরআনিক আরবী গ্রামার, ১ম খণ্ড
৭. সাধারণ কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা

প্রাপ্তিস্থান

- **কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন**
  ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এ্যান্ড জেনারেল হাসপাতাল কমপ্লেক্স (৮ম তলা)
  ১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি, মগবাজার, ঢাকা।
  ফোন : ০১৯৭৯৪৭৪৬১৭, ০১৯৪৪৪১১৫৬০, ০১৯৪৪৪১১৫৫৮

- **অনলাইনে অর্ডার করতে :** www.shop.qrfbd.org এবং https://www.facebook.com/QuranResearchFoundation/

- **দি বারাকাহ জেনারেল হাসপাতাল**
  ৯৩৭, আউটার সার্কুলার রোড, রাজারবাগ, ঢাকা।
  ফোন : ০২-৯৩৩৭৫৩৪, ০২-৯৩৪৬২৬৫, ০১৭৫২৭৭০৫৩৬

এছাড়াও নিম্নোক্ত লাইব্রেরিগুলোতে পাওয়া যায়–

❖ **ঢাকা**

- **রকমারি ডট কম :** www.rokomari.com
- **প্রফেসর'স বুক কর্নার**, ওয়ারলেস রেলগেট, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭, মোবা : ০১৭১৬৬৭৭৭৫৪
- **আহসান পাবলিকেশন্স,** কম্পিউটার মার্কেট নিচতলা, বাংলা বাজার, মোবা : ০১৭২৮১১২২০০

- **ইসলামিয়া লাইব্রেরী**, স্টেশন রোড, নরসিংদী,
  মোবাইল : ০১৯১৩১৮৮৯০২
- **প্রফেসর'স পাবলিকেশন'স,** কম্পিউটার মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা
  মোবাইল : ০১৭১১১৮৫৮৬
- **কাটাবন বইঘর,** কাটাবন মোড় , মসজিদ মার্কেট, শাহাবাগ, ঢাকা
  মোবাইল : ০১৭১১৫৮৩৪৩১
- **আজমাইন পাবলিকেশন্স,** মসজিদ মার্কেট ,কাটাবন মোড়, শাহবাগ,
  ঢাকা। মোবাইল : ০১৭৫০০৩৬৭৯৩
- **দিশারী বুক হাউস,** ইসলামীয়া র্মাকেট, নীলক্ষেত, ঢাকা।
  মোবাইল : ০১৮২২১৫৮৪৪০
- **আল-ফাতাহ লাইব্রেরী,** ইসলামীয়া র্মাকেট, নীলক্ষেত, ঢাকা।
  মোবাইল : ০১৭৮৯৫২০৪৮৪
- **আলম বুকস,** শাহ জালাল র্মাকেট, নীলক্ষেত, ঢাকা।
  মোবাইল : ০১৭৬০৬৮৪৪৭৬
- **কলরব প্রকাশনী**, ৩৪, উত্তরবুক হল রোড, ২য় তলা, বাংলা বাজার,
  ঢাকা। মোবাইল : ০১৭৫০০৩৬৭৯২
- **মেধা বিকাশ,** কম্পিউটার মার্কেট নিচতলা, বাংলা বাজার, ঢাকা।
  মোবাইল : ০১৮৬৬৬৭৯১১০
- **বি এম এমদাদিয়া লাইব্রেরী,** পূর্ব গেইট, বায়তুল মুকাররম, ঢাকা।
  মোবাইল : ০১৯১২৬৪১৫৬২

❖ **চট্টগ্রাম**

- **ফয়েজ বুকস,** শাহী জামে মসজিদ, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম
  মোবা : ০১৮১৪৪৬৬৭৭২
- **আমিন বুকস সোসাইটি,** শাহী জামে মসজিদ, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম
  মোবা : ০১৯১৯২২৪৭৭৮
- **নোয়া ফার্মা,** নোয়াখালী, মোবাইল : ০১৭১৬২৬৭২২৪
- **ভাই ভাই লাইব্রেরী এন্ড স্টেশনারী,** স্টেশন রোড, চৌমুহনী, নোয়াখালী,
  মোবাইল : ০১৮১৮১৭৭৩১৮
- **আদর্শ লাইব্রেরী,** দেবিদ্বার, কুমিল্লা, মোবাইল : ০১৮৬২৬৭২০৭০
- **ফয়জিয়া লাইব্রেরী,** সেকান্দর ম্যানশন, মোঘলটুলি, কুমিল্লা,
  মোবাইল : ০১৭১৫৯৮৮৯০৯

❖ রাজশাহী

- **কিউআরএফ রাজশাহী অফিস,** বাড়ী-৬১, শিরইল মোল্লা মিল, ওয়ার্ড নং-২১, রাজশাহী মহানগর, রাজশাহী। ০১৭১২৭৮৬৪১১
- **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** সাহেব বাজার, রাজশাহী মোবা : ০১৫৫৪-৪৮৩১৯৩, ০১৭১৫-০৯৪০৭৭
- **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** কমেলা সুপার মার্কেট, আলাইপুর, নাটোর মোবাইল ০১৯২-৬১৭৫২৯৭
- **কিউআরএফ বগুড়া দাওয়াহ সেন্টার :** জানে সাবা হাউজিং সোসাইটি, সদর, বগুড়া। ০১৯৩৩৩৪৮৩৪৮, ০১৭১৪৭০৯৯৮০
- **কুরআন এডুকেশন সেন্টার,** দুপচাচিয়া, বগুড়া। ০১৭৭৯১০৯৯৬৮, ০১৭১৪৫৬৬৮৯৯

❖ খুলনা

- **কিউআরএফ খুলনা অফিস :** ১৫৯, শচিনপাড়া, টুটপাড়া, খানজাহান আলী রোড, খুলনা। ০১৯৭৭৩০১৫০৬, ০১৯৭৭৩০১৫০৯
- **কুরআন এডুকেশন সেন্টার,** হামিদপুর আদর্শপাড়া জিন্নাত মুহরীর বাসা ২য় তলা, মহেশপুর, ঝিনাইদহ, ০১৩১৭৭১৬২৭৬, ০১৯৯০৮৩৪২৮২

❖ সিলেট

- **পাঞ্জেরী লাইব্রেরী এন্ড স্টেশনারী,** ৭৭/৭৮ পৌর মার্কেট, সুনামগঞ্জ মোবাইল : ০১৭২৫৭২৭০৭৮
- **বই ঘর,** মৌলভীবাজার, মোবাইল : ০১৭১৩৮৬৪২০৮

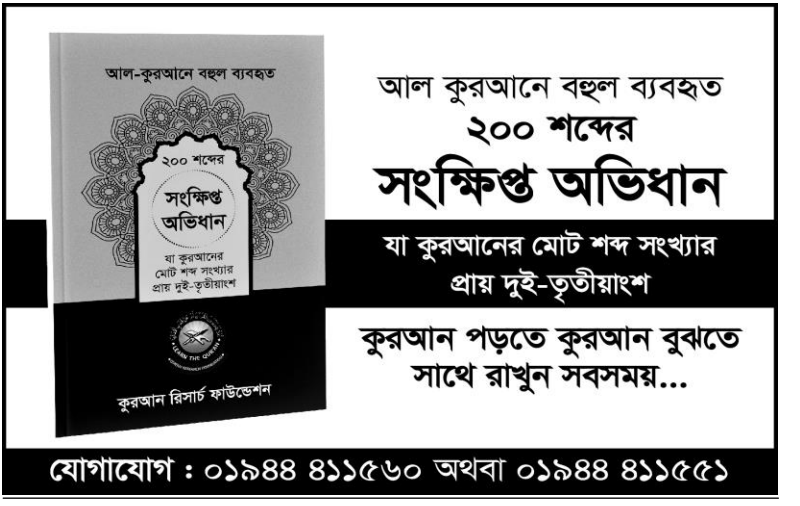

ব্যক্তিগত নোট